AASHIQ TERE LIYE (SEASON 1)

চরিত্র লিপি

প্রধান চরিত্র

আকসার চৌধুরী **-** একজন **B.D.O** ও গায়ক, আশিকীর স্বামী, রোহিতের যমজ ভাই, হিরনময়ের ভাই, কুলদীপের বাবা, সে সাহসের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। **(**মৃত**)**

হেলেনা শর্মা **"**আশিকী**" -** আকসারের স্ত্রী, রোহিতের প্রেমিকা, ক্রুশালের বোন, কুলদীপের মা, রোহিত ও আকসারের জীবনের টানাপোড়েনে তার চরিত্রটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও আত্মত্যাগী। **(**মৃত**)**

পার্শ্ব চরিত্র

রোহিত চৌধুরী **-** আকসারের যমজ ভাই ও তার মতো দেখতে **(Look Alike)**, হেলেনার প্রেমিক, ধীরাজের বন্ধু, হিরনময়ের ভাই, কুলদীপের জেঠু, বিপাশার স্বামী, ২০ বছরের দীর্ঘ ট্র্যাজেডি তাকে এক গম্ভীর ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

ধীরাজ শ্রীবাস্তব **-** একজন কলেজের প্রফেসর বা লেকচারার, রোহিতের বন্ধু, রেশমার প্রাক্তন স্বামী, পরিস্থিতির চাপে সে অনেক ভুল করলেও শেষ পর্যন্ত সে রোহিত ও আকসারের পাশেই দাঁড়িয়েছে।

রেশমা সিং **-** গল্পের প্রধান খলনায়িকা, ধীরাজের প্রাক্তন স্ত্রী, সুনীল ও গৌরবের প্রেমিকা, সন্দীপের স্ত্রী, তার প্রতিহিংসার কারণেই এই পুরো ট্র্যাজেডির সৃষ্টি।

সুনীল রায় **-** একজন **M.L.A**, গৌরবের মাসতুতো ভাই, রেশমার প্রেমিক, হিরনময়ের শত্রু, তবে গল্পের শেষের দিকে তার চরিত্রে বড় পরিবর্তন আসে।

গৌরব স্যানাল **-** একজন উকিল বা আইনজীবী, সুনীলের মাসতুতো ভাই, রেশমার প্রেমিক, শত্রু হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু পরবর্তীতে পথে ফেরে।

হিরনময় চৌধুরী **-** একজন সার্জন বা ডাক্তার, আকসার ও রোহিতের দাদা, ক্রুশালের বন্ধু, কুলদীপের জেঠু, সুনীলের শত্রু, পরিবারের রক্ষাকর্তা হিসেবে তার ভূমিকা অপরিসীম।

ক্রুশাল শর্মা - একজন হাই স্কুলের হেডমাস্টার, হেলেনার দাদা, হিরনময়ের বন্ধু, কুলদীপের মামা, সে সবসময় ন্যায়ের পথে চলে এবং পরিবারকে আগলে রাখে।

সন্দীপ গুপ্ত - একজন তান্ত্রিক, রেশমার স্বামী, এবং অন্ধকার জগতের মানুষ, প্রতিটি কুকর্মের মূল সহযোগী এবং কালো জাদুর কারিগর।

কুলদীপ চৌধুরী "আকশু" - আকসার ও আশিকীর ছেলে, রোহিত ও হিরনময়ের ভাইপো, ক্রুশালের ভাগ্না, সে এই গল্পের আগামী প্রজন্মের কাণ্ডারি।

বিপাশা ব্যানার্জী - একজন স্টেজ সিঙ্গার, হেলেনার মতো দেখতে **(Look Alike)**, রোহিতের স্ত্রী, কুলদীপের জেঠিমা **(**পালিকা মা**)**, সে-ই কুলদীপকে মায়ের মমতা দিয়ে বড় করে তুলছে।

প্রেক্ষাপট

আশিক তেরে লিয়ে: সিজন ১

প্রথম অধ্যায়: সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহর। পরিষ্কার রাস্তাঘাট আর প্রাচীন ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এই শহরটিতে। এই শহরেরই একটি শান্ত পাড়ায় ৪৫ বছর বয়সী ধীরাজ শ্রীবাস্তবের বাস। পেশায় তিনি কলেজের একজন অত্যন্ত সম্মানিত প্রফেসর। ধীরাজ একা নন, তাঁর সঙ্গে থাকে ২০ বছরের এক তরুণ—রোহিত চৌধুরী।

রোহিতের জীবনটা সহজ ছিল না। খুব ছোটবেলাতেই সে তার বাবা-মাকে হারিয়েছে। ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার মতো দুলতে থাকা রোহিতকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ধীরাজ। রোহিতের নিজের বলতে একজন বড় দাদা ছিল, হিরণ্ময়। কিন্তু সে কোথায় আছে, কেমন আছে, রোহিত জানে না। অনেক খুঁজেও সে তার দাদার কোনো সন্ধান পায়নি। আজ ধীরাজের বাড়িই রোহিতের ঠিকানা, আর ধীরাজ ও তাঁর বৃদ্ধা মা-ই রোহিতের আপনজন। ধীরাজ রোহিতকে ছোট ভাই বা ছেলের মতো নয়, বরং একজন প্রকৃত বন্ধুর মতো আগলে রেখেছেন। ধীরাজের মা-ও রোহিতকে নিজের নাতির মতোই স্নেহ করেন।

আজ দিনটা একটু বিশেষ। আজ রোহিতের ২০তম জন্মদিন।

সকাল থেকেই বাড়িতে সাজ সাজ রব। রোহিত এখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ধীরাজ আর তাঁর মা মিলে রোহিতের অজান্তেই জন্মদিনের বিশাল আয়োজন করেছেন। রোহিত যখন কলেজ থেকে ফিরল, বাড়ির গেটে পা রাখতেই সে থমকে গেল। পুরো বাড়িটা আলো দিয়ে

সাজানো হয়েছে।

"এসব কী ধীরাজ দা?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রোহিত।

ধীরাজ স্মিত হেসে রোহিতের কাঁধে হাত রাখলেন। "কেন? তোর কুড়ি বছর পূর্ণ হলো আজ, একটু আনন্দ হবে না? আমি তোর কলেজের সব বন্ধু আর সিনিয়রদের নিমন্ত্রণ করেছি। এমনকি আমার কলেজের সহকর্মী প্রফেসররাও আসছেন।"

রোহিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ধীরাজ ওর জন্য যতটা করেন, তা বোধহয় নিজের কোনো আত্মীয়ও করত না।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে শ্রীবাস্তব নিবাসে মানুষের আনাগোনা শুরু হলো। রোহিতের বন্ধুরা এসেছে, ধীরাজের সহকর্মী প্রফেসররাও এসেছেন। সবাই যখন ড্রয়িংরুমে একত্রিত হলো, ধীরাজ সবার সাথে রোহিতের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ধীরাজ হাসিমুখে বললেন, " আলাপ করিয়ে দিই, এ হলো রোহিত। আমার জীবনের অন্যতম প্রিয় একজন বন্ধু।"

'বন্ধু' শব্দটা শুনে উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে একটা কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল। ধীরাজের কলিগদের মধ্যে একজন চাপা হাসিতে বললেন, "বলছেন কী ধীরাজ বাবু? আপনার বয়স ৪৫, আর এই ছেলেটা সবে ২০। আপনি যদি ঠিক সময়ে বিয়ে করতেন, তবে তো আপনারই ওর বয়সী একটা ছেলে থাকত! বন্ধুর বদলে বাবা-ছেলের সম্পর্ক বললেই তো বেশি মানাত।"

অন্যদিকে রোহিতের বন্ধুরাও আড়ালে হাসাহাসি করছিল। একজন ফিসফিস করে বলল, "দেখলি? আমাদের রোহিত তো দেখছি এক কাকার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসে আছে! এ কেমন ইয়ারি রে বাবা?"

রোহিত লক্ষ্য করছিল চারপাশের এই অস্বস্তিকর পরিবেশ। সে মাথা নিচু করে থাকার ছেলে নয়। সে ধীর পায়ে সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ড্রয়িংরুমে হঠাৎ নীরবতা নেমে এল।

রোহিত শান্ত গলায় বলল, "আপনারা হাসাহাসি করছেন কারণ আপনারা সম্পর্কের গভীরতাটা শুধু বয়সের ক্যালকুলেটর দিয়ে মাপেন। কিন্তু আমার কাছে সম্পর্ক মানে হলো ভরসা। যেদিন আমার মাথার ওপর কোনো ছাদ ছিল না, পায়ের তলায় মাটি ছিল না, সেদিন ধীরাজ দা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি আমাকে করুণা করেননি, বরং সম্মান দিয়ে বন্ধুর মতো পাশে টেনে নিয়েছেন। রক্ত না থাকলেও উনি আমার পরিবার। শরীরের বয়স দিয়ে কি আর আত্মার মিল বোঝা যায়?"

রোহিতের এই গভীর আর পরিণত কথাগুলো শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসরের পরিবেশ বদলে গেল। যে প্রফেসররা বিদ্রুপ করছিলেন, তারা মাথা নিচু করে নিলেন। রোহিতের বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখছিল তাদের প্রিয় বন্ধুকে, যে আজ এক নিমিষেই অনেক বড় হয়ে গেছে।

ধীরাজের চোখে তখন জল চিকচিক করছে। তিনি জানতেন রোহিত তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আজ সবার সামনে সে যেভাবে এই অসম বয়সী বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করল, তাতে ধীরাজের মন গর্বে ভরে উঠল।

কিন্তু এই আনন্দ আর হাসিখুশি মুহূর্তগুলোর আড়ালে জীবনের কোনো এক ট্র্যাজেডি কি নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে? রোহিত কি কোনোদিন খুঁজে পাবে তার হারানো দাদাকে? আর এই সুন্দর মুহূর্তগুলোর পরে তার জীবনে ভালোবাসার কোন মোড় অপেক্ষা করছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়: ষড়যন্ত্রের ছায়া

রোহিতের কথা শুনে যখন ড্রয়িংরুমের সবাই হাততালি দিচ্ছিল এবং প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক তখনই জানলার বাইরে অন্ধকার বাগানে দাঁড়িয়ে এক জোড়া হিংস্র চোখ সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। লোকটির নাম গৌরব, পেশায় সে একজন নামী উকিল। কিন্তু তার ভেতরের অন্ধকার সত্তাটি আজ এক ভয়াবহ কাজে লিপ্ত।

গৌরব পকেট থেকে ফোন বের করে একজনকে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে ভারী গলায় একজন উত্তর দিল, "কী খবর গৌরব? সব ঠিকঠাক এগোচ্ছে?"

গৌরব ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ সুনীল দা। এখানে তো খুব উৎসব চলছে। হিরণ্ময়ের ছোট ভাইটা খুব ভাষণ দিচ্ছে। সবাই ওকে নিয়ে খুব খুশি।"

সুনীল, যে পেশায় একজন প্রভাবশালী এম.এল.এ **(MLA)**, তার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "খুব খুশি তাই না? এই হিরণ্ময় চৌধুরী ছোটবেলায় আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমাকে অপমান করেছিল সবার সামনে। হিরণ্ময় তো নিরুদ্দেশ, কিন্তু তার ওপর রাগের আগুনটা আমি আজ এই বাচ্চার ওপর দিয়ে মেটাব। শোনো গৌরব, ব্যাগের ভেতর যে বিস্ফোরকটা আছে, ওটা ড্রয়িংরুমের এক কোণে রেখে বেরিয়ে এসো। উৎসবের আলো আজ শ্মশানের নিস্তব্ধতায় বদলে যাবে।"

সুনীল আর গৌরব সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। হিরণ্ময়ের প্রতি সুনীলের বহু পুরনো আক্রোশ আজ এক কালনাগিনীর মতো ফুঁসে উঠেছে। গৌরব নিঃশব্দে জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ার সুযোগ খুঁজছিল। সে সফল হলো। সবার অগোচরে উৎসবের ডামাডোলের মাঝে একটা ছোট ব্যাগ সোফার নিচে সরিয়ে দিয়ে সে দ্রুত বাগান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়: ছাই হয়ে যাওয়া স্বপ্ন

বাড়ির ভেতরে তখন উল্লাস চরমে। বড় একটা চকোলেট কেক আনা হয়েছে। ধীরাজ আর তাঁর মা রোহিতকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। কেক কাটার পর গান শুরু হলো। ধীরাজ আজ বড্ড খুশি, তাঁর স্নেহের ছোট ভাইটির কুড়ি বছর পূর্ণ হলো। কিন্তু কে জানত, এই আনন্দ কত অল্প সময়ের জন্য!

ঠিক যখন গানের তালি আর হাসির আওয়াজ ঘর ছাপিয়ে যাচ্ছিল, তখনই হঠাৎ এক বিকট শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি।

'বুম!'

মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ ধোঁয়ায় ভরে গেল। জানলার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। আগুনের হলকা আর ধোঁয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়ল আমন্ত্রিত অতিথিরা। চিৎকার আর হুড়োহুড়িতে এক নারকীয় পরিবেশ তৈরি হলো। অতিথিরা যে যেদিকে পারল নিজের প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে পালাল। ধীরাজের সাজানো ড্রয়িংরুমটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

ধোঁয়া একটু কমলে দেখা গেল, কারো বড় কোনো চোট লাগেনি কিন্তু রোহিতের জন্মদিনটা তছনছ হয়ে গেছে। ধীরাজের বৃদ্ধা মা তখন কাঁপছিলেন। ভয় থেকে তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভ জন্ম নিল। তিনি বিশ্বাসী এবং কিছুটা রক্ষণশীল মানুষ। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, এই ছেলেটাকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই বাড়িতে সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এসব কী হলো? আজ আমার ছেলের সম্মান ধুলোয় মিশে গেল! এই রোহিত একটা অলক্ষ্মী, একটা কুফা! ও আসার পর থেকেই সংসারে অশান্তি দানা বাঁধছে। এমন শুভ দিনে বোম ব্লাস্ট হলো? এ কোনো সাধারণ কথা নয়। ও আসার পরেই আমাদের অমঙ্গল শুরু হয়েছে!"

ধীরাজ অবাক হয়ে মাকে আটকানোর চেষ্টা করলেন, "মা! তুমি এসব কী বলছ? এখানে রোহিতের কী দোষ?"

"চুপ কর ধীরাজ!" মা ধমকে উঠলেন। "আমি কোনো কথা শুনব না। এই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে আজই এই বাড়ি থেকে বের করে দে। নাহলে আমার মরা মুখ দেখবি। আমি এই অলক্ষ্মীকে আর এক মুহূর্ত এই বাড়িতে রাখব না!"

রোহিত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। যার জন্য সে এই পৃথিবীকে নতুন করে আপন ভেবেছিল, সেই মা-ই আজ তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। সে ধরা গলায় বলল, "ধীরাজ দা, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাদের বিপদে ফেলতে চাই না।"

রোহিত যখন ব্যাগ হাতে দরজার দিকে পা বাড়াল, ধীরাজ বাধা দিলেন। তিনি মায়ের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললেন, "মা, আমি রোহিতের দায়িত্ব নিয়েছি। ও আমার বন্ধু। আজ ও একা নয়, ও যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। তুমি যদি ওকে এই ঘর থেকে বের করে দাও, তবে মনে রেখো, তোমার ছেলেও আর এই ঘরে ফিরবে না।"

মায়ের হাজারো বারণ সত্ত্বেও ধীরাজ পিছু ফিরে তাকালেন না। বন্ধুত্বের কাছে আজ রক্তের সম্পর্ক হার মানল। সেই রাতেই এক কাপড়ে রোহিত আর ধীরাজ ইন্দোর ছেড়ে বহুদূরে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

অন্ধকারে দূরে দাঁড়িয়ে গৌরব আর সুনীল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তাদের চাল সফল হয়েছে। রোহিতকে শুধু গৃহহীন করাই নয়, তাকে তার আপনজনদের চোখে অপরাধীও করে তোলা গেছে। মুম্বাইয়ের অজানা পথে দুই বন্ধুর এই যাত্রা এখন কোন দিকে মোড় নেবে?

চতুর্থ অধ্যায়: রেশমা সিং—একটি বিষাক্ত ছায়া

ইন্দোর থেকে রোহিত আর ধীরাজকে তাড়িয়ে দিয়েও সুনীল আর গৌরবের আক্রোশ কমেনি। তারা চেয়েছিল রোহিতের জীবনটা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে। এই কাজে তারা বেছে নিল এক ভয়ঙ্করী নারীকে—রেশমা সিং। রেশমা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত ধূর্ত। অর্থের বিনিময়ে সে যেকোনো পর্যায়ে যেতে পারে।

সুনীল রেশমাকে ফোন করে সবটা বুঝিয়ে বলল, "রেশমা, ধীরাজ আর রোহিত এখন মুম্বাইতে আছে। তুই ওদের জীবনে এমনভাবে প্রবেশ করবি যেন ওরা তোকে ছাড়া এক পা-ও না চলতে পারে। বিশেষ করে ধীরাজকে তোর হাতের পুতুল বানাতে হবে। আমাদের লক্ষ্য একটাই—ধীরাজ যেন নিজের হাতে রোহিতকে ওর জীবন থেকে লাথি মেরে বের করে দেয়।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হেসে বলল, "চিন্তা করবেন না সুনীল বাবু। মানুষকে ভাঙা আমার বাঁ হাতের খেলা। ধীরাজ শ্রীবাস্তব তো সামান্য এক প্রফেসর, তাকে বশ করা খুব কঠিন হবে না।"

পঞ্চম অধ্যায়: মায়ানগরীতে নতুন ফাঁদ

মুম্বাইয়ের জনাকীর্ণ আর ব্যস্ত জীবনে রোহিত আর ধীরাজ প্রথম প্রথম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। একটি ছোট ঘর ভাড়া করে তারা থাকতে শুরু করল। ধীরাজ নতুন চাকরি খুঁজছিলেন আর রোহিতকেও কোনো কলেজে ভর্তি করার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক এই সময়ই তাঁদের জীবনে উদয় হলো রেশমা সিং-এর।

রেশমা নিজেকে একজন সমাজসেবী এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচয় দিল। ধীরাজ যখন এলাকার অলিগলি আর অফিসের জটিলতা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন রেশমা উপযাচক হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। কখনো সে ধীরাজের চাকরির ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কখনো বা ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করছে।

অল্প দিনের মধ্যেই রেশমা ধীরাজের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। ধীরাজ সরল মনে রেশমাকে বিশ্বাস করে ফেললেন। তিনি মনে করলেন, এই অচেনা শহরে রেশমাই তাঁর একমাত্র ভরসা। দিনের বেশির ভাগ সময় ধীরাজ এখন রেশমার সাথেই কাটান, বিভিন্ন কাজে তাঁর পরামর্শ নেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: দূরত্বের শুরু

রোহিতের ২০ বছরের চঞ্চল চোখগুলো সবকিছু খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করছিল। সে দেখল, যে ধীরাজ দা এক মুহূর্ত তাকে ছাড়া কিছু বুঝতেন না, সেই ধীরাজ দা এখন সারাটা দিন রেশমার সাথে গল্প আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আগে রাতে দুজনে মিলে কত কথা হতো, এখন ধীরাজ বাড়ি ফিরতেই দেরি করেন। ফিরলেও রেশমার গুনগান করতে ক্লান্ত হন না।

রোহিত একদিন ধীর স্বরে বলল, "ধীরাজ দা, রেশমা দিদিকে কি একটু বেশিই বিশ্বাস করছো না? আমরা তো ওঁকে ঠিকমতো চিনিও না।"

ধীরাজ কিছুটা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "রোহিত, এই শহরে ও না থাকলে আমাদের পথে বসতে হতো। তুই এখনো ছোট, দুনিয়া চিনিস না। রেশমা আমাদের জন্য যা করছে, তা কৃতজ্ঞতার সাথে দেখা উচিত। তোর এই সন্দেহবাতিক স্বভাবটা ছাড় তো!"

রোহিত স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরাজ দা আগে কখনো তার সাথে এভাবে কথা বলেননি। তাদের মাঝে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হতে শুরু করেছে।

সপ্তম অধ্যায়: রেশমার পরিকল্পনা

রেশমা লক্ষ্য করল, ধীরাজ তার সাথে যতই সময় কাটাক না কেন, দিনশেষে রোহিতের প্রতি তাঁর টান এখনো অটুট। ধীরাজ এখনো নিজে হাতে রোহিতের জন্য ফল কিনে আনেন, ওর পড়াশোনার খোঁজ নেন। রোহিতের প্রতি ধীরাজের এই অগাধ স্নেহ আর যত্ন রেশমার সহ্য হচ্ছিল না।

রেশমা বুঝতে পারল, ধীরাজের মন থেকে রোহিতকে না সরালে সুনীলের দেওয়া কাজটা শেষ হবে না। সে মনে মনে ভাবল, "এই ছেলেটা এখনো ধীরাজের দুর্বলতা। আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে ধীরাজ নিজের চোখেই রোহিতকে অপরাধী বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখে। রোহিতকে এমন এক ঘুণে ধরা চরিত্রে পরিণত করতে হবে, যেন ধীরাজ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে।"

রেশমা এবার তার চূড়ান্ত চাল চালার প্রস্তুতি নিল। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল কীভাবে রোহিতকে ধীরাজের নজরে 'নিচ' প্রমাণ করা যায়। ট্র্যাজেডির মেঘ ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসতে শুরু করল।

অষ্টম অধ্যায়: অন্ধকারের সভার

মুম্বাইয়ের যে বাড়িতে রোহিত আর ধীরাজ থাকতেন, তার নিচে একটি পুরনো আন্ডারগ্রাউন্ড বা ভূগর্ভস্থ ঘর ছিল। ধীরাজ জানতেনও না যে সেই অন্ধকার ঘরটিই এখন তাঁর ধ্বংসের নীল নকশা তৈরির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

রেশমা রোজ রাতে ধীরাজকে এক গ্লাস দুধ বা জল খাইয়ে দিত, যাতে সুকৌশলে সে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে রাখত। ধীরাজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে রেশমা নিঃশব্দে নিচে নেমে যেত। সেখানে আগে থেকেই হাজির থাকত সুনীল আর গৌরব। মায়ানগরীর নিস্তব্ধতায় এই তিনজন মিলে প্রতি রাতে ছক কষত।

সুনীল আক্রোশের সাথে বলত, "রেশমা, অনেক সময় হয়ে গেল। এবার চূড়ান্ত আঘাতটা হানতে হবে। ধীরাজ যেন বিশ্বাস করে যে রোহিত ওর উপকারের বদলে পিঠে ছুরি মারছে।

রোহিতকে ওর চোখের বিষ করে তোল।"

রেশমা আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসত। "চিন্তা করবেন না। আমি ধীরাজের বিশ্বাসের ভিতটা আলগা করে দিচ্ছি। খুব শীঘ্রই সে নিজেই রোহিতকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।"

নবম অধ্যায়: একটি ভুল এবং রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত

প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাতে ষড়যন্ত্রের আসর বসেছিল আন্ডারগ্রাউন্ডের ঘরে। কিন্তু উত্তেজনার বশে রেশমা সেদিন ধীরাজকে ঘুমের ওষুধ মেশানো জল খাওয়াতে ভুলে গিয়েছিল।

মাঝরাতে ধীরাজের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তৃষ্ণার্ত হয়ে পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলেন রেশমা নেই। ধীরাজ ভাবলেন, হয়তো রেশমা রান্নাঘরে জল খেতে গেছে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সারা বাড়িতে রেশমাকে খুঁজতে লাগলেন। কোথাও তাকে না পেয়ে ধীরাজ হঠাৎ খেয়াল করলেন, আন্ডারগ্রাউন্ডের ঘরের দরজার তলা দিয়ে সামান্য আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

ধীরাজ অবাক হলেন। "এত রাতে ওখানে কে?" তিনি ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলেন।

নিচে তখন সুনীল আর গৌরব রোহিতের নামে মিথ্যে নথি তৈরির পরিকল্পনা করছিল। ধীরাজ যখন দরজার ঠিক সামনে, তখনই রেশমার কানে সিঁড়ির শব্দ পৌঁছাল। তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে দ্রুত ইশারায় সুনীল আর গৌরবকে পেছনের ছোট জানালা দিয়ে পালাতে বলল।

ধীরাজ দরজা ঠেলতেই দেখলেন রেশমা একা দাঁড়িয়ে আছে, চোখেমুখে এক অদ্ভুত আতঙ্ক।

"রেশমা! তুমি এখানে? এত রাতে এই অন্ধকার ঘরে কী করছ?" ধীরাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

রেশমা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। সে চোখে জল এনে ধরা গলায় বলল, "ধীরাজ দা, আসলে... আমার খুব একা লাগছিল। হঠাৎ এই পুরনো ঘরটার কথা মনে পড়ল, ভাবলাম এখানে কিছু হারানো জিনিস আছে কি না দেখি। আমার খুব ভয় করছিল, তাই প্রদীপ জ্বালিয়ে বসেছিলাম। আপনি কেন এলেন?"

ধীরাজ রেশমার অভিনয় ধরতে পারলেন না। তিনি তাকে শান্ত করে ওপরে নিয়ে এলেন। অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষে সুনীল আর গৌরব তখন নিঃশব্দে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। ধীরাজ বুঝতেই পারলেন না যে তিনি যমের খুব কাছ থেকে ফিরে এলেন।

দশম অধ্যায়: অমীমাংসিত রহস্য

পরদিন সকালে বারান্দায় বসে রোহিত আর ধীরাজ চা খাচ্ছিলেন। দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা এখন আগের মতো সহজ নেই, তবুও একটা প্রচ্ছন্ন টান রয়ে গেছে।

ধীরাজ হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জানিস রোহিত, আজও মাথায় ঢোকে না সেদিন তোর জন্মদিনে কেন অমন ব্লাস্ট হলো। ইন্দোরে আমাদের কারোর সাথে তো কোনো শত্রুতা ছিল না। কেন কেউ আমাদের ওপর এমন হামলা করল?"

রোহিত উদাস চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। "আমিও জানি না ধীরাজ দা। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার কপালটাই খারাপ। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কোনো না কোনো অমঙ্গল ঘটে। বড়দা হারিয়ে গেল, বাবা-মা চলে গেলেন, আর এখন আপনার শান্তিটাও আমিই কেড়ে নিলাম।"

ধীরাজ রোহিতের কাঁধে হাত রাখলেন। রেশমার কুমন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁর মনে কোথাও একটা সন্দেহ কাজ করে যে রোহিত নির্দোষ। কিন্তু রেশমা যেভাবে তাঁকে মায়ার জালে জড়িয়ে ফেলেছে, তাতে তিনি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারছেন না।

রোহিত জানে না যে তার সবচাইতে বড় শত্রু এখন তার নিজের ঘরেই রাজত্ব করছে। আর রেশমা ঠিক করে ফেলেছে যে, এবার সে রোহিতের চরিত্রে এমন এক কলঙ্ক লেপে দেবে যা ধীরাজ কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না।

একাদশ অধ্যায়: বিষাক্ত পানীয়

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে, ঠিক যেন রোহিতের জীবনের আগামী মুহূর্তগুলোর পূর্বাভাস দিচ্ছে। ধীরাজ তখন নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রেশমার উপস্থিতিতে বাড়িতে সুনীল আর গৌরবের আনাগোনা এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। ধীরাজ ভাবেন তারা রেশমার আত্মীয় বা পরিচিত।

রোহিতের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক গ্লাস ফলের রস বা জুস আসে। সেদিন সুযোগ বুঝে গৌরব আর সুনীল সেই জুসের গ্লাসে কড়া মদ মিশিয়ে দেয়। রোহিত সরল মনে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে সেই জুসটা খেয়ে নেয়।

কিছুক্ষণ পরেই রোহিতের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল না তার শরীরের ভেতরে কী ঘটছে। এর আগে সে কখনো নেশাজাতীয় কিছু স্পর্শ করেনি। নেশার ঘোরে রোহিত যখন প্রায় দিশেহারা, তখন সুনীল আর গৌরব বন্ধুর মতো ভান করে তাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। রোহিত বাধা দেওয়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়: নরকের মায়াজাল

সুনীল আর গৌরব রোহিতকে নিয়ে শহরের এক জনাকীর্ণ বারে **(Bar)** পৌঁছাল। চারিদিকে চড়া মিউজিক, ধোঁয়া আর উগ্র আলোর ঝলকানি। রোহিতকে একটা কোণের টেবিলে বসিয়ে দেওয়া

হলো। নেশার ঘোরে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, শরীর টলছিল।

রেশমা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বারের একটি মেয়েকে ডেকে অনেকগুলো টাকার নোট হাতে গুঁজে দিল। রেশমা মেয়েটির কানে ফিসফিস করে বলল, "আমি যা বলছি ঠিক তাই করবি। এই ছেলেটার খুব কাছাকাছি যাবি, যেন বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ও তোর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। আমি যখন বলব, ঠিক তখনই তুই এমন নাটক করবি যেন ও তোকে বিরক্ত করছে। যা!"

মেয়েটি টাকার লোভে রাজি হয়ে গেল। রোহিত তখন প্রায় অচেতন অবস্থায় বসে আছে। একে একে অনেকগুলো মেয়ে তার চারপাশে ভিড় করল, কেউ তার হাত ধরল, কেউ তার কাঁধে হাত রাখল। বাইরে গাড়ির আড়াল থেকে রেশমা, সুনীল আর গৌরব এই দৃশ্য দেখে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছিল।

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "দেখ হিরণ্ময়, তোর আদরের ভাই আজ নর্দমার কীটে পরিণত হচ্ছে। এই দৃশ্য যখন তোর বন্ধু ধীরাজ দেখবে, তখন সে নিজেই এই ছেলেকে লাথি মেরে বের করবে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়: কালিমালিপ্ত ফেরা

রাত তখন গভীর। রোহিত পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার জামাকাপড় অবিন্যস্ত, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। সুনীল আর গৌরব সন্তর্পণে রোহিতকে গাড়িতে তুলে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

মাঝরাতে তারা রোহিতকে অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ির সদর দরজার সামনে এনে ছেড়ে দিল। রেশমা ভেতরেই ছিল, সে সব তদারকি করছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল একটাই—পরদিন সকালে ধীরাজ যেন রোহিতকে এই অবস্থায় দেখে ঘৃণা করতে শুরু করেন।

রোহিত জানতও না, এক রাতের মধ্যে তার পবিত্র চরিত্রে কতটা কালি ছিটিয়ে দিয়েছে এই তিনজন। ধীরাজ যখন সকালে দরজা খুলবেন, তখন কি তিনি তাঁর স্নেহের ছোট ভাইটিকে চিনতে পারবেন? নাকি রেশমার ষড়যন্ত্রে সব বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে?

চতুর্দশ অধ্যায়: কলঙ্কের প্রভাত

পরদিন সকালে সূর্যের আলো যখন মুম্বাইয়ের সেই ঘরে প্রবেশ করল, তখন বাতাসে ভ্যাপসা এক মদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। ধীরাজ সকালে উঠে রোহিতের ঘরে গেলেন। দেখলেন রোহিত বিছানায় অগোছালো অবস্থায় শুয়ে আছে, তার মুখচোখ বসে গেছে এবং তাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে।

ধীরাজ আজকাল রেশমাকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, রোহিত কাল রাতে কখন ফিরেছে বা কী করেছে, তার কিছুই তিনি টের পাননি। রোহিতের এই অবস্থা দেখে ধীরাজ বিরক্ত এবং

বিস্মিত হলেন।

তিনি কঠোর গলায় ডাকলেন, "রোহিত! ওঠ। একি অবস্থা তোর? ঘর থেকে মদের গন্ধ আসছে কেন?"

রোহিত ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। তার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে কালকের ঘটনার কিছুই মনে করতে পারছে না। সে কাঁপা গলায় বলল, "ধীরাজ দা, আমি... আমি জানি না। আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।"

রোহিত যখন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল সেই মেয়েটি, যাকে রেশমা আগের রাতে টাকা দিয়ে বশ করেছিল। মেয়েটি ঘরে ঢুকেই ধীরাজের পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ধীরাজ অবাক হয়ে বললেন, "আপনি কে? কী হয়েছে আপনার?"

মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "স্যার, আমাকে বাঁচান! এই ছেলেটা কাল রাতে বারে গিয়ে আমার সাথে জঘন্য নোংরামি করেছে। আমি ওখানকার সামান্য কর্মী হতে পারি, কিন্তু আমারও তো সম্মান আছে!"

রোহিত আকাশ থেকে পড়ল। "মিথ্যে কথা! ধীরাজ দা, আমি এই মেয়েকে চিনিই না!"

পঞ্চদশ অধ্যায়: মুখোশধারী শয়তান

ঠিক এই মুহূর্তে রেশমা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এল। তার চোখেমুখে নাটকীয় উদ্বেগ। আর ঠিক তখনই ঘরের দরজায় আবির্ভূত হলো দুই ব্যক্তি—সুনীল এবং গৌরব। এই প্রথম ধীরাজ তাদের মুখোমুখি হলেন।

সুনীল গম্ভীর গলায় নিজের পরিচয় দিল, "আমি সুনীল রায়, পেশায় এম.এল.এ (MLA)। মুম্বাইয়ের কোনো মেয়ের ওপর এমন অত্যাচার আমি বরদাস্ত করব না।"

পাশ থেকে গৌরব যোগ করল, "আর আমি গৌরব সান্যাল, পেশায় উকিল। আইনের মারপ্যাঁচ আমি ভালোই বুঝি। এই ছেলের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

ধীরাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি রোহিতের দিকে তাকিয়ে প্রমাণ চাইলেন। গৌরব তৎক্ষণাৎ তার মোবাইল থেকে একটি এডিট করা নকল সিসিটিভি ফুটেজ দেখাল। সেখানে দেখা যাচ্ছে রোহিত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সেই মেয়েটির সাথে অশালীন ব্যবহার করছে।

ফুটেজটি দেখে ধীরাজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। রেশমা এবার ধীরাজের হাত ধরে বলল, "ধীরাজ, ও যদি বাইরের একটা মেয়ের সাথে এমন করতে পারে, তবে তো আমারও নিরাপত্তা নেই! আমি ভাবতেও পারিনি ও এতটা নিচ হতে পারে।"

ধীরাজের মনে রেশমার প্রতি ভালোবাসা এখন তুঙ্গে। তিনি ভাবলেন, রেশমার সাথে সময় কাটাতে গিয়ে তিনি রোহিতকে সময় দিতে পারেননি, আর সেই সুযোগেই রোহিত বখে

গেছে। তাঁর মনে রোহিতের প্রতি যে শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব ছিল, তা নিমেষেই ঘৃণায় পরিণত হলো।

ষোড়শ অধ্যায়: বিচ্ছেদ ও চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি

ধীরাজ চিৎকার করে উঠলেন, "যথেষ্ট হয়েছে রোহিত! আর একটা কথাও বলবি না। আজ থেকে তোর আর আমার সব সম্পর্ক শেষ। তুই এখনই এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যা!"

রোহিত ডুকরে কেঁদে উঠল। "ধীরাজ দা, তুমি কি চোখের দেখা আর এই চক্রান্তকারীদের কথা বিশ্বাস করছ? তুমি কি আমায় চেনো না?"

ধীরাজ কান দিলেন না। তিনি আবারো তাকে চলে যেতে বললেন। রোহিত যখন যেতে রাজি হচ্ছিল না, তখন সুনীল ভয় দেখিয়ে বলল, "ধীরাজ বাবু, আপনি যদি এই অপরাধীকে আশ্রয় দেন, তবে আপনাকেও এই মুম্বাই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনার ওপর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ধীরাজ অসহায় আর ক্ষুব্ধ হয়ে রোহিতকে এক প্রকার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। রোহিত ব্যাগ হাতে নিয়ে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পা বাড়াল। তার শেষ আশার আলোটুকুও নিভে গেল। সে জানত না, এই মুম্বাইয়ের ভিড়ে সে কোথায় যাবে।

রোহিত বেরিয়ে যেতেই বাড়ির ভেতরে সুনীল, গৌরব আর রেশমা আড়ালে একে অপরের দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক হাসল। তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিশোধ আর চক্রান্ত সফল হয়েছে। ধীরাজ এখন একা, আর রোহিত হয়ে গেল অভিভাবকহীন এক পথচারী।

সুনীল মনে মনে বলল, "হিরণ্ময়, তোর ভাইকে আজ আমি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি। এবার শুরু হবে আসল টর্চার। এবার রোহিতকে তিলে তিলে শেষ করার পালা।"

সপ্তদশ অধ্যায়: অন্ধকারের শেষ প্রান্তে

মুম্বাইয়ের বৃষ্টিভেজা রাস্তায় রোহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিল। তার চোখের জল বৃষ্টির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ধীরাজ দা তাকে বিশ্বাস করলেন না—এই কষ্টটা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রোহিতের কানে এখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার কলেজের বন্ধুদের সেই বিদ্রুপের কথাগুলো। সেদিন জন্মদিনে তারা বলেছিল, "একটা কাকার বয়সী লোকের সাথে বন্ধুত্ব টিকবে তো?" আজ রোহিতের মনে হচ্ছে, বন্ধুরা বোধহয় ঠিকই বলেছিল। বয়সের ব্যবধান কি তবে সত্যিই বিশ্বাসের দেয়ালে ফাটল ধরায়?

"আজ যদি বড়দা সাথে থাকত, তবে আমার এই দশা হতো না," রোহিত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হিরণ্ময় তাকে সবসময় আগলে রাখত। আজ ধীরাজ দা সেই দাদাকেই অনুকরণ করতে গিয়ে মাঝপথে হাত ছেড়ে দিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে রোহিত কখন যে একটা নির্জন রেললাইনের ধারে চলে এসেছে, সে নিজেও জানে না। তার পৃথিবীটা এখন শূন্য। দূরে ট্রেনের জোরালো বাঁশি শোনা গেল। রোহিতের মনে হলো, এই যন্ত্রণাময় জীবনের চেয়ে মরণই বোধহয় ভালো। সে লাইনটার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনটা খুব কাছে চলে এসেছে, মাটির কম্পন অনুভূত হচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একজোড়া শক্তিশালী হাত রোহিতকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ট্রেনটি তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল। রোহিত ঘাসভরা জমিতে পড়ে গিয়ে কাঁপতে লাগল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগ। তিনি শান্ত গলায় বললেন, "একি করছ খোকা? জীবন কি এতই সস্তা?"

রোহিত কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? কেন বাঁচালেন আমাকে?"

ভদ্রলোক স্মিত হেসে বললেন, "আমি ক্রুশাল শর্মা। পেশায় একটি হাইস্কুলের হেডমাস্টার। চলো আমার সাথে, তোমাকে এভাবে রাস্তায় ছেড়ে দিতে পারি না।"

অষ্টাদশ অধ্যায়: ক্রুশাল শর্মার আশ্রয়

ক্রুশাল বাবু রোহিতকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। রোহিত তখন জ্বরে কাঁপছে, মানসিক ধাক্কায় সে রীতিমতো অসুস্থ। ক্রুশাল বাবু তাকে গরম খাবার দিলেন এবং তার যত্ন নিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন রোহিত স্বাভাবিক হলো, ক্রুশাল বাবু তার মুখোমুখি বসলেন।

"এবার বলো তো খোকা, তোমার নাম কী? আর কেনই বা এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলে?" ক্রুশাল বাবুর প্রশ্নগুলো ছিল বাবার মতো স্নেহমাখা।

রোহিত আর লুকোতে পারল না। সে একে একে সব কথা বলে দিল। তার হারানো দাদা হিরণ্ময়, ধীরাজ শ্রীবাস্তবের সাথে তার সেই অসম বয়সী বন্ধুত্ব, ইন্দোর থেকে মুম্বাইয়ে আসা, এবং সবশেষে রেশমা, সুনীল ও গৌরবের সেই কুটিল চক্রান্ত—সব শুনে ক্রুশাল বাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল।

রোহিত কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ধীরাজ দা আমাকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করলেন না। উনি একটা বাইরের মেয়ের কথা বিশ্বাস করলেন!"

ক্রুশাল বাবু রোহিতের মাথায় হাত রেখে বললেন, "শোনো রোহিত, যে বন্ধু সামান্য অপবাদে বা অবিশ্বাসে মাঝপথে হাত ছেড়ে দেয়, সে কোনোদিন তোমার প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় লোহার মতো শক্ত, যা ষড়যন্ত্রের আগুনে আরও মজবুত হয়। ধীরাজ তোমার সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারেননি।"

ঊনবিংশ অধ্যায়: নতুন শুরুর আশ্বাস

ক্রুশাল বাবু দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "রোহিত, আজ থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে। আমি তোমার সব দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ, সেটা ঠিক নয়। আমি চাই তুমি আবার কলেজে ভর্তি হও এবং নিজের পায়ে দাঁড়াও।"

রোহিত অবাক চোখে ক্রুশাল বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। এই অচেনা মানুষটি তাকে কেন এত সাহায্য করছেন?

ক্রুশাল বাবু হাসিমুখে বললেন, "আমার এক বোন আছে। সে খুব শীঘ্রই বাড়ি ফিরবে। আমি চাই তুমি ওর সাথে বন্ধুত্ব করো। ও একা থাকতে পছন্দ করে না, তুমি থাকলে ওরও ভালো লাগবে।"

যাওয়ার আগে ক্রুশাল বাবু হঠাৎ খুব গুরুত্ব দিয়ে বললেন, "রোহিত, তুমি যে ধীরাজ শ্রীবাস্তবের বাড়িতে থাকতে, তাঁর ঠিকানাটা কি আমাকে দিতে পারবে? আমি একবার জায়গাটা দেখতে চাই।"

রোহিত ঠিকানাটা দিয়ে দিল, কিন্তু সে বুঝতে পারল না কেন ক্রুশাল বাবু ধীরাজের ঠিকানা চাইলেন। রোহিতের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো ঠিকই, কিন্তু ধীরাজের প্রতি তার সেই হারানো ভালোবাসা আর অভিমান কি কোনোদিন মিটবে? আর ক্রুশাল বাবুর বোনের সাথে রোহিতের এই নতুন সম্পর্কই কি সেই রোমান্টিক মোড় নিয়ে আসবে যার কথা নিয়তি লিখে রেখেছে?

বিংশ অধ্যায়: রাতের অন্ধকারে গোয়েন্দা

রাত গভীর হয়েছে। ক্লান্ত এবং মানসিকভাবে বিধ্বস্ত রোহিত ক্রুশালের বাড়িতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ক্রুশাল রোহিতের মাথার চাদরটা ঠিক করে দিয়ে একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। নিষ্পাপ এই ছেলেটার জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের আসল রূপটা দেখা দরকার। ক্রুশাল জানতেন, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, প্রমাণ চাই।

রোহিতকে ঘুম পাড়িয়ে ক্রুশাল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পকেটে ধীরাজের বাড়ির সেই ঠিকানা। মুম্বাইয়ের শান্ত পাড়ায় ধীরাজের বাড়িটি যখন তিনি খুঁজে পেলেন, তখন ঘড়িতে রাত দুটো। বাড়ির প্রধান ফটক বন্ধ থাকলেও ক্রুশাল দেখলেন পাশের গলি দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডের ঘরে যাওয়ার একটি ছোট জানালা খোলা আছে।

ক্রুশাল ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতর থেকে ফিসফিসানি ভেসে আসছে। কান পাততেই তিনি শুনতে পেলেন রেশমার তীক্ষ্ণ গলা।

"সুনীল দা, রোহিত তো চলে গেছে। এবার ধীরাজকে পুরোপুরি কব্জা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ধীরাজ এখন আমার মায়ার জালে বন্দি। ও ভাবতেও পারছে না যে ওর প্রিয় বন্ধুটা নির্দোষ ছিল।"

গৌরবের হাসি শোনা গেল। "আইন আর এম.এল.এ পাওয়ার—এই দুইয়ের মাঝে পড়লে বাঘও জল খায়। রোহিত তো কোন ছাড়! হিরণ্ময়ের ভাইটাকে বেশ ভালোই শিক্ষা দেওয়া গেল।"

জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রুশালের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। তিনি সব বুঝে গেলেন। রেশমা, সুনীল আর গৌরব—এই ত্রয়ী মিলেই রোহিতের সুন্দর জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে। ধীরাজ এই ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়া এক বোকা মানুষ।

একবিংশ অধ্যায়: ছায়ার মতো অনুসরণ

কিছুক্ষণ পর আন্ডারগ্রাউন্ডের ঘর থেকে সুনীল আর গৌরব বেরিয়ে এল। তারা একটা কালো রঙের দামি গাড়িতে উঠে বসলে ক্রুশাল নিজের বাইক নিয়ে খুব সাবধানে তাদের পিছু নিলেন। মাঝরাতের ফাঁকা রাস্তায় ক্রুশালকে চেনা মুশকিল ছিল।

সুনীল আর গৌরব যখন তাদের বিলাসবহুল বাংলোয় পৌঁছাল, ক্রুশাল তখন নিজের সাথে থাকা একটি কালো চাদর মুড়ি দিয়ে নিলেন। অন্ধকারে মিশে যাওয়ার জন্য এটি ছিল তাঁর মোক্ষম অস্ত্র। তিনি অনেকটা ছায়ার মতো দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তাদের বাংলোর ভেতরে ঢুকে পড়লেন। পেশায় হেডমাস্টার হলেও ক্রুশালের বুদ্ধি আর সাহস কোনো গোয়েন্দার চেয়ে কম নয়।

সুনীল আর গৌরব তখন ড্রয়িংরুমে বসে মদ আর উল্লাসে মত্ত। এক সময় নেশার ঘোরে তারা যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রুশাল এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়: শত্রুর অস্ত্রেই ঘা

ক্রুশাল বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সুনীলের বেডরুমে ঢুকলেন। সুনীল তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তার মাথার পাশের টেবিল থেকে ক্রুশাল অত্যন্ত সাবধানে সুনীলের মোবাইল ফোনটি সরিয়ে নিলেন।

ক্রুশাল জানতেন সুনীলের মা ইন্দোরে থাকেন এবং তিনি যথেষ্ট কড়া মেজাজের মহিলা। ক্রুশাল সুনীলের ফোন থেকেই তাঁর মাকে ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে সুনীলের মা ধরতেই ক্রুশাল গম্ভীর এবং অপরিচিত গলায় বলতে শুরু করলেন:

"শুনুন, আপনার ছেলে সুনীল আর ভাগ্নে গৌরব মুম্বাইতে খুব বিপজ্জনক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোলেই ওদের প্রাণসংশয় হতে পারে। আপনি এখনই ব্যবস্থা নিন। ওদের চোখে চোখে রাখুন, যেন ওরা আগামী কয়েকদিন একদম বাড়ি থেকে না বেরোতে পারে। এটা ওদের ভালোর জন্যই বলছি।"

কথাগুলো খুব গুছিয়ে এবং আতঙ্কের সাথে বলে ক্রুশাল ফোনটি রেখে দিলেন। তিনি জানতেন,

সুনীলের মা এই খবর পাওয়ার পর সুনীল আর গৌরবকে ঘরবন্দি করে ফেলবেন। এতে অন্তত কিছুদিনের জন্য তারা রোহিতকে আর বিরক্ত করতে পারবে না।

কাজ শেষ করে ক্রুশাল নিঃশব্দে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। আকাশে ভোরের হালকা আভা। ক্রুশাল নিজের বাড়ির পথে রওনা দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, "রোহিত, তোমার জন্য লড়াইটা আমি শুরু করেছি। ধীরাজকে সত্যটা জানতেই হবে, কিন্তু তার আগে তোমাকে যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়: গৃহবন্দি ষড়যন্ত্রী

পরদিন সকালে সুনীল আর গৌরবের ঘুম ভাঙল এক অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়ে। সুনীল দেখল তার মোবাইল ফোনটা টেবিলের যে জায়গায় সে রেখেছিল, ঠিক সেখানে নেই। গৌরবেরও মনে হলো রাতে ড্রয়িংরুমে কেউ একজন ছিল। কেউ কি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল? তারা দুজনে যখন বিষয়টি নিয়ে গম্ভীর আলোচনা করছিল, ঠিক তখনই কলিং বেলের কর্কশ শব্দে তাদের চমক ভাঙল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সুনীলের মা—সুভদ্রা দেবী। তাঁর কড়া মেজাজের কথা সারা এলাকা জানে। তাঁর হঠাত আগমনে সুনীল আর গৌরব থতমত খেয়ে গেল। কাল রাতের রহস্যময় ফোন কলের কথা ভেবে তারা আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। তাদের পরিকল্পনা ছিল—দ্রুত রেশমার কাছে যাবে এবং কাল রাতের ঘটনার কথা তাকে জানাবে।

সুনীল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "মা, তুমি হঠাত এই অসময়ে? আসলে আমাদের একটু অফিস বেরোতে হবে, খুব জরুরি কাজ আছে..."

সুভদ্রা দেবী গটগট করে ভেতরে ঢুকে সোফায় বসলেন। তিনি কঠোর গলায় বললেন, "অফিস তো রোজই যাস। আজ কোথাও যাওয়া হবে না। কাল রাতে আমার কাছে উড়ো খবর এসেছে যে তোরা বাইরে বেরোলে বিপদ হতে পারে। তাই আজ তোদের বাড়িতেই থাকতে হবে।"

গৌরব মিনমিন করে বলল, "কাকিমা, কোর্টে আমার খুব দরকারি একটা কেস আছে..."

"কোনো অজুহাত শুনব না," সুভদ্রা দেবী থামিয়ে দিলেন। "গৌরব, তুই আমার পা টিপে দে, বয়সের ভারে পা দুটো টনটন করছে। আর সুনীল, তুই যেহেতু মস্ত বড় এম.এল.এ হয়েছিস, ঘরদোর আর রান্নাবান্নার তো কিছুই জানিস না। আজ তুই নিজের হাতে আমাকে লুচি আর আলুর দম বানিয়ে খাওয়াবি। দেখি তোর হাতের গুণ কেমন!"

সুনীল আর গৌরব একে অপরের দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। রেশমার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, এখন বাড়ির কাজের চাপে তারা দিশেহারা। সুনীল জীবনে কখনো খুন্তি নাড়েনি, সে রান্না করবে কীভাবে?

নিরুপায় হয়ে সুনীল রান্নাঘরে ঢুকল। আড়ালে গিয়ে সে গৌরবকে ফিসফিস করে বলল, "ভাই, আমি তো লুচি বেলতেই জানি না, কী হবে এখন?"

গৌরব বুদ্ধি দিল, "আরে দাদা, ঘাবড়াবেন না। আমার স্ত্রীকে বলি, ও আপনাকে সাহায্য করবে।"

গৌরবের স্ত্রী এসে পরিস্থিতি সামাল দিল। সে অতি দ্রুত আটা মেখে নিখুঁত গোল গোল লুচি বেলে তেলের কড়াইয়ে লালচে করে ভেজে তুলল। সুনীল শুধু একটা থালায় সেই গরম গরম লুচিগুলো সাজিয়ে বীরের মতো মায়ের সামনে হাজির করল।

সুভদ্রা দেবী প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই ভ্রু কুঁচকালেন। লুচিটা যেমন নরম, তেমনি ফুলকো। তিনি সুনীলের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বললেন, "সুনীল, এই লুচি কি তুই বানিয়েছিস?"

সুনীল একটু বুক ফুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ মা, আমিই বানালাম।"

সুভদ্রা দেবী থালাটা সরিয়ে দিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন, "মিথ্যে কথা বলিস না! তোকে আমি জন্ম দিয়েছি, তোর বিদ্যে আমার জানা আছে। যে ছেলে নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায় না, সে এত সুন্দর লুচি বেলবে? এটা নির্ঘাত বৌমার বানানো। এম.এল.এ হয়েছিস বলে কি নিজের মাকে মিথ্যে বলতে লজ্জা করছে না?"

সুনীলের মুখ চুন হয়ে গেল। সুভদ্রা দেবীর বকুনিতে সারা বাড়িতে তখন পিনপতন নীরবতা। মা আজ ছাড়বেন না, তা তারা বেশ বুঝতে পারল।

অন্যদিকে, ক্রুশালের বাড়িতে রোহিত তখন একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছিল। সে জানত না যে তার শত্রুরা এখন নিজের বাড়িতেই এক বৃদ্ধা মায়ের শাসনে নাজেহাল হচ্ছে। তবে ক্রুশালের মনে অন্য পরিকল্পনা চলছিল। তিনি জানতেন, রেশমা একা হয়ে পড়লে তাকে ধরা অনেক সহজ হবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়: গৃহযুদ্ধের জালে এম.এল.এ

পরপর কয়েকটা দিন একইভাবে কাটতে লাগল। সুনীল আর গৌরবের অবস্থা এখন খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো। প্রতিদিন সকালে তারা পরিপাটি হয়ে তৈরি হয়, দামি সুগন্ধি মেখে ব্রিফকেস হাতে নিয়ে বেরোতে চায়। উদ্দেশ্য একটাই—রেশমার কাছে গিয়ে রোহিতকে শেষ করার নতুন কোনো পরিকল্পনা করা। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই যমদূতের মতো সামনে এসে দাঁড়ান সুনীলের মা।

"কোথায় চললি?" সুভদ্রা দেবীর গম্ভীর প্রশ্ন।

সুনীল কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "মা, আজ বিধানসভায় একটা জরুরি মিটিং আছে। অনেক বড় বড় নেতারা আসবেন।"

মা নির্বিকার মুখে বলেন, "নেতারা তো রোজই আসে। আজ তোর বাড়ির বাথরুমের কলটা খারাপ হয়েছে, ওটা আগে সারিয়ে দিয়ে যা। আর গৌরব, তুই আজ জানলার সব পর্দাগুলো খুলে সাবান দিয়ে কাচবি। কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না।"

পেশায় এম.এল.এ আর নামী উকিল হয়েও তাঁরা মায়ের অবাধ্য হতে পারেন না। ফলে যেখানে তাদের হাত দিয়ে কালির বদলে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন তাদের হাতে সাবান আর বালতি। দিনের পর দিন ঘরের কাজ করতে করতে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিল। রেশমার সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় নেই, কারণ মা কড়া নজর রাখছেন যে তারা ফোনে কার সাথে কথা বলছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়: বাবার কাছে ব্যর্থ আর্তি

বিরক্তি যখন চরমে পৌঁছাল, তখন সুনীল এক দুপুরে চুপিচুপি বাথরুমে ঢুকে নিজের বাবাকে ফোন করল। সে ভেবেছিল বাবা হয়তো তাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবেন।

"বাবা! শোনো না, তুমি মা-কে নিয়ে যাও এখান থেকে। আমি আর পারছি না। মা আমাদের এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। আমাকে দিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়ানো হচ্ছে, বাথরুম পরিষ্কার করানো হচ্ছে! তুমি কি চাও তোমার ছেলেটা এভাবে শেষ হয়ে যাক?" সুনীল প্রায় কেঁদে ফেলার মতো গলায় বলল।

কিন্তু ওপাশ থেকে তার বাবার যে উত্তর এল, তা শুনে সুনীলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর বাবা অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, "দেখ সুনীল, তোর মা ওখানে গিয়ে ভালোই করছে। বাড়িতে থাকলে আমাকেও অনেক জ্বালাতন করত, এখন আমি অন্তত শান্তিতে আছি। আর তোর মা তো ঠিকই করছে, নিজের ঘরের কাজ নিজে করলে কোনো লজ্জা নেই। ওখানেই থাক উনি, আমি এখন ওনাকে আনতে পারব না।"

কথাটা বলেই বাবা ফোনটা কেটে দিলেন। সুনীল হতভম্ব হয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের বাবার কাছ থেকে এমন অসহযোগিতা সে আশা করেনি।

ষড়বিংশ অধ্যায়: দিশেহারা ষড়যন্ত্রকারী

সুনীল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখল গৌরব বারান্দায় বসে বিরস মুখে এক পাহাড় সমান ধোয়া জামাকাপড় ভাঁজ করছে। গৌরবের চোখেমুখে হতাশা। সে সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদা, কী হলো? কাকা কি রাজি হলেন?"

সুনীল মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না রে গৌরব। বাবাও হাত ধুয়ে ফেলেছেন। আমরা এখন পুরোপুরি ফেঁসে গেছি।"

তারা বুঝতে পারছিল না এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। একদিকে রেশমা নিশ্চয়ই তাদের খবর না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে রোহিতকে তারা চোখের আড়াল করে ফেলেছে। যে রোহিতকে তারা তিলে তিলে মারতে চেয়েছিল, সেই সুযোগটাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

সুনীল আর গৌরব অন্ধকার ঘরে বসে ভাবতে লাগল, তবে কি রোহিতের ভাগ্য সত্যিই সহায়? নাকি এই বন্দিদশা কাটলে তারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ফিরে আসবে? কিন্তু আপাতত তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু কোনো আইন বা পুলিশ নয়, বরং খোদ নিজের ঘরের মা!

সাতাশতম অধ্যায়: কালনাগিনীর মুক্তি

কয়েকদিন পর হঠাৎই সুনীলের বাবার এক জরুরি পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিরুপায় হয়ে তিনি সুনীলের মাকে ফোন করে অবিলম্বে ফিরে আসার অনুরোধ জানান। সুভদ্রা দেবীও স্বামীর কথা ফেলতে পারলেন না। অগত্যা তিনি সুনীল আর গৌরবকে একগাদা নসিহত দিয়ে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

সুনীলের মায়ের ট্যাক্সিটা চোখের আড়াল হতেই সুনীল আর গৌরব যেন প্রাণ ফিরে পেল। সুনীল হাফ ছেড়ে বলল, "উফ! জীবনটা তো প্রায় তেজপাতা হয়ে গিয়েছিল রে গৌরব। চল, এবার রেশমার কাছে যেতে হবে। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।"

তারা তড়িঘড়ি করে রেশমার গোপন আস্তানায় পৌঁছাল। রেশমা তাদের দেখে রাগে ফেটে পড়ল। "আপনারা এতদিন কোথায় ছিলেন? একটা ফোন পর্যন্ত করা যায়নি! ভাবলাম আপনারা বোধহয় ভয় পেয়ে মাঠ ছেড়ে পালিয়েছেন।"

সুনীল আর গৌরব তখন নিজেদের ওপর ঘটে যাওয়া সেই হাস্যকর অথচ যন্ত্রণাদায়ক 'গৃহবন্দি' হওয়ার ঘটনাগুলো খুলে বলল। সব শুনে রেশমা কুটিলভাবে হাসল। "যাই হোক, আপদ বিদায় হয়েছে। এবার আমাদের আসল কাজে ফিরতে হবে। রোহিতকে খুব শীঘ্রই শেষ করতে হবে।"

আটাশতম অধ্যায়: ক্রুশালের আশঙ্কা

অন্যদিকে, ক্রুশাল তাঁর নিজের সোর্স বা সূত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে সুনীলের মা মুম্বাই ছেড়ে চলে গেছেন। ক্রুশালের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তিনি জানতেন, যে রক্ষা কবচটি তিনি তৈরি করেছিলেন, তা এখন সরে গেছে। সুনীল, গৌরব আর রেশমা এবার দ্বিগুণ আক্রোশে রোহিতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্রুশাল রোহিতের ঘরের দিকে তাকালেন। রোহিত তখন নিজের মনে বই পড়ছে। ক্রুশাল মনে মনে ভাবলেন, "রোহিতকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করা যাবে না। শয়তানগুলো এবার নিশ্চয়ই

কোনো বড় মরণফাঁদ পাতবে।"

ঊনত্রিশতম অধ্যায়: অ্যাসিডের নীল নকশা

রেশমার আস্তানায় তখন এক নারকীয় পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল। রেশমা এবার আর কোনো ছোটখাটো চক্রান্তে বিশ্বাসী নয়। সে সরাসরি রোহিতের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে চায়। সে শহরের অন্ধকার জগতের চার-পাঁচজন দুর্ধর্ষ গুন্ডাকে ডেকে পাঠাল।

টেবিলের ওপর রোহিতের একটা বড় ছবি রাখা হলো। রেশমা গুন্ডাগুলোর সামনে একটা মোটা টাকার তোড়া ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই ছেলেটাকে দেখছ? ওকে যেখানেই দেখবে, আর যেভাবেই হোক—ওর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারবে। আমি চাই ওর এই সুন্দর মুখটা যেন সারা জীবনের জন্য কুৎসিত হয়ে যায়। কেউ যেন ওকে আর চিনতে না পারে।"

টাকার লোভে গুন্ডাগুলো সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। তাদের একজন ছবিটা হাতে নিয়ে বলল, "চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। কাজ এমনভাবে হবে যে ও আর কোনোদিন আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না।"

সুনীল আর গৌরব পাশ থেকে এই পাশবিক পরিকল্পনা শুনে হাসছিল। তাদের পুরনো আক্রোশ মেটানোর এর চেয়ে ভালো উপায় আর হতে পারে না। তারা জানে না যে ক্রুশালের মতো একজন মানুষ রোহিতের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, রোহিত কি পারবে এই আসন্ন বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে? নাকি এই অ্যাসিড অ্যাটাকই তার জীবনে সেই ভয়াবহ ট্র্যাজেডি নিয়ে আসবে যা তার সুন্দর স্বপ্নগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে?

ত্রিশতম অধ্যায়: কালবেলার ছায়া

বিকেলের আকাশটা আজ রক্তিম আভা ধারণ করেছে, যেন কোনো অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। রোহিতের মনটা কয়েকদিন ধরেই বড্ড ভার হয়ে ছিল। ধীরাজের সেই অবজ্ঞা আর রেশমাদের চক্রান্তের স্মৃতিগুলো তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। ক্রুশাল তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি চাইলেন রোহিতের মনটা একটু শান্ত করতে।

"চল রোহিত, নদীর পাড় থেকে একটু ঘুরে আসি। ঘরে বসে থাকলে মন আরও খারাপ হবে," ক্রুশাল স্নেহের সাথে বললেন।

রোহিত অমত করল না। তারা দুজন যখন মায়ানগরীর জনাকীর্ণ রাস্তা পেরিয়ে একটু নির্জন জায়গার দিকে এগোচ্ছিল, তখনই তাদের চোখে পড়ল একদল উশৃঙ্খল যুবক। তারা আগে থেকেই সেখানে ওঁত পেতে ছিল। রোহিতকে দেখা মাত্রই তারা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি আর

আজেবাজে মন্তব্য করতে শুরু করল।

রোহিত মাথা নিচু করে চলে যেতে চাইল, কিন্তু তাদের ভাষা ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। একজন গুন্ডা চেঁচিয়ে বলল, "একি রে! এই সুন্দর মুখটা কি শুধু মেয়েদের ভোলানোর জন্য?"

একত্রিশতম অধ্যায়: অসম লড়াই

ক্রুশাল পেশায় শিক্ষক হলেও অন্যায়ের সামনে তিনি মাথা নত করার মানুষ নন। রোহিতের প্রতি এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি গুন্ডাগুলোর সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়ালেন।

"মুখ সামলে কথা বলো! ভদ্রলোকের মতো চলে যাও এখান থেকে," ক্রুশালের গলার স্বরে বজ্রের কঠোরতা।

কিন্তু গুন্ডারা তো আজ তৈরি হয়েই এসেছে। শুরু হলো বচসা, আর মুহূর্তের মধ্যেই তা হাতাহাতিতে রূপ নিল। ক্রুশাল একা চার-পাঁচজনের সাথে লড়াই করতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একজন গুন্ডা একটা মোটা বাঁশ দিয়ে সজোরে ক্রুশালের মাথার পেছনে আঘাত করল।

"ক্রুশাল দা!" রোহিত আর্তচিৎকার করে উঠল।

ক্রুশাল টাল সামলাতে না পেরে নিথর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করল। রোহিত ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাকি গুন্ডারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তার পালানোর কোনো পথ রইল না।

বত্রিশতম অধ্যায়: যন্ত্রণার চিৎকার

গুন্ডাদের সর্দার তার পকেট থেকে একটা কাঁচের বোতল বের করল। বোতলের ভেতরে টলটল করছে নীলচে রঙের বিষাক্ত তরল—অ্যাসিড।

"রেশমা ম্যাডাম তোর এই সুন্দর মুখটারই পার্সেল চেয়েছে," ক্রুর হাসি হেসে গুন্ডাটা বোতলের ছিপি খুলল।

রোহিত প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা করছিল। ঠিক যখন গুন্ডাটি তার মুখ লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুড়ে মারল, রোহিত আতঙ্কে নিজের শরীরটা একদিকে ঘুরিয়ে নিল। বাতাসে এক বীভৎস পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

"আঁআআহ!"

রোহিতের গগনবিদারী চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। অ্যাসিড তার মুখে না লাগলেও তার পিঠ, ঘাড় আর হাতের অনেকটা অংশ ঝলসে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় রোহিত মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল সারা শরীরে কেউ জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিয়েছে।

তেত্রিশতম অধ্যায়: পৈশাচিক উল্লাস

কাজ শেষ করে গুন্ডারা দ্রুত এলাকা ছাড়ল। কিছু দূরে গিয়ে তাদের সর্দার সুনীলকে ফোন করল।

"হ্যালো স্যার, কাজ হয়ে গেছে। কাস্টমারকে পুরো পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। অ্যাসিড একদম ঠিক জায়গায় লেগেছে। এবার আর তাকে কেউ চিনতে পারবে না।"

ওপাশে লাউডস্পিকারে থাকা সুনীল, গৌরব আর রেশমা এই খবর শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। রেশমা তৃপ্তির সাথে বলল, "বাঃ! এবার ধীরাজ যখন শুনবে ওর ওই প্রিয় বন্ধুটা কুৎসিত হয়ে গেছে, তখন ও আপদটাকে আর কোনোদিন কাছে টানবে না। আমাদের পথের কাঁটা এবার চিরতরে সরে গেল।"

চৌত্রিশতম অধ্যায়: ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রাণ

গুন্ডারা চলে যাওয়ার পর নির্জন রাস্তায় শুধু রোহিতের গোঙানি শোনা যাচ্ছিল। যন্ত্রণায় তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল, তার মুখমণ্ডল অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে। অ্যাসিড তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ পুড়িয়ে দিলেও মুখটা অক্ষত আছে।

রোহিত কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে অচৈতন্য ক্রুশালের কাছে পৌঁছাল। তার নিজের শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মনে তখন একটাই চিন্তা—যিনি তাকে নতুন জীবন দিতে চেয়েছিলেন, সেই ক্রুশাল দা কি বেঁচে আছেন?

রোহিতের জীবনে ট্র্যাজেডি এখন এক চরম শিখরে। শরীরজুড়ে ক্ষত আর মনে পাহাড়প্রমাণ যন্ত্রণা নিয়ে সে এখন কোন দিকে যাবে? আর ধীরাজ কি কোনোদিন জানতে পারবেন, তাঁর ভুলের জন্য রোহিতকে আজ কী বীভৎস পরিণতির মুখোমুখি হতে হলো?

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়: রক্তের টান

মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে ক্রুশালের জ্ঞান ফিরল। ঝাপসা চোখে তিনি দেখলেন চারপাশ অন্ধকারে ঢাকা, আর পাশেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে থাকা রোহিত। নিজের আঘাতের কথা ভুলে ক্রুশাল টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। রোহিতের শরীরের পোড়া অংশগুলো দেখে তাঁর আত্মা কেঁপে উঠল।

"রোহিত**!** ভয় নেই, আমি আছি**,"** ক্রুশাল কোনোমতে রোহিতকে পাঁজকোলা করে তুললেন। নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি রোহিতকে একটি ট্যাক্সিতে তুলে শহরের সবচাইতে বড় হাসপাতালের দিকে ছোটালেন।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর স্ট্রেচারে করে যখন রোহিতকে অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ক্রুশাল একজন লম্বা, সৌম্য দর্শন ডাক্তারকে দেখতে পেলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরলেন।

"হিরণ্ময়**!** আমার ভাইকে বাঁচা**...** ও শেষ হয়ে যাচ্ছে**!"** ক্রুশাল আর্তনাদ করে উঠলেন।

ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরী**—**যিনি এই হাসপাতালের অত্যন্ত দক্ষ একজন সার্জন এবং কাকতালীয়ভাবে ক্রুশালের বহু পুরনো বন্ধু। হিরণ্ময় যখন স্ট্রেচারে শোয়ানো ছেলেটির দিকে তাকালেন, তাঁর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। নামটা শুনতেই তাঁর মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

ছত্রিশতম অধ্যায়**:** পরিচয় ও হাহাকার

অপারেশন থিয়েটারের বাইরে ক্রুশাল পায়চারি করছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর হিরণ্ময় ঘর্মাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে জল চিকচিক করছে।

"ক্রুশাল, ও এখন বিপদমুক্ত। ওর মুখটা বেঁচে গেছে, কিন্তু শরীরের অনেকটা অংশ প্লাস্টিক সার্জারি করতে হবে**,"** হিরণ্ময় কাঁপা গলায় বললেন। এরপর তিনি ক্রুশালের হাত ধরে এক কোণে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন**, "**ওর নাম কি রোহিত চৌধুরী**?** ও কি ইন্দোর থেকে এসেছে**?"**

ক্রুশাল অবাক হয়ে মাথা নাড়লেন। হিরণ্ময় ডুকরে কেঁদে উঠলেন**, "**ক্রুশাল, ও আমার নিজের ভাই**!** আমি ওকে বছরের পর বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু ওর এই অবস্থা কে করল**?"**

ক্রুশালের মনে পড়ে গেল, রোহিত একদিন কথা প্রসঙ্গে তার বড়দা হিরণ্ময়ের কথা বলেছিল। আজ সেই নিরুদ্দেশ দাদাই নিজের ভাইয়ের চিকিৎসা করছেন**—**নিয়তির কী বিচিত্র খেলা**!**

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়: সত্যের মুখোমুখি

ক্রুশাল এবার হিরণ্ময়কে সবটা বলতে শুরু করলেন। রোহিত তাঁকে যা যা বলেছিল—ধীরাজ শ্রীবাস্তবের সেই অসম বন্ধুত্ব, তাঁদের মুম্বাইয়ে আসা, আর রেশমা নামের সেই বিষাক্ত মহিলার প্রবেশ। ক্রুশাল আরও বললেন তিনি নিজের চোখে আন্ডারগ্রাউন্ডের ঘরে যা দেখেছিলেন। সুনীল আর গৌরবের সেই ষড়যন্ত্র, রোহিতকে মদ্যপ সাজানো, এবং সবশেষে আজকের এই অ্যাসিড অ্যাটাক।

"সুনীল..." হিরণ্ময় নামটি শুনেই পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে এল। "সুনীল রায়! ছোটবেলায় ও আমার বন্ধু হতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর অসৎ স্বভাবের জন্য আমি ওকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ও বলেছিল ও এর বদলা নেবে। আজ বুঝতে পারছি, আমার ওপর থাকা আক্রোশ ও আমার এই নিষ্পাপ ভাইটার ওপর মেটাচ্ছে!"

হিরণ্ময় আইসিইউ-র জানলা দিয়ে দেখলেন ব্যান্ডেজে মোড়া তাঁর ছোট ভাইটিকে। ধীরাজ নামের যে মানুষটিকে রোহিত নিজের অভিভাবক ভেবেছিল, সেই মানুষটিই তাকে বিপদে ফেলে রেশমার আঁচল তলে আশ্রয় নিয়েছেন—এই সত্যটা হিরণ্ময়কে সবচাইতে বেশি কষ্ট দিল।

হিরণ্ময় ক্রুশালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্রুশাল, তুমি আমার ভাইকে জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছ। এবার শুরু হবে আমার পালা। সুনীল, গৌরব আর রেশমা—ওরা জানে না হিরণ্ময় চৌধুরী ফিরে এসেছে। আর ওই ধীরাজ... ওকে আমি বোঝাব যে সে হিরে চিনতে ভুল করে কাঁচকে আঁকড়ে ধরেছে।"

আটত্রিশতম অধ্যায়: পুনর্মিলন ও কান্নার নোনা স্বাদ

সাদা ছাদের দিকে তাকিয়ে রোহিতের যখন জ্ঞান ফিরল, ওর নাকে এল ওষুধের তীব্র গন্ধ। সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। ও যখন নিজের হাতটা তোলার চেষ্টা করল, দেখল কেউ একজন পরম মমতায় ওর হাতটা ধরে বসে আছে।

রোহিত ঝাপসা চোখে তাকাল। সামনে একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে, কিন্তু সেই চোখের চাউনিটা খুব চেনা। রোহিত অস্ফুট স্বরে বলল, "বড়দা?"

হিরণ্ময় আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি রোহিতকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলেন। হিরণ্ময় বললেন, "হ্যাঁ রে রোহিত, আমি তোর সেই অপদার্থ বড়দা। কুড়ি বছর আগে তোকে হারিয়েছিলাম, আর আজ নিয়তি আবার তোকে আমার সামনে এনে দাঁড় করাল, কিন্তু এই অবস্থায়!"

রোহিত জানতে পারল যে ক্রুশাল আর হিরণ্ময় ছোটবেলার বন্ধু। ক্রুশালই হিরণ্ময়কে সবটা বলেছেন। দুই ভাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। রোহিত কান্নার সুরে বলল, "বড়দা, তুমি কেন আমাকে একা ফেলে গিয়েছিলে? তুমি থাকলে ধীরাজ দা আমাকে তাড়িয়ে দিত না, আর ওই লোকগুলো আমাকে এভাবে পুড়িয়ে দিত না।"

হিরণ্ময় নিজের চোখের জল মুছে দৃঢ় গলায় বললেন, "আর কোনো দুঃখ নেই রোহিত। তোর এই দাদা এখন ডাক্তার। আমি তোকে সুস্থ করে তুলবই।"

ঊনচল্লিশতম অধ্যায়: গোপন রণকৌশল

কিছুদিন চিকিৎসার পর রোহিতকে ক্রুশালের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলো। শরীরের পোড়া ক্ষতগুলো হিরণ্ময়ের চিকিৎসায় সেরে উঠছিল। ক্রুশাল রোহিতকে বসিয়ে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটা কথা বললেন।

"রোহিত, শোনো। ভাগ্যক্রমে অ্যাসিড তোমার মুখে লাগেনি, শরীরের যে অংশগুলো পুড়েছে সেগুলোও সেরে যাবে। কিন্তু বাইরে যেন কেউ এটা জানতে না পারে। রেশমা, সুনীল আর গৌরব যেন ভাবে যে অ্যাসিড অ্যাটাকে তোমার মুখ পুড়ে গেছে এবং তুমি এখন তিলে তিলে মরছ।"

হিরণ্ময় যোগ করলেন, "হ্যাঁ রোহিত। শত্রুকে মারার আগে তাকে অন্ধকারে রাখতে হয়। সবাই জানুক তুমি শেষ হয়ে গেছ। আমি এখন থেকে গোপনে ক্রুশালের এই বাড়িতেই থাকব আর তোর যত্ন নেব। তুই এখন এই ঘর থেকে একদম বের হবি না।"

রোহিত রাজি হলো। তার মনে এখন একদিকে দাদার প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে ধীরাজের প্রতি একরাশ অভিমান।

চল্লিশতম অধ্যায়: হৃদয়ে নতুন ক্ষত

রোহিত যখন সুস্থ হওয়ার লড়াই চালাচ্ছে, ঠিক তখনই ক্রুশাল এক ভয়াবহ খবর নিয়ে এলেন। ধীরাজের বাড়ি থেকে খবর এসেছে, রোহিতকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঠিক কয়েকদিন পরেই ধীরাজ রেশমা সিং-কে বিয়ে করেছেন। তাঁরা এখন মুম্বাইয়ের সেই বাড়িতেই জাঁকজমক করে সংসার করছেন। ধীরাজ যেন তাঁর জীবনে রোহিত নামের কোনো অধ্যায় ছিল তা পুরোপুরি ভুলে গেছেন।

খবরটা শুনে রোহিতের বুকটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যে ধীরাজ দাকে সে নিজের ছায়া ভাবত, যে ধীরাজ দার জন্য সে নিজের পরিবার ছেড়ে মুম্বাইয়ে এসেছিল, সেই মানুষটি আজ তার জীবনের ধ্বংসকারীর সাথেই ঘর বাঁধছেন?

রোহিতের চোখ দিয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়ল। সে ভাবল, "ধীরাজ দা, তুমি কি একবারও ভাবলে না আমি কোথায় আছি? তুমি কি একবারও জানতে চাইলে না অ্যাসিড ছুড়ে আমার জীবনটা কারা ছারখার করল?"

হিরণ্ময় লক্ষ্য করলেন রোহিতের এই নিঃশব্দ কষ্ট। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন,

"রোহিত, যে মানুষ অন্ধের মতো বিষাক্ত সাপের সাথে ঘর করে, তাকে নিয়তিই শাস্তি দেয়। ধীরাজ ভেবেছেন তিনি সুখে আছেন, কিন্তু তিনি জানেন না তিনি আসলে এক আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছেন। আমি তোকে কথা দিচ্ছি রোহিত, যারা তোর চোখের জলের কারণ হয়েছে, তাদের আমি ছাড়ব না।"

ট্র্যাজেডিটা রোহিতের কাছে শারীরিক ব্যথার চেয়ে মানসিক আঘাতে বেশি প্রকট হয়ে দাঁড়াল। শুরু হলো এক দীর্ঘ অপেক্ষার পালা—অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে থাকা দুই ভাই আর এক শিক্ষক মিলে এবার কীভাবে এই মায়াবী চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে ফেলবেন?

একচল্লিশতম অধ্যায়: বৃষ্টির শব্দে কান্নার সুর

মুম্বাইয়ের এক ব্যস্ত বাইপাসের ধারে একা বসে ছিল রোহিত। আকাশটা আজ মেঘলা, ঠিক যেন রোহিতের মনের আয়না। আজ সে সব সত্যি জানে। সে জানে, কীভাবে রেশমা, সুনীল আর গৌরব মিলে তার সাজানো জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে। তাদের মিথ্যে অপবাদের কারণেই আজ সে ধীরাজের মায়ের চোখে অপরাধী। যে মানুষটি তাকে একদিন পরম স্নেহে আগলে রেখেছিলেন, সেই বৃদ্ধা মা আজ তাকে ঘৃণা করেন।

রোহিতের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হলো ধীরাজ। যে ধীরাজ তাঁর নিজের মাকে ছেড়ে রোহিতের জন্য মুম্বাই চলে এসেছিলেন, আজ সেই ধীরাজই তাঁর মায়ের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং রোহিতকে ভুল বুঝে রেশমার জালে ধরা দিয়েছেন। তাঁদের সেই পবিত্র বন্ধুত্ব আজ একরাশ অবিশ্বাসের ধুলোয় মিশে গেছে।

ভাবতে ভাবতে রোহিতের বুক ফেটে কান্না এল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। চারপাশের মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে, কিন্তু রোহিত নড়ল না। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন তার চোখের জলকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল। সে রাস্তার ধারেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়: হেলেনার প্রবেশ

হঠাৎ রোহিত অনুভব করল তার মাথায় আর বৃষ্টির জল পড়ছে না। সে ঝাপসা চোখে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটি মেয়ে তার ওপর ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির পরনে সাধারণ পোশাক, কিন্তু চোখে এক অদ্ভুত মায়া। তার নাম হেলেনা।

রোহিত তখন মানসিক ও শারীরিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনের এই চরম একাকীত্বে একজন অচেনা মানুষের এই সামান্য সহানুভূতিটুকু তাকে পাগল করে তুলল। সে কিছু চিন্তা না করেই হেলেনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল এবং তার কাঁধে মুখ রেখে শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করল।

হেলেনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। সে বুঝতে পারছিল না, এই সুদর্শন যুবকটি কেন তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছে বা কেনই বা সে এতটা যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে। হেলেনার মনে হলো, ছেলেটি যেন কোনো এক বিশাল সমুদ্রের ঢেউয়ে খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল, আর আজ এক টুকরো ডাঙা খুঁজে পেয়েছে।

"শুনুন... আপনি কে? কী হয়েছে আপনার?" হেলেনা খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু রোহিতের কাছ থেকে কোনো উত্তর এল না। কান্নায় ভেঙে পড়া রোহিত উত্তেজনায় এবং দুর্বলতায় হেলেনার কাঁধেই নিথর হয়ে পড়ল। তার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। হেলেনা ভয় পেয়ে গেল। সে বারবার রোহিতকে ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু রোহিত ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

তেতাল্লিশতম অধ্যায়: এক নতুন আশ্রয়

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। নির্জন বাইপাসের ধারে অজ্ঞান হওয়া ছেলেটিকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া হেলেনার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে অনেক কষ্টে রোহিতকে তার স্কুটির পেছনের সিটে তুলল। এক হাত দিয়ে রোহিতকে ধরে অন্য হাতে সাবধানে স্কুটি চালিয়ে সে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

হেলেনার ছোট ঘর। সে রোহিতকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর ভেজা জামাকাপড় পাল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করল এবং কপালে জলপট্টি দিতে শুরু করল। হেলেনা তাকিয়ে দেখল রোহিতের মুখের দিকে। কী এক গভীর বিষাদ জমে আছে এই মুখে! সে জানত না, এই ছেলেটিই তার জীবনের নিয়তি হতে চলেছে। সে আরও জানত না যে, এই ছেলেটির শরীরের নিচে লুকিয়ে আছে অ্যাসিডের ভয়ানক ক্ষত আর মনের ভেতরে এক বিশাল ট্র্যাজেডি।

মায়ানগরীর বৃষ্টিভেজা রাতে এক অজানা সম্পর্কের সুতোয় বাঁধা পড়ল রোহিত আর হেলেনা। কিন্তু এই প্রেম কি পূর্ণতা পাবে? নাকি রেশমাদের চক্রান্তের আগুন এই নতুন আশাটুকুও পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে?

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়: দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলন

স্কুটি থামিয়ে হেলেনা যখন অচেতন রোহিতকে নিয়ে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল, ঠিক তখনই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ক্রুশাল। অনেকদিন পর নিজের আদরের ছোট বোনকে সামনে দেখে ক্রুশালের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু সেই খুশি মুহূর্তেই বিস্ময়ে রূপ নিল যখন তিনি দেখলেন হেলেনার সাথে জবুথবু হয়ে ঝুলে আছে রোহিত।

"হেলেনা! তুই এসেছিস? কিন্তু এই ছেলেটা এখানে কীভাবে? আর ওর এ কী অবস্থা?" ক্রুশাল

প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

হেলেনা হাপাচ্ছিল। সে রোহিতকে ধরে রাখতে রাখতে বলল, "দাদা, সব বলছি। আগে একে ভেতরে নিয়ে চলো। মাঝরাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজে ছেলেটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।"

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় মিলে দ্রুত রোহিতকে ভেতরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। হেলেনা তখন ক্রুশালকে খুলে বলল কীভাবে বাইপাসের ধারে একা বসে থাকা এই ছেলেটি তাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল এবং তারপর জ্ঞান হারিয়েছিল।

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়: নতুন পরিচয়

রোহিতকে শুইয়ে দেওয়ার পর ক্রুশাল হিরণ্ময়কে হেলেনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "হেলেনা, আলাপ কর। এ হলো আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরী। আর তুই যাকে আজ রাস্তায় উদ্ধার করেছিস, সে অন্য কেউ নয়—হিরণ্ময়ের নিজের ছোট ভাই রোহিত।"

হেলেনা অবাক হয়ে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল। সে শুধু এটুকু জানত যে তার দাদা এক বিপদে পড়া ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু আজ সে নিজেই সেই গল্পের অংশ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর রোহিতের জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলেই সে ক্রুশালকে সামনে দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। ক্রুশাল গম্ভীর গলায় বললেন, "রোহিত! তোমাকে বারণ করা সত্ত্বেও তুমি কাউকে কিছু না বলে একা কেন বেরিয়েছিলে? তুমি কি জানো তোমার কত বড় বিপদ হতে পারত?"

রোহিত কোনো উত্তর দিল না। তার নিষ্প্রাণ চোখ দুটো শুধু মেঝের দিকে নিবদ্ধ রইল। ক্রুশাল বুঝতে পারলেন, ধীরাজের বিয়ের খবরটা শোনার পর ছেলেটা ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছে। হিরণ্ময় এসে রোহিতকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

হিরণ্ময় রোহিতের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "রোহিত, জানিস তো এই মেয়েটি কে? এ হলো ক্রুশালের বোন হেলেনা। ক্রুশাল আগেই তোকে ওর কথা বলেছিল। ও খুব ভালো মেয়ে। আমি চাই তুই ওর সাথে বন্ধুত্ব কর। তোর মনের এই একাকীত্ব কাটাতে একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন।"

রোহিত অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ, কুশাল দা বলেছিলেন।" এরপর হিরণ্ময় তাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

ছেচল্লিশতম অধ্যায়: ষড়যন্ত্রের আখ্যান ও হেলেনার সংকল্প

রাত গভীর হয়েছে। রোহিত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ড্রয়িংরুমে বসে ক্রুশাল, হিরণ্ময় আর

হেলেনা নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। ক্রুশাল একে একে সব কিছু হেলেনাকে খুলে বললেন। ইন্দোর থেকে মুম্বাই আসা, ধীরাজের প্রতি রোহিতের অগাধ বিশ্বাস, রেশমার বিষাক্ত প্রেম, সুনীল ও গৌরবের সেই হীন আক্রোশ এবং সবশেষে সেই ভয়াবহ অ্যাসিড অ্যাটাক।

সব শুনে হেলেনার চোখের কোণে জল জমে উঠল। সে ভাবতেই পারল না যে একটা মানুষের জীবনে এত কম বয়সে এত বড় ট্র্যাজেডি নেমে আসতে পারে। সে বুঝতে পারল, ধীরাজের প্রতি রোহিতের যে টান ছিল, সেটা ছিল আত্মিক। আর সেই বিশ্বাসের অমর্যাদাই রোহিতকে আজ জ্যান্ত লাশে পরিণত করেছে।

হিরণ্ময় বিষণ্ণ গলায় বললেন, "হেলেনা, আমরা রোহিতকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করতে পারি, কিন্তু ওর মনের ক্ষত শুকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। ওর এখন এমন কাউকে দরকার যে ওকে আবার বাঁচতে শেখাবে। তুই কি ওর বন্ধু হবি?"

হেলেনা জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে এক কঠিন শপথ নিল। সে রোহিতের সেই কান্না ভেজা আলিঙ্গনের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছিল। সে বুঝতে পারল, নিয়তিই তাকে আজ রোহিতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

হেলেনা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "দাদা, হিরণ্ময় দা, আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি কাল সকালেই রোহিতের সাথে কথা বলব। আমি ওর জীবনের সেই হারানো হাসিটা ফিরিয়ে আনতে চাই। যে রেশমারা ওর জীবন নষ্ট করেছে, তাদের উপযুক্ত জবাব পাওয়ার আগে রোহিতকে তো শক্তিশালী হতেই হবে।"

মায়ানগরীর নিস্তব্ধ রাতে শুরু হলো এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি। একদিকে ঘৃণা আর ষড়যন্ত্রের বিষ, অন্যদিকে সহমর্মিতা আর বন্ধুত্বের প্রলেপ। রোহিত কি পারবে হেলেনার হাত ধরে এই অন্ধকারের অতল থেকে ফিরে আসতে?

সাতচল্লিশতম অধ্যায়: বন্ধুত্বের নতুন সকাল

পরদিন সকালে জানালার ফাঁক দিয়ে আসা রোদের ছটায় রোহিতের ঘুম ভাঙল। শরীরটা এখনো একটু দুর্বল, কিন্তু কালকের কান্নার পর মনটা আজ অদ্ভুতভাবে শান্ত। হঠাৎ ঘরের দরজাটা একটু শব্দ করে খুলে গেল। হাতে এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল হেলেনা।

হেলেনাকে দেখেই রোহিতের কালকের রাতের কথা মনে পড়ে গেল। লজ্জায় ও আর তাকাতে পারছে না। হেলেনা মিটিমিটি হেসে বলল, "কী হলো? কাল তো খুব বীরের মতো আমাকে ঝাপটে ধরে কাঁদলে, আর আজ তাকাতেও লজ্জা পাচ্ছ?"

রোহিত আমতা আমতা করে বলল, "আসলে... কাল বৃষ্টিতে ভিজে আমি ঠিক ছিলাম না। আমি খুব দুঃখিত।"

হেলেনা বিছানার পাশে বসে বলল, "আরে ঠিক আছে! আমি কি রাগ করেছি? বরং ভাবছি, স্কুটির

পেছনে অতটা ভারী এক বস্তাকে আমি বাড়ি নিয়ে এলাম কী করে! যাই হোক, দাদা আর হিরণ্ময় দা আমাকে তোমার সব কথা বলেছে। আমি জানি তুমি কোন আগুনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ।"

রোহিত অবাক হয়ে দেখছিল মেয়েটিকে। কাল রাতে যাকে আঁকড়ে ধরেছিল, আজ সেই মেয়েটিই তার সামনে দেবদূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেলেনা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি চাই তুমি আগের সব স্মৃতি ভুলে যাও। আমরা কি বন্ধু হতে পারি?"

রোহিত ধীরে ধীরে নিজের হাতটা হেলেনার হাতের ওপর রাখল। দুই অসম ব্যথাতুর আত্মার মাঝে এক গভীর বন্ধুত্বের সূচনা হলো।

আটচল্লিশতম অধ্যায়: ধীরাজের স্মৃতি ও হেলেনার মায়া

দিনগুলো এবার দ্রুত কাটতে লাগল। রোহিত আর হেলেনা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে। হেলেনা কৌশলে কথা বলে রোহিতের মন থেকে ধীরাজের সেই বিষাক্ত স্মৃতিগুলো সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সে যখনই দেখে রোহিত ধীরাজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবে আনমনা হচ্ছে, তখনই সে কোনো না কোনো মজার গল্প বা গান শুনিয়ে ওকে ভুলিয়ে দেয়।

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করেন। তাঁরা দেখেন, যে রোহিত একসময় বাঁচতে চাইত না, সেই রোহিত আজ হেলেনার সাথে হাসছে, কথা বলছে। হিরণ্ময় বললেন, "ক্রুশাল, বন্ধুত্বের এই টান যদি ভালোবাসায় রূপ নেয়, তবেই বোধহয় রোহিতকে চিরতরে সুখী করা সম্ভব।"

ক্রুশাল মাথা নেড়ে সায় দিলেন, "হ্যাঁ হিরণ্ময়, আমি চাই ওরা দুজনে একে অপরের জীবনসঙ্গী হোক। আমি রোহিতকে আমার বোনের হাতে তুলে দিতে চাই।"

ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়: ষড়যন্ত্রকারীদের নিস্তব্ধতা

অন্য দিকে, মুম্বাইয়ের অন্য এক প্রান্তে সুনীল, গৌরব আর রেশমা খুব অস্বস্তিতে আছে। তারা অনেকদিন ধরে রোহিতের কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। গুন্ডাদের থেকে অ্যাসিড অ্যাটাকের খবর পাওয়ার পর তারা ভেবেছিল রোহিত হয়তো কোনো হাসপাতালে পচে মরছে, কিন্তু কোনো হদিস নেই।

রেশমা অধৈর্য হয়ে বলল, "সুনীল দা, এই রোহিত ছেলেটা গেল কোথায়? ও যদি হঠাত কোথাও থেকে আবার উদয় হয়, তবে কিন্তু ধীরাজকে ধরে রাখা মুশকিল হবে।"

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "উধাও হয়ে গেল নাকি মরে গেল, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ও যদি মরেও যায়, ওর লাশটা খুঁজে পাওয়া দরকার।"

এদিকে ধীরাজ রেশমার মায়াজালে পুরোপুরি অন্ধ। সে এখন দিব্যি সুখে সংসার করছে। রোহিত নামের যে ছেলেটি তার জন্য সব ছেড়েছিল, তার কথা ধীরাজ এখন আর একবারের জন্যও ভাবেন না। রেশমা তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে রেখেছে যে ধীরাজ এখন এক কাল্পনিক সুখে বিভোর।

পঞ্চাশতম অধ্যায়: হৃদয়ের পরিবর্তন

সময় বহমান। রোহিত আর হেলেনার বন্ধুত্ব কখন যেন নিঃশব্দে ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে, তা তারা নিজেরাও জানে না। হেলেনা রোহিতকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। অ্যাসিডের ক্ষতগুলো এখন মিলিয়ে গেছে, হিরণ্ময় দাদাকে ফিরে পাওয়ার পর রোহিতের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে।

রোহিত এখন আর ধীরাজের কথা ভাবে না। ধীরাজ যে তাকে ভুল বুঝেছিল, সেই আক্ষেপের চেয়ে হেলেনাকে পাওয়ার আনন্দ এখন অনেক বেশি। একদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে হেলেনার হাত ধরে রোহিত বলল, "হেলেনা, তুমি না থাকলে আমি হয়তো ওই বৃষ্টির রাতেই শেষ হয়ে যেতাম। তুমি আমাকে নতুন করে জন্ম দিলে।"

হেলেনা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে হাসল। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় যখন প্রস্তাব দিলেন যে তাঁরা চান রোহিত আর হেলেনার বিয়ে হোক, তখন দুজনেই সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

পরিবারটি এখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো উপভোগ করছে। রোহিত ও হেলেনা এখন একে অপরকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সুখের এই নীড় কি শেষ পর্যন্ত অটুট থাকবে? ট্র্যাজেডির সেই কালো ছায়া কি চিরতরে মুছে গেছে নাকি কোনো বড় ঝড়ের আগে এই শান্তিটুকু নিছক এক শান্ত মুহূর্ত?

একান্নতম অধ্যায়: অলক্ষ্যে কালসর্প

একটি সুন্দর বিকেলের পড়ন্ত রোদে পার্কের এক কোণে বসে ছিল রোহিত আর হেলেনা। চারপাশের ভিড় থেকে দূরে তারা নিজেদের এক ছোট পৃথিবীতে মগ্ন। হেলেনা রোহিতের হাতটা ধরে আলতো করে বলল, "জানো রোহিত, আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, এই সুখটুকু স্বপ্ন নয় তো? আমরা কি সারাজীবন এভাবেই একসাথে থাকব?"

রোহিত হেলেনার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "বৃষ্টির সেই রাতে যখন সব হারিয়ে মাঝরাস্তায় বসেছিলাম, তখন তুমি এসে ছাতা ধরেছিলে। তুমিই তো আমাকে নতুন জীবন দিলে হেলেনা। এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

দুজনে মিলে অনেকক্ষণ গল্প করল, হাসল, আগামীর সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বুনল। কিন্তু তারা জানত না, এই সোনালি বিকেলের আড়ালে ধেয়ে আসছে এক বিশাল অন্ধকার।

বায়ান্নতম অধ্যায়: পরিচিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি

ঠিক সেই সময় পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আইনজীবী গৌরব সান্যাল। হঠাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল। গলার আওয়াজটা খুব চেনা—ঠিক যেন সেই রোহিত চৌধুরীর মতো! গৌরব থমকে দাঁড়ালেন। তিনি তো জানতেন রোহিত এখন মৃতপ্রায় বা কুৎসিত হয়ে কোথাও পড়ে আছে। কৌতূহল মেটাতে তিনি একটি দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকালেন।

দেয়ালের পাশ দিয়ে উঁকি দিতেই গৌরবের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বেঞ্চে বসে থাকা ছেলেটি সত্যিই রোহিত! শুধু তাই নয়, তার সাথে একটি সুন্দরী মেয়ে রয়েছে এবং তাদের হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তারা গভীর প্রেমে লিপ্ত। গৌরবের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। "অ্যাসিডের পর এই ছেলেটা প্রেম করছে? এর মানে কী?"

গৌরব তখনই সামনে এলেন না। তিনি ধূর্ত শিকারির মতো অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যখন রোহিত আর হেলেনা বাড়ির দিকে রওনা দিল, গৌরব ছায়ার মতো তাদের পিছু নিলেন।

তিপ্পান্নতম অধ্যায়: গোপন আবাসের রহস্যভেদ

রোহিত আর হেলেনা যখন ক্রুশালের বাড়িতে পৌঁছাল, গৌরব অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বাইরের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে তিনি ভেতরে নজর রাখলেন।

ভেতরের দৃশ্য দেখে গৌরবের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। তিনি দেখলেন, রোহিতের সেই প্রেমিকার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ক্রুশাল শর্মা। কথা শুনে গৌরব বুঝতে পারলেন ক্রুশাল হলেন ওই মেয়েটির দাদা। কিন্তু সবচাইতে বড় চমক তখনও বাকি ছিল।

পরের মুহূর্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হিরণ্ময় চৌধুরী—রোহিতের সেই বড় ভাই, যার সাথে শত্রুতার জেরে সুনীল এত কাণ্ড ঘটিয়েছে। গৌরব কাঁপতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, রোহিতের প্রেমিকার দাদা ক্রুশাল আসলে হিরণ্ময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। হিরণ্ময় এখন ডাক্তার, আর সবাই মিলে এই বাড়িতে দিব্যি আনন্দে দিন কাটাচ্ছে!

চুয়ান্নতম অধ্যায়: ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের ক্রোধ

গৌরব আরও ভালো করে লক্ষ্য করলেন রোহিতের দিকে। ঘরের কড়া আলোয় তিনি দেখলেন, রোহিতের মুখে কোনো দাগ নেই, কোনো ক্ষত নেই! তার সেই সুন্দর চেহারাটা একদম অক্ষত। "তার

মানে গুন্ডাগুলো মিথ্যে বলেছিল? অ্যাসিড ওর মুখে লাগেনি?" গৌরব রাগে নিজের নখ কামড়াতে লাগলেন।

রোহিত, হেলেনা, ক্রুশাল আর হিরণ্ময় ভেতরে হাসাহাসি করছেন, ডিনারের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না যে তাঁদের সবচেয়ে বড় শত্রু জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সমস্ত গোপন কথা জেনে ফেলেছে। হিরণ্ময় যে ফিরে এসেছেন এবং রোহিত যে একদম সুস্থ আছে—এই খবরটা সুনীলের কানে গেলে কী হবে, সেটা ভেবে গৌরব শিউরে উঠলেন।

গৌরব নিঃশব্দে বাগান পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে এখন প্রতিশোধের নতুন আগুন। মনে মনে বললেন, "ভেবেছিলে হিরণ্ময় চৌধুরীকে নিয়ে সুখে সংসার করবে? সুনীল রায় আর গৌরব সান্যাল বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেবে না। এবার আঘাতটা এমন হবে যে কোনো ডাক্তারও তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।"

পরিবারটি যখন জীবনের সবচাইতে সুখী মুহূর্তগুলো কাটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বাইরে গৌরব ফিরে যাচ্ছেন সুনীল আর রেশমার কাছে এক মরণফাঁদ নিয়ে।

পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়: অন্ধকারের নতুন শপথ

গৌরব যখন হন্তদন্ত হয়ে সুনীল আর রেশমার কাছে ফিরে সব কথা খুলে বলল, তখন ঘরের আবহাওয়া এক লহমায় বিষাক্ত হয়ে উঠল। রোহিত মরে যায়নি, এমনকি তার মুখটাও অ্যাসিডে পোড়েনি, বরং সে এখন হিরণ্ময়ের আশ্রয়ে দিব্যি প্রেমে মজে আছে—এই খবরটা রেশমার কাছে ছিল এক চরম অপমান।

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "হিরণ্ময় ফিরে এসেছে? আসুক! আমার শত্রুতা তো শুরু হয়েছিল ওর সাথে, কিন্তু ওকে মারার চেয়ে ওর আদরের ভাইটাকে তিলে তিলে শেষ করতে আমার বেশি ভালো লাগে। রোহিতকে কষ্ট দিলে হিরণ্ময় এমনিতেই মরার মতো হয়ে যাবে।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হেসে বলল, "এবার আর কোনো ভাড়াটে গুন্ডা নয়। এবার আমরা নিজেরা হাতে কাজ সারব। কাল বিকেলে ওই পার্কেই হবে রোহিতের শেষ সূর্যাস্ত।"

সুনীল, গৌরব আর রেশমা মিলে এক ভয়াবহ পরিকল্পনা করল। তারা ঠিক করল, রোহিতকে এমনভাবে আঘাত করতে হবে যাতে কোনো ডাক্তারও তাকে আর সুস্থ করে তুলতে না পারে।

ষটপঞ্চাশতম অধ্যায়: শেষ বিকেলের ছায়া

পরদিন বিকেল। পার্কে লোকজনের আনাগোনা কিছুটা কম। রোহিত আর হেলেনা প্রতিদিনের মতোই একটি নির্জন বেঞ্চে বসে কথা বলছিল। তাদের মনে আজ অনেক স্বপ্ন, বিয়ের তোড়জোড় আর

আগামীর পরিকল্পনা। তারা জানত না, পার্কের একটি পুরনো দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে এক জোড়া নয়, তিন জোড়া রক্তচক্ষু তাদের ওপর নজর রাখছে।

সুনীল, গৌরব আর রেশমা অনেকক্ষণ ধরে তাদের হাসি-ঠাট্টা আর প্রেমের আলাপ শুনছিল। সুনীলের হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসছিল। সে অপেক্ষা করছিল সঠিক মুহূর্তের।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পার্কের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। রোহিত আর হেলেনা এবার বাড়ির দিকে রওনা দিল। ঠিক পার্কের গেটের কাছে আসতেই হেলেনার কানে এল আইসক্রিমের গাড়ির টুংটাং শব্দ।

হেলেনা ছোট বাচ্চার মতো আবদার করে উঠল, "রোহিত! শোনো না, আজ আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি যাব। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি চট করে কিনে নিয়ে আসছি।"

রোহিত হাসিমুখে রাজি হলো। হেলেনা কয়েক পা এগিয়ে আইসক্রিমের গাড়ির দিকে চলে গেল। রোহিত তখন রাস্তার ধারের একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে একা দাঁড়িয়ে।

সাতপঞ্চাশতম অধ্যায়: কালো চাদরে ঢাকা মৃত্যু

হেলেনা যখন আইসক্রিমওয়ালাকে টাকা দিচ্ছে, ঠিক তখনই একটি কালো চাদর মুড়ি দেওয়া ছায়া নিঃশব্দে রোহিতের দিকে এগিয়ে এল। রোহিত কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুনীল চাদরের তলা থেকে একটি ধারালো কাঁচের টুকরো বের করে রোহিতের পেটে সজোরে আঘাত করল।

"আঁআআআহ!"

রোহিতের আর্তচিৎকারে পার্কের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সুনীল কাঁচের টুকরোটা আরও একবার বিঁধিয়ে দিয়ে ক্রুর হেসে চাদর সামলে অন্ধকার গলির দিকে দৌড় দিল। গৌরব আর রেশমাও ওদিক দিয়ে সরে পড়ল।

রোহিত পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল, তার সাদা শার্ট নিমেষেই লাল রক্তে ভিজে উঠছে।

অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়: গলিত আইসক্রিম আর রক্তের ধারা

রোহিতের চিৎকার শুনে হেলেনা পেছন ফিরে তাকাল। সে দেখল রোহিত মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হেলেনার হাত থেকে আইসক্রিমের কোণ দুটো নিচে পড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড আগে যে দৃশ্যটা স্বপ্নের মতো ছিল, তা এখন এক বীভৎস দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

"রোহিত! কী হয়েছে তোমার? রোহিত কথা বলো!" হেলেনা আর্তনাদ করে উঠল।

রোহিত তখন যন্ত্রণায় কথা বলতে পারছে না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। হেলেনার কোলে মাথা রেখেই সে ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। হেলেনার হাত রক্তে মেখে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে ফোন বের করল।

"দাদা! হিরণ্ময় দা! তাড়াতাড়ি পার্কে এসো! রোহিতকে কে যেন মেরেছে... ও কথা বলছে না!" হেলেনার কান্নায় ফোনের ওপাশে ক্রুশাল আর হিরণ্ময় স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রুশাল আর হিরণ্ময় গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছালেন। হিরণ্ময় যখন দেখলেন তাঁর ছোট ভাইয়ের পেটে গভীর ক্ষত এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তখন তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি রোহিতকে পাজাকোলা করে গাড়িতে তুললেন।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় হেলেনা শুধু রোহিতের নিথর মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিল। আইসক্রিম খাওয়ার সামান্য আবদারটাই কি তবে রোহিতের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ডেকে আনল? ট্র্যাজেডির বিষাক্ত ছোবল কি এবার তবে সফল হতে চলেছে?

একষট্টিতম অধ্যায়: পলায়নের নীল নকশা

হাসপাতালের সাদা বিছানায় শুয়ে থাকা রোহিতের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুশালের বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সুনীলের শেষ আঘাতটা ছিল মারাত্মক। হিরণ্ময় নিজের সমস্ত দক্ষতা দিয়ে ভাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলেন—এই শহরে থাকলে রোহিত আর কোনোদিন নিরাপদ হবে না।

ক্রুশাল হেলেনাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "হেলেনা, রোহিত একটু সুস্থ হলেই তোরা বিয়ে করবি। তারপর আমরা সবাই মিলে এই শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। এমন কোথাও যাব যেখানে এই শয়তানদের ছায়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। এখানে থাকলে ওরা রোহিতকে বাঁচতে দেবে না।"

হেলেনা অশ্রুভেজা চোখে সম্মতি জানাল। সেও চায় রোহিতকে নিয়ে এক নতুন পৃথিবীতে হারিয়ে যেতে, যেখানে কোনো ঘৃণা নেই, কোনো চক্রান্ত নেই।

বাষট্টিতম অধ্যায়: ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা

কয়েকদিন পর রোহিত হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল। শরীর খুব দুর্বল, কিন্তু হিরণ্ময় আর হেলেনার সেবায় সে ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। স্থির হলো পরের দিন ভোরেই তারা শহর ছেড়ে রওনা দেবে। বাড়িতে প্যাকিংয়ের ধুম লেগেছে। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় মিলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

বিকেলের দিকে রোহিত আর হেলেনা একটু নির্জনে সময় কাটাতে চাইল। বাড়ির ঠিক পাশেই একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাংলো বাড়ি ছিল। লতাপাতায় ঘেরা সেই রহস্যময় বাড়িটি ছিল তাদের প্রিয় জায়গা। তারা ভাবল, চলে যাওয়ার আগে এই শেষ বিকেলটা নিজেদের মতো করে কাটাবে।

কিন্তু তারা জানত না, এই খবরটা বাতাসের আগে পৌঁছে গেছে সুনীল, গৌরব আর রেশমার কানে।

তেষট্টিতম অধ্যায়: মরণফাঁদ

সুনীল আর গৌরব এবার কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। রেশমার প্ররোচনায় তারা এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করল। তারা জানত রোহিত আর হেলেনা ওই বাংলোয় যাবে। দুপুরবেলাতেই তারা লোক লাগিয়ে বাংলোর প্রধান স্তম্ভগুলোতে এবং ভেতরে কয়েক জায়গায় শক্তিশালী টাইম-বোমা বসিয়ে দিয়ে এসেছিল।

রোহিত আর হেলেনা যখন বাংলোর দোতলার বারান্দায় বসে আগামীর স্বপ্নের কথা বলছিল, তখন সময়ের কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে আসছিল ধ্বংসের দিকে।

"হেলেনা, কালকের পর থেকে আমাদের আর ভয় পেতে হবে না তো**?"** রোহিত হেলেনার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল।

হেলেনা হাসল। **"**না রোহিত। কাল থেকে আমরা শুধু আমাদের জন্য বাঁচব।**"**

ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটল।

চৌষট্টিতম অধ্যায়: ধ্বংসের তাণ্ডব

'বুম**!'** এক বিকট শব্দে পুরো বাংলোটা কেঁপে উঠল। লোহালক্কড় আর ইটের আঘাতে ধুলোয় ভরে গেল চারপাশ। বাড়িটা যেহেতু অনেক পুরনো, তাই প্রথম ধাক্কাতেই ছাদের একটা অংশ ধসে পড়ল।

রোহিত আর হেলেনা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারা নিচে নামার চেষ্টা করল, কিন্তু সিঁড়ির মুখটা ততক্ষণে বিশাল পাথরের চাঁইয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। একের পর এক বোম ব্লাস্ট হতে শুরু করল। আগুনের হলকা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চারদিকে। কালো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল দুজনের।

পাথর আর ইটের বৃষ্টি নামছিল মাথার ওপর। একটি বিশাল বিম ভেঙে সরাসরি হেলেনার ওপর পড়ল। হেলেনা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পঞ্চষট্টিতম অধ্যায়: ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্য

রোহিত পাগলের মতো হেলেনাকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার নিজের শরীরও তখন ক্ষতবিক্ষত। আগুনের তাপে চারপাশ নরক হয়ে উঠেছে। হেলেনা নিস্তেজ হয়ে আসছিল। তার কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

"রোহিত... তুমি... তুমি চলে যাও। নিজেকে বাঁচাও..." হেলেনার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল।

"না হেলেনা! তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না। আমরা তো একসাথে থাকার কথা দিয়েছিলাম!" রোহিত ডুকরে কেঁদে উঠল।

হেলেনা শেষবারের মতো রোহিতের হাতটা একটু শক্ত করে ধরার চেষ্টা করল, তারপর তার চোখ দুটো চিরতরে বুজে এল। প্রেমের এক করুণ পরিসমাপ্তি ঘটল আগুনের লেলিহান শিখার মাঝে।

রোহিত পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। তার চিৎকারে কোনো শব্দ ছিল না, শুধু ছিল হাহাকার। আগুনের শিখা তখন তাকেও ঘিরে ধরেছে। সে হেলেনার নিথর শরীরটা জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "কাঁদিস না হেলেনা। আমি তোকে আবার বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনব। আমরা আবার আইসক্রিম খাব, আবার হাসব..."

পরের মুহূর্তেই একটি বিকট শব্দে বাংলোর ছাদটা পুরোপুরি ধসে পড়ল। আগুনের লেলিহান শিখা আর ধ্বংসস্তূপের নিচে চিরতরে চাপা পড়ে গেল দুটি নিষ্পাপ প্রাণ।

ছিষট্টিতম অধ্যায়: পৈশাচিক বিজয়

দূরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে এই ধ্বংসলীলা দেখছিল সুনীল, গৌরব আর রেশমা। বাংলোটা যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তখন তারা পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সুনীল অট্টহাসি হেসে বলল, "হিরণ্ময়! তোর অহংকার আজ ওই ছাইয়ের সাথে মিশে গেল। তোর ভাই আর তার প্রেমিকাকে আমি একসাথে যমে পাঠিয়ে দিলাম!"

রেশমা আর গৌরবও যেন নিজেদের আনন্দ ধরে রাখতে পারছিল না। তাদের পথের শেষ কাঁটাটা আজ উপড়ে ফেলা হয়েছে। যে রোহিতকে তারা তিলে তিলে মারতে চেয়েছিল, আজ তাকে চিরতরে শান্ত করে দেওয়া হয়েছে। ধীরাজ এখন পুরোপুরি রেশমার হাতের পুতুল, আর রোহিত-হেলেনার গল্প এখন শুধু ইতিহাসের পাতায় এক রক্তাক্ষরে লেখা ট্র্যাজেডি।

মায়ানগরীর আকাশ সেদিন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল, আর বাতাসের আর্তনাদ বলছিল—এক অসমাপ্ত প্রেমের করুণ কাহিনী শেষ হলো এক পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের আগুনে।

সাতষট্টিতম অধ্যায়: ভস্মীভূত স্বপ্ন

বাড়িতে জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ ক্রুশালের খেয়াল হলো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে রোহিত আর হেলেনার কোনো সাড়াশব্দ নেই। হিরণ্ময়ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দুজনে মিলে যখন পাশের পুরনো বাংলো বাড়ির দিকে ছুটলেন, তখন তাঁদের চোখ কপালে উঠল। বাংলোটি তখন এক জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপ। ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করছে।

"রোহিত! হেলেনা!" ক্রুশাল পাগলের মতো আগুনের দিকে দৌড়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটকে ধরল।

কিছুক্ষণ পর যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে এল, তখন উদ্ধারকারীরা সেখান থেকে দুটি নিথর দেহ বের করে আনল। রোহিত আর হেলেনা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে—মৃত্যুও যেন তাঁদের আলাদা করতে পারেনি। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে পাথরের মতো হয়ে গেলেন। হিরণ্ময় তাঁর ডাক্তার জীবনের সমস্ত স্থৈর্য হারিয়ে ছোট ভাইয়ের লাশের ওপর আছড়ে পড়লেন। ক্রুশালের গগনবিদারী চিৎকারে বাতাসের বুক ফেটে যাচ্ছিল।

আটষট্টিতম অধ্যায়: সত্যের কশাঘাত

রোহিত আর হেলেনার মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে ধীরাজ শ্রীবাস্তব হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে এলেন। রোহিতের নিথর দেহ দেখে ধীরাজ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু তিনি কাছে আসতেই ক্রুশাল তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

"খবরদার ধীরাজ! ওই পবিত্র শরীর ছোঁয়ার চেষ্টা করবে না!" ক্রুশালের চোখে তখন আগ্নেয়গিরির লাভা।

হিরণ্ময় উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাজের কলার চেপে ধরলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল তীব্র ঘৃণা। হিরণ্ময় চিৎকার করে বললেন, "এখন কাঁদতে এসেছ? যেদিন রেশমার কথায় অন্ধ হয়ে আমার ভাইটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে, সেদিন তোমার বিবেক কোথায় ছিল? তুমি কি জানো তোমার বাড়ি থেকে বেরোনোর পর রোহিতকে কতটা নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে? রেশমা, সুনীল আর গৌরব মিলে ওকে মদ খাইয়ে বারে নিয়ে গিয়ে অপদস্থ করেছিল, ওর ওপর অ্যাসিড ছুড়ে মেরেছিল। আর আজ... আজ ওরাই বোমা দিয়ে আমার ভাই আর ক্রুশালের বোনকে পুড়িয়ে মারল!"

ধীরাজ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রতিটি কথা যেন তাঁর হৃদয়ে তপ্ত সিসার মতো বিঁধছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যে জীবনকে স্বর্গ ভেবেছিলেন, তা আসলে শয়তানদের তৈরি এক

মরীচিকা। রোহিত নির্দোষ ছিল—এই সত্যটা ধীরাজকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে লাগল।

ঊনসত্তরতম অধ্যায়: ঘৃণার নতুন আগ্নেয়গিরি

ধীরাজ উন্মত্তের মতো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুনীল আর গৌরবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "তোরা মানুষ না পশু? একটা বাচ্চার জীবন নিয়ে তোরা এই খেলা খেললি?" ধীরাজ তাঁদের মারধর করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর নিজের হৃদয়ের জ্বালা তাতে কমছিল না।

ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের ঘৃণা ধীরাজের কান্নায় একবিন্দুও কমল না। হিরণ্ময় বললেন, "তোমার এই নাটক বন্ধ করো ধীরাজ। তুমিও সমান অপরাধী। তোমার অন্ধ বিশ্বাসই আজ ওদের চিতা জ্বালাতে সাহায্য করেছে।"

এদিকে সুনীল আর গৌরবের স্ত্রীরা যখন সব সত্যি জানতে পারলেন, তাঁদের মাথা ঘেন্নায় নিচু হয়ে গেল। এতদিন তাঁদের সন্দেহ ছিল যে তাঁদের স্বামীরা কোনো অন্যায়ে লিপ্ত, কিন্তু আজ তাঁরা জানলেন তাঁরা খুনিদের সাথে ঘর করছেন। তাঁরা সেখানেই তাঁদের স্বামীদের ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন।

ধীরাজ রেশমার দিকে ফিরে তাকালেন। রেশমার চোখে তখনও কোনো অনুশোচনা ছিল না। ধীরাজ ঘৃণাভরে রেশমার সাথে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। "তুই একটা ডাইনি রেশমা! তোকে বিয়ে করা আমার জীবনের সবচাইতে বড় পাপ ছিল।"

সত্তরতম অধ্যায়: শেষ যাত্রা

সুনীল, গৌরব আর রেশমা যখন পুলিশের ভয়ে বা জনরোষ থেকে বাঁচতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল, ধীরাজ তখন ধুলোয় বসে রোহিতের পায়ের কাছে ক্ষমা চাইছিলেন। "রোহিত... আমাকে ক্ষমা করিস না রে... আমি তোকে চিনতে পারিনি। আমি তোকে মরতে পাঠিয়েছি।" ধীরাজ জানতেন, রোহিত আর নেই। তাঁর এই ক্ষমা চাওয়ার উত্তর দেওয়ার মতো কেউ বেঁচে নেই।

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় একে অপরের হাত ধরে অঝোরে কাঁদছিলেন। তাঁরা কত স্বপ্ন দেখেছিলেন—রোহিত আর হেলেনার বিয়ে হবে, তাঁরা দূরে কোথাও সুখে থাকবে। কিন্তু একটি স্বার্থপর জেদ আর পৈশাচিক আক্রোশ সব শেষ করে দিল।

সবার চোখের সামনে দিয়ে দুটি স্ট্রেচারে করে রোহিত আর হেলেনার লাশ নিয়ে যাওয়া হতে লাগল শ্মশানের দিকে। বৃষ্টির সেই রাতে শুরু হওয়া এক অসমাপ্ত প্রেমের গল্প আজ শ্মশানের আগুনের লেলিহান শিখায় শেষ হতে চলেছে।

মায়ানগরীর আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ধীরাজ একা বসে রইলেন সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে, যেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তাঁর বন্ধু রোহিত—চিরতরে ছাই হয়ে গেছে। ট্র্যাজেডি আজ পূর্ণতা পেল, আর প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল কয়েকটি সুন্দর জীবন।

20 বছর পর

একাত্তরতম অধ্যায়: বিষণ্ণতার কুড়ি বছর

সময় তার আপন গতিতে বয়ে গেছে। দীর্ঘ কুড়িটি বছর পার হয়ে গেছে সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। মুম্বাইয়ের সেই পুরনো বাংলোর ধ্বংসস্তূপের ওপর এখন নতুন দালান উঠেছে, কিন্তু ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের হৃদয়ে জমা হওয়া শোকের পাহাড় এক চুলও নড়েনি। হিরণ্ময়ের চুলে এখন পাক ধরেছে, ক্রুশালের চোখে চশমার পুরু কাঁচ, কিন্তু আজও প্রতি রাতে তাঁরা শুনতে পান সেই আগুনের হাহাকার।

কুড়ি বছর আগে রোহিত আর হেলেনার যে স্বপ্নের বিয়েটা হওয়ার কথা ছিল, তা আজও তাঁদের মনে এক অপূর্ণ ক্ষতের মতো টিকে আছে। প্রতি বছর এই দিনে তাঁরা দুই ভাই মিলে রোহিত ও হেলেনার ছবির সামনে মালা দেন, মোমবাতি জ্বালান।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হিরণ্ময় গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ক্রুশাল পরম মমতায় একটি চন্দ্রমল্লিকার মালা নিয়ে রোহিত ও হেলেনার ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঠিক মালাটি পরাতে যাবেন, এমন সময় ক্রুশালের হাতটা যেন হঠাত কেঁপে উঠল। মালাটি ফস্কে নিচে পড়ে গেল।

কুড়ি বছরের ইতিহাসে এমন অমঙ্গলজনক ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। হিরণ্ময় আর ক্রুশাল একে অপরের দিকে তাকালেন। তাঁদের বুকটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। এ কি কোনো অশুভ সংকেত, নাকি কোনো নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস**?**

বাহাত্তরতম অধ্যায়: বিস্মৃতির রাজপথে এক ঝলক আলো

শহরের অন্য প্রান্তে একটি রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন গৌরব সান্যাল। বয়স বাড়লেও তাঁর ধূর্ত স্বভাব আর সুনীলের প্রতি আনুগত্য কমেনি। সুনীল রায় এখন আরও প্রভাবশালী, আর রেশমা সেই বাড়িতেই আছে ধীরাজের সাথে। ধীরাজ আজও রেশমার সাথে সংসার করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের মাঝে এক বিশাল হিমশিল দাঁড়িয়ে আছে। ধীরাজ আজও রেশমাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন এবং রোহিতের বিরহে দগ্ধ হন।

গৌরব চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই রাস্তার মোড় ঘুরে একটি অত্যাধুনিক **Bugatti** গাড়ি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। ধুলোমাখা রাস্তায় সেই রাজকীয় গাড়িটি এক

বেমানান সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিল। গাড়ির দরজা খুলে নামলেন এক দীর্ঘকায় সুদর্শন যুবক এবং এক পরম সুন্দরী তরুণী।

গৌরবের হাতের চায়ের কাপটা কেঁপে উঠল। তাঁর মনে হলো সময় যেন কুড়ি বছর পিছিয়ে গেছে। যুবকটির চেহারা হুবহু সেই রোহিত চৌধুরীর মতো, আর মেয়েটির প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি সেই হেলেনার প্রতিচ্ছবি!

গৌরব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি ভাবলেন হয়তো তিনি কোনো ভৌতিক দৃশ্য দেখছেন। পাগলের মতো নিজেকে চিমটি কাটলেন তিনি। যন্ত্রণায় যখন বুঝতে পারলেন এটা বাস্তব, তখন ভয়ে আর উত্তেজনায় তাঁর গলায় চা আটকে গেল। তিনি বিষম খেয়ে কাশতে লাগলেন।

তিয়াত্তরতম অধ্যায়: আকসার ও আশিকী

সেই নবদম্পতি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে গল্প করছিল। রোহিত আর হেলেনা ছিল প্রেমিক-প্রেমিকা, কিন্তু এই দম্পতিকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা সুখে ঘর করা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। গৌরব নিজের ভয় কাটিয়ে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"আ... আপনারা কে? কোথা থেকে আসছেন?" গৌরব তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলেন।

যুবকটি শান্ত ও মার্জিত স্বরে উত্তর দিল, "আমার নাম আকসার। আমি পেশায় একজন **B.D.O (Block Development Officer)**। বদলি সূত্রে এই শহরে আমার আসা। আর এ আমার স্ত্রী, আশিকী।"

মেয়েটি অর্থাৎ আশিকী হাসিমুখে গৌরবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে আমরা এই শহরে নতুন। থাকার জন্য ভালো একটা বাড়ি খুঁজছি ভাড়া নেওয়ার জন্য। আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন কোনো ভালো বাড়ির সন্ধান দিয়ে?"

গৌরব থরথর করে কাঁপছিলেন। আকসারের চোখের চাউনি আর আশিকীর হাসির মধ্যে তিনি রোহিত আর হেলেনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। কুড়ি বছর আগে যাদের তিনি নিজ হাতে পুড়িয়ে মেরেছিলেন, তারা আবার সামনে এসে বাড়ি খুঁজছে—এই সত্যটি গৌরব হজম করতে পারছিলেন না।

"না... আমি কিছু জানি না। আমি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারব না!" এই বলে গৌরব একপ্রকার দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আকসার আর আশিকী অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

চৌরাত্তরতম অধ্যায়: অবিশ্বাসের দেয়াল

বাড়ি ফিরে গৌরব হাপাচ্ছিলেন। সুনীল আর রেশমা তখন ড্রয়িংরুমে বসে বিকেলের নাস্তা করছিলেন। গৌরবকে এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে তাঁরা অবাক হলেন।

"কী হয়েছে গৌরব? পুলিশ পিছু নিয়েছে নাকি?" সুনীল তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

গৌরব কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "সুনীল দা... রেশমা... আমি যা দেখেছি তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমি রোহিত আর হেলেনাকে দেখেছি! জ্যান্ত! ওরা একটা **Bugatti** গাড়িতে করে এই শহরেই এসেছে।"

সুনীল আর রেশমা হো হো করে হেসে উঠলেন। রেশমা বললেন, "গৌরব, তোমার বয়স হয়েছে, এখন চোখে ভুলভাল দেখছ। কুড়ি বছর আগে যাদের হাড় পর্যন্ত ছাই হয়ে গেছে, তারা আবার কোত্থেকে আসবে? নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ দম্পতিকে দেখে ভয় পেয়েছ।"

সুনীল টিপ্পনী কেটে বললেন, "রোহিতের ভূত এখন তোমাকে তাড়া করছে গৌরব। চা বেশি না খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, এসব তোমার মনের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।"

গৌরব চুপ করে রইলেন, কিন্তু তাঁর অবচেতন মন বারবার বলছিল—সেই চোখ, সেই কণ্ঠস্বর আর সেই হাসি কখনো ভুল হতে পারে না। আকসার আর আশিকী এই শহরে পা রেখেছে মানেই এক পুরনো গল্পের নতুন রক্তপাত শুরু হতে যাচ্ছে।

পঁচাত্তরতম অধ্যায়: চাক্ষুষ প্রমাণ ও হৃদকম্পন

গৌরবের কথাগুলো এতদিন পাগল প্রলাপ মনে হলেও, সেদিন বিকেলে সুনীল আর রেশমা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। তারা যখন শহরের মূল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি রেস্তোরাঁর সামনে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল সেই দম্পতিকে।

সুনীলের হাতের ধরা ফাইলটা মাটিতে পড়ে গেল। রেশমার চোখের মণি স্থির হয়ে এল। ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুড়ি বছর আগের সেই আতঙ্ক—রোহিত আর হেলেনা! না, তারা আকসার আর আশিকী। কিন্তু তাদের হাসি, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকি একে অপরের দিকে তাকানোর ধরনটুকু পর্যন্ত হুবহু এক।

সুনীল বিড়বিড় করে বলল, "এটা অসম্ভব! গৌরব ঠিকই বলেছিল। রেশমা, আমরা কি ভুল দেখছি? মরা মানুষ কি ফিরে আসে?"

রেশমা কোনো উত্তর দিতে পারল না। তার ভেতরে একটা শীতল ভয় বয়ে গেল। গৌরব পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বলেছিলাম না সুনীল দা? এরা কোনো সাধারণ মানুষ নয়, এরা যেন যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসা কোনো অভিশাপ।"

ছয়াত্তরতম অধ্যায়: ধীরাজের হাহাকার ও রেশমার চাল

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুম্বাই শহরের অলিতে গলিতে আকসার আর আশিকীর কথা ছড়িয়ে পড়ল। ধীরাজ যখন এই খবর পেলেন, তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁর মনে হলো, তাঁর করা সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়তো ঈশ্বর স্বয়ং রোহিতকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ধীরাজ পাগলের মতো বেরিয়ে যেতে চাইলেন তাদের দেখার জন্য। "আমার রোহিত ফিরে এসেছে! রেশমা, ও আমার কাছে ফিরে এসেছে!"

রেশমা দ্রুত ধীরাজকে আটকাল। সে জানত ধীরাজ যদি একবার আকসারের মুখোমুখি হয়, তবে কুড়ি বছর ধরে সাজানো রেশমার এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। রেশমা অত্যন্ত সুকৌশলে ধীরাজকে বোঝাতে শুরু করল, "ধীরাজ দা, শান্ত হোন। দুনিয়ায় একই রকম দেখতে সাতজন মানুষ থাকে। সে রোহিতের মতো দেখতে হতে পারে, কিন্তু সে রোহিত নয়। রোহিত মারা গেছে, এটা আপনিও জানেন। নিজের দুর্বলতা দিয়ে নিজেকে ঠকাবেন না।"

রেশমার মায়াবী কথায় ধীরাজ থমকে গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অবচেতন মন বারবার বলছিল—রোহিত ফিরবে না তো কে ফিরবে?

সাতাত্তরতম অধ্যায়: ভাগ্যের অদ্ভুত বাঁধন

অন্যদিকে, ক্রুশাল আর হিরণ্ময় যখন আকসার আর আশিকীর কথা জানলেন, তাঁদের মনেও এক অদ্ভুত আলোড়ন তৈরি হলো। তাঁরা আর দেরি না করে সরাসরি আকসারদের সাথে দেখা করতে গেলেন। সামনাসামনি দেখেই ক্রুশাল আর হিরণ্ময় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। হিরণ্ময়ের ডাক্তার মন বারবার যুক্তি খুঁজছিল, কিন্তু বড়দাদার হৃদয় বলছিল—এরাই তারা।

আকসার যখন জানাল তারা থাকার জন্য একটা ভালো বাড়ি খুঁজছে, ক্রুশাল সাথে সাথে প্রস্তাব দিলেন, "আপনারা যদি চান, আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। আমাদের বাড়ির ওপরতলায় দুটি ঘর খালি আছে।"

আকসার আর আশিকী রাজি হয়ে গেল। এই খবর যখন সুনীল, গৌরব আর রেশমার কানে পৌঁছাল, তাদের খটকা আরও বাড়ল।

সুনীল আক্রোশের সাথে বলল, "এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না! কুশল আর হিরণ্ময় কেন এই নতুন আপদগুলোকে নিজেদের বাড়িতে তুলতে যাবে? আর এই আকসার-আশিকীই বা কেন ঠিক ওই বাড়িতেই ভাড়া গেল? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো গোপন চক্রান্ত আছে।"

আটাত্তরতম অধ্যায়: যুক্তির অতীত এক ধাঁধা

সুনীল, গৌরব আর রেশমা সেই রাতে এক গোপন আলোচনায় বসল। তাদের চোখেমুখে এখন আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

রেশমা প্রশ্ন করল, "সুনীল দা, একটু ভেবে দেখুন। সেই রাতে বাংলোটা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। আমরা নিজের চোখে ধ্বংসস্তূপ দেখেছি। আমরা তো লাশের পিছু পিছু গিয়েছিলাম। শ্মশানে তো ওই রোহিত আর হেলেনার লাশই দাহ করা হয়েছিল। তবে কি ওরা সেই আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরে এসেছে? এ কি কোনো ম্যাজিক?"

গৌরব কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হতে পারে ওটা অন্য কারো লাশ ছিল? কিন্তু না, পুলিশ রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম—সব তো ঠিকই ছিল।"

সুনীল একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। "যাই হোক না কেন, এই আকসার আর আশিকী যদি রোহিত-হেলেনার ছায়াও হয়, তবে তাদের অস্তিত্ব থাকাটা আমাদের জন্য বিপদের। ওরা যদি ওই বাড়িতে ভাড়া ওঠে, তার মানে হিরণ্ময় আর ক্রুশাল কিছু একটা বড় পরিকল্পনা করছে। আমাদের জানতে হবে এই আকসার আসলে কে? ওর আসল পরিচয় কী?"

কুড়ি বছর আগের সেই ট্র্যাজেডি যেন আজ এক গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে। সুনীলদের পৈশাচিক আনন্দ ধুলোয় মিশে যাচ্ছে অজানা এক ভয়ে। আকসার আর আশিকী কি সত্যিই সাধারণ কোনো দম্পতি, নাকি তারা কোনো অসমাপ্ত প্রতিশোধের অস্ত্র হয়ে ফিরে এসেছে?

ঊনআশিতম অধ্যায়: ভস্মীভূত নথির আড়ালে সত্য

সুনীল, গৌরব আর রেশমা বুঝতে পারল যে শুধু চোখে দেখে কিছু হবে না, তাদের অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাদের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল—হয়তো সেই রাতে রোহিত আর হেলেনা কোনো অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গিয়েছিল এবং কোনো হাসপাতালে তাদের গোপনে চিকিৎসা করা হয়েছিল।

পরের কয়েকটা দিন তারা তিনজনে মিলে মায়ানগরীর সমস্ত বড় বড় হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমগুলোতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল। ২০ বছর আগের ইনডোর ও আউটডোর পেশেন্টদের লিস্ট দেখার জন্য তারা প্রভাব খাটাল। কিন্তু কপাল তাদের মন্দ। বেশির ভাগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাল যে, কুড়ি বছরের পুরনো নথিপত্র হয় উই পোকা খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে, নাহলে কোনো এক অগ্নিকাণ্ডে বা ডিজিটাল সিস্টেম আসার সময় সেগুলো আর সংরক্ষণ করা হয়নি।

হতাশ হয়ে তারা শহরের বাইরে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর হাসপাতালেও লোক পাঠাল। কিন্তু সেখান থেকেও একই উত্তর এল—পুরনো নথির কোনো চিহ্ন নেই। সুনীলের মনে হচ্ছিল, কেউ যেন খুব সুকৌশলে ২০ বছর আগের সমস্ত ইতিহাস মুছে ফেলেছে। তারা কোনোভাবেই জানতে পারল না সেই রাতের পর রোহিত ও হেলেনার ঠিক কী হয়েছিল।

আশিতম অধ্যায়: মুখোমুখি সংঘাত

তদন্তে ব্যর্থ হয়ে সুনীল ঠিক করল সে সরাসরি সিংহের গুহায় প্রবেশ করবে। পরের দিন সকালে সে নিজেই আকসারের সাথে দেখা করতে গেল। আকসার তখন অফিসের কাজে বেরোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

সুনীল গম্ভীর গলায় বলল, "মিস্টার আকসার, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

আকসার শান্ত চোখে সুনীলের দিকে তাকাল। সেই একই সৌম্য চেহারা, কিন্তু চোখে এক অদ্ভুত গভীরতা। সে বলল, "বলুন, আপনাকে তো চিনলাম না?"

সুনীল কুটিল হেসে বলল, "আমি এই এলাকার এমএলএ সুনীল রায়। আপনার চেহারাটা ঠিক কুড়ি বছর আগের একটি ছেলের মতো, যার নাম ছিল রোহিত চৌধুরী। তার সাথে হেলেনা নামে একটি মেয়েও ছিল, যে দেখতে হুবহু আপনার স্ত্রীর মতো। তাদের দুজনের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল, কিন্তু এই শহরেই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হয়। আজ রোহিত বেঁচে থাকলে ঠিক আপনার বয়সীই হতো।"

আকসার এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হলো না। সে খুব স্বাভাবিকভাবে হাসল। "মিস্টার রায়, পৃথিবীতে একই রকম দেখতে অনেক মানুষ থাকে। আর আপনার এই গল্প শুনে আমার সহানুভূতি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি একজন সরকারি আমলা, আমার নিজের একটা পরিচয় আছে। আমি কোনো রোহিত বা হেলেনাকে চিনি না। কুড়ি বছর আগে আমি কোথায় ছিলাম, সেটা আমার সার্ভিসে নথিবদ্ধ আছে। দুঃখিত, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আকসার গটগট করে হেঁটে নিজের গাড়িতে উঠে চলে গেল। সুনীল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আকসারের আত্মবিশ্বাসে কোথাও কোনো ফাটল ছিল না।

** একাশিটম অধ্যায়: ছায়ার পেছনে ধাওয়া**

সুনীল দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে গোপনে বেশ কিছু অভিজ্ঞ গোয়েন্দা আর স্থানীয় লোক নিয়োগ করল আকসার আর আশিকীর ওপর নজর রাখার জন্য। তারা আকসারের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। গোয়েন্দারা আকসার আর আশিকীর সাথে কথা বলার চেষ্টাও করল, তাদের অতীত খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করল।

কিন্তু সবার কাছেই একই উত্তর এল। আশিকী বিরক্ত হয়ে এক গোয়েন্দাকে বলল, "আপনারা কি পাগল হয়ে গেছেন? আমরা এই শহরে এসেছি শান্তিতে থাকতে, আর আপনারা কোনো এক মৃত মানুষের গল্প শুনিয়ে আমাদের বিরক্ত করছেন! দয়া করে আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দিন।"

আকসার এবং আশিকী এতটাই স্বাভাবিক যে সুনীল, গৌরব আর রেশমার সব চাল ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। তাদের মনে হতে লাগল, তবে কি সত্যিই গৌরব ভুল দেখেছিল? তবে কি এই দম্পতি নিছকই দেখতে এক রকম?

কিন্তু সেই অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপারগুলো তাদের তাড়া করে ফিরতে লাগল। হিরণ্ময় আর ক্রুশালের বাড়িতে তাদের থাকা, তাদের চেহারা, তাদের বয়স—সবকিছুই যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। সুনীল বুঝতে পারল না, সে কি কোনো রক্ত-মাংসের মানুষের সাথে লড়ছে, নাকি কোনো এক অপার্থিব মরীচিকার পেছনে ছুটছে।

বিরাশিতম অধ্যায়: রেশমার ব্যর্থ মায়াজাল

সুনীল যখন আকসারের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেল না, তখন রেশমা ঠিক করল সে নিজের নারীত্ব এবং ধূর্ততাকে কাজে লাগিয়ে আশীকীর মুখ খুলবে। একদিন সুযোগ বুঝে রেশমা আশীকীর মুখোমুখি হলো। সে খুব আন্তরিক হওয়ার ভান করে বলল, "আশীকী, আমি জানি তোমার ওপর দিয়ে কী যাচ্ছে। সবাই তোমাকে মৃত হেলেনার সাথে তুলনা করছে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই তাকে চেনো না? হয়তো তুমিও কোনো বড় চক্রান্তের শিকার?"

আশীকী এক মুহূর্তের জন্যও নিজের সংযম হারাল না। সে খুব গম্ভীরভাবে রেশমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মিসেস রেশমা, আপনার গল্পগুলো বেশ নাটকীয়, কিন্তু আমার বাস্তব জীবনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি আশীকী, একজন বিডিও-র স্ত্রী। আপনাদের এই শহরের কোনো এক মৃত প্রেমিকার ছায়া হয়ে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দয়া করে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই নোংরামি বন্ধ করুন।"

রেশমা দমে যাওয়ার পাত্রী নয়, কিন্তু আশীকীর আত্মবিশ্বাসের দেয়াল সে ভাঙতে পারল না। সে বুঝতে পারল, এই দম্পতিকে শুধু কথায় কাবু করা সম্ভব নয়।

ত্রাশিতম অধ্যায়: আড়ি পাতার রাতগুলো

সুনীল, গৌরব আর রেশমা নিশ্চিত ছিল যে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের সাথে এক বাড়িতে থাকতে থাকতে কোনো না কোনো সময় আকসার আর আশীকী নিজেদের আসল পরিচয় দিয়ে দেবে। তারা বেশ কয়েকদিন ধরে গভীর রাতে ক্রুশালের বাড়ির আশেপাশে আড়ি পাততে শুরু করল। তারা জানলার নিচে ও দেওয়ালে কান পেতে বসে থাকত, যদি কোনো গোপন কথা শোনা যায়।

কিন্তু ফলাফল হলো শূন্য। আকসার আর আশীকী বাড়ির ভেতরেও একদম স্বাভাবিক। তারা ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের সাথে ডিনার করে, অফিসের গল্প করে, হাসাহাসি করে, কিন্তু কোনোদিন ভুলেও 'রোহিত' বা 'হেলেনা' নাম দুটো উচ্চারণ করে না। এমনকি ক্রুশাল বা হিরণ্ময় যখন আবেগী হয়ে কোনো কথা বলতে যান, আকসার খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়।

সুনীল বিরক্ত হয়ে বলল, "এরা কি সত্যিই পাথরের মানুষ? নাকি সত্যিই এদের অতীত বলে কিছু নেই? হিরণ্ময় আর ক্রুশালের সাথেও এরা কোনো রহস্য শেয়ার করছে না!"

চুরাশিতম অধ্যায়: পর্দার আড়ালে অদৃশ্য চোখ

সহজ উপায়ে কোনো তথ্য না পেয়ে গৌরব এবার এক জঘন্য চক্রান্ত করল। সে তার অপরাধ জগতের সূত্র ব্যবহার করে একটি অতিক্ষুদ্র পিনহোল সি.সি.টি.ভি ক্যামেরা সংগ্রহ করল। একদিন যখন আকসার আর আশীকী ক্রুশালদের সাথে বাড়ির বাইরে ছিল, তখন গৌরব কৌশলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাদের বেডরুমের একটি কোণে ক্যামেরাটি ফিট করে দিয়ে এল।

আকসার আর আশীকী ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে তাদের শোবার ঘরে এখন একজোড়া বিষাক্ত চোখ চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। সেই রাতে তারা যখন ঘরে ফিরল, তারা ছিল একদম স্বাভাবিক।

কুড়ি বছরের দীর্ঘ বিরহের পর পাওয়া এই নতুন জীবনে আকসার আর আশীকী একে অপরের খুব কাছাকাছি এল। একান্তে তারা একে অপরের সাথে লিপ্ত হলো গভীর প্রেমে। তাদের সেই অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো লেন্সের মাধ্যমে ধরা পড়ল সুনীল, গৌরব আর রেশমার স্ক্রিনে।

পঁচাশিতম অধ্যায়: ব্লাকমেইলের মরণফাঁদ

অন্য একটি গোপন আস্তানায় বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনে সেই দৃশ্যগুলো দেখছিল সুনীল, গৌরব আর রেশমা। তাদের চোখেমুখে পৈশাচিক আনন্দ।

"কাজ হয়ে গেছে!" গৌরব হাততালি দিয়ে উঠল। "একজন বিডিও সাহেব আর তার স্ত্রী—তাঁদের জীবনের এই গোপন মুহূর্ত যদি ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যায়, তবে সমাজে মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হেসে বলল, "সুনীল দা, এই অস্ত্র দিয়েই আমরা এবার ওদের কাবু করব। ওদের আসল পরিচয় তো এমনিতেই বেরিয়ে আসবে। আমরা ওদের ব্লাকমেইল করব। হয় ওরা আমাদের কাছে স্বীকার করবে যে ওরাই রোহিত আর হেলেনা, নাহলে এই ভিডিও সমাজ আর প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যাবে। তখন দেখা যাবে আকসারের সরকারি চাকরির মর্যাদা কোথায় থাকে!"

সুনীল ক্রুর হাসি হেসে ভিডিওটি সেভ করল। "রোহিত-হেলেনার এই নতুন জন্ম আমরা এই ভিডিও দিয়েই শেষ করে দেব। কালই হবে ওদের সাথে চূড়ান্ত দর কষাকষি।"

তারা জানত না যে তারা যে আগুনের সাথে খেলছে, তা হয়তো তাদের নিজেদেরই একদিন পুড়িয়ে

ছাই করে দেবে। আকসার আর আশীকী কি সত্যিই এই ব্লাকমেইলের সামনে নতি স্বীকার করবে? নাকি আরও কোনো বড় সংকটের দিকে মোড় নেবে?

ছিয়াশিতম অধ্যায়: অন্ধকার ডেরায় বন্দিনী

পরদিন সকালে মায়ানগরীর বুক চিরে এক অশুভ চক্রান্ত সফল হলো। সুনীল, গৌরব আর রেশমা মিলে আশিকীকে রাস্তা থেকে অপহরণ করে তাদের এক নির্জন গোপন ডেরায় নিয়ে এল। চারপাশে স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল আর টিমটিমে আলো—এক বিভীষিকাময় পরিবেশ।

আশিকী যখন জ্ঞান ফিরে পেল, সে নিজেকে এক অন্ধকার ঘরে আবিষ্কার করল। সামনে বিষাক্ত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুনীল, গৌরব আর রেশমা।

"কেন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন আপনারা? কী চাই আপনাদের? ছেড়ে দিন আমাকে!" আশিকী চিৎকার করে উঠল।

সুনীল এগিয়ে এসে ক্রুর হাসি হেসে বলল, "ছেড়ে দেব সুন্দরী, অবশ্যই ছেড়ে দেব। শুধু একবার আমাদের বলে দাও—কে তুমি? তুমি কি সত্যিই আশিকী, নাকি কুড়ি বছর আগে পুড়ে মরা সেই হেলেনা?"

আশিকী তেজালো গলায় উত্তর দিল, "আমি আপনাদের অনেকবার বলেছি, আমি আশিকী! আপনারা কেন একটা মৃত মানুষের সাথে আমাকে মেলাচ্ছেন?"

রেশমা এবার রেগে গিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা! সাধারণ কোনো মানুষ আমাদের চোখে চোখ রেখে এভাবে কথা বলতে পারে না।" আশিকী পালানোর চেষ্টা করলে গৌরব আর সুনীল মিলে তাকে একটি শক্ত কাঠের চেয়ারের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারা বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু আশিকী তার পরিচয়ে অনড় রইল।

সাতাশিতম অধ্যায়: ব্ল্যাকমেইলের চূড়ান্ত সীমা

আশিকীর মুখ খুলতে না পেরে গৌরব তার ল্যাপটপটি খুলে ধরল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল আগের রাতে আকসার আর আশিকীর সেই একান্ত ব্যক্তিগত এবং অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য।

আশিকী স্তব্ধ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলতে লাগল। যে মানুষগুলোকে সে নিচ ভাবত, তারা যে এতটা নিচে নামতে পারে, তা তার কল্পনার বাইরে ছিল।

সুনীল টেবিলের ওপর রাখা মাউসটা নাড়তে নাড়তে বলল, "দেখলে তো? এই ফুটেজটা এখন আমাদের হাতে। যদি এবারও নিজের আসল পরিচয় না দাও, তবে এক ক্লিকেই এটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের ওই বিডিও সাহেবের সম্মান কোথায় থাকবে?

তোমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না।"

আশিকী যন্ত্রণায় আর ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল, "আপনারা মানুষ না জানোয়ার! আকসার! আকসার কোথায় তুমি?"

আষ্টাশিতম অধ্যায়: কৌশলী উদ্ধার ও রুদ্রমূর্তি

সুনীলরা যখন উল্লাসে মত্ত, তখন তাদের অগোচরেই আশিকী তার হাতের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করছিল। দড়ির ঘর্ষণে তার কবজি ছলে গেল, কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। বাঁধন একটু আলগা হতেই সে চুপিচুপি তার পকেট থেকে ফোন বের করল এবং স্ক্রিনের আলো কমিয়ে আকসারকে নিজের লাইভ লোকেশন পাঠিয়ে দিল।

অন্যদিকে, আকসার হন্যে হয়ে আশিকীকে খুঁজছিল। ফোনের নোটিফিকেশন পেতেই সে ঝড়ের বেগে সেই লোকেশনের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ডেরার ভেতরে তখন সুনীল ভিডিওটি আপলোড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় এক প্রচণ্ড লাথি পড়ল। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল আকসার। তার চোখে তখন খুনের নেশা। দেওয়ালে লাগানো মনিটরে নিজের আর আশিকীর অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখে আকসারের মাথার শিরা দপদপ করতে লাগল।

সে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে ল্যাপটপটি আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল। এরপর সুনীল আর গৌরবের পকেট থেকে তাদের ফোন কেড়ে নিয়ে সেগুলোতে থাকা সমস্ত ভিডিও ফুটেজ এক নিমিষেই ডিলিট করে দিল।

"কী ভেবেছিলে তোমরা? এই নোংরামি করে আমাকে আটকাবে?" আকসারের কণ্ঠস্বরে বাঘের গর্জন।

সে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সুনীলের কলার ধরে সজোরে একটা ঘুষি মারল। গৌরব বাঁচাতে এলে তাকে দেওয়ালে আছাড় মারল আকসার। পেশায় একজন বিডিও হলেও আকসারের শরীরের শক্তি আর মারপিটের ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনো প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। সুনীল আর গৌরবকে সে পশুর মতো পেটাতে লাগল।

"আমাদের কোনো 'আসল পরিচয়' নেই! আমাদের পরিচয় আমরা বহু আগে দিয়েছি। তোমরা কীভাবে এতটা নিচে নামতে পারো?" বলতে বলতে সে সুনীলের পা ভেঙে দেওয়ার উপক্রম করল।

ঊননব্বইতম অধ্যায়: রেশমার শেষ চাল ও প্রস্থান

সুনীল আর গৌরব যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তখন রেশমা বুঝতে পারল পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে। সে দ্রুত আশিকীর পিছনে গিয়ে তার মাথায় একটি লোডেড পিস্তল

ঠেকাল।

"থামো আকসার! একদম নড়বে না!" রেশমা চিৎকার করে বলল। "সুনীল আর গৌরবকে যদি এখন না ছাড়ো, তবে আমি আশিকীর মাথায় গুলি করতে বাধ্য হব।"

আকসার থমকে দাঁড়াল। তার চোখে আগুন ঝরছিল, কিন্তু আশিকীর প্রাণের মায়ায় সে নিজের মুঠি আলগা করল। সে সুনীল আর গৌরবকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল।

"আজ ছেড়ে দিলাম তোদের," আকসার রেশমার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল। "কিন্তু মনে রাখিস, এরপর যদি আমার বা আশিকীর ছায়া মাড়ানোর চেষ্টা করিস, তবে তোদের শেষ কৃত্য করার জন্যও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"

আকসার আশিকীর বাঁধন খুলে তাকে আগলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডেরার ভেতরে তখন সুনীল আর গৌরব রক্তের ওপর পড়ে কাতরাচ্ছিল।

নব্বইতম অধ্যায়: অবিশ্বাসের নতুন মেঘ

অনেকক্ষণ পর সুনীল আর গৌরব হাফ ছেড়ে বাঁচল। তারা রেশমাকে ধন্যবাদ জানাল তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। কিন্তু তাদের মনে এখন এক নতুন বিস্ময় দানা বেঁধেছে।

গৌরব ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে বলল, "সুনীল দা... এই লোকটা কি সত্যিই রোহিত? কুড়ি বছর আগে আমরা যে রোহিতকে দেখেছিলাম, সে তো চড় মারলে কাঁদত। তার কি সাহস ছিল আমাদের গায়ে হাত তোলার? আর এই আকসার... এ তো যমদূত!"

সুনীলও গম্ভীর হয়ে গেল। "ঠিক বলেছিস। ওই ভীতু রোহিত আর এই রাগী আকসারের মধ্যে আসমান-জমিন তফাৎ। রোহিতের কখনও মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, আর এই লোকটা আমাদের দুজনকে একা পিটিয়ে গেল। তবে কি আমরা সত্যিই ভুল করছি? তবে কি আকসার সত্যিই অন্য কেউ?"

রেশমা শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল। তাদের মনে হতে লাগল, তারা হয়তো কোনো এক ভয়ঙ্কর গোলকধাঁধায় ফেঁসে গেছে।

একানব্বইতম অধ্যায়: অনুশোচনার মুখোমুখি

পরদিন সকালে এক বুক আশা আর সংশয় নিয়ে ধীরাজ ক্রুশালের বাড়িতে হাজির হলেন। ড্রয়িংরুমে যখন আকসার তৈরি হয়ে বেরোচ্ছিল, ধীরাজ ঠিক তখনই তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধীরাজের চোখে তখন ২০ বছর আগের সেই হারানো বন্ধুর ছায়া।

ধীরাজ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সত্যিই আকসার? আপনার পরিচয়টা কি আর একবার বলবেন?"

আকসার এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘড়ির দিকে তাকাল। তার গলায় এখন বিরক্তির স্পষ্ট সুর। সে বলল, "মিস্টার শ্রীবাস্তব, এই শহরে আসার পর থেকে আমার পরিচয় দিতে দিতে আমি প্রায় পাগল হয়ে গেছি। আমি একজন বিডিও (B.D.O), সরকারি চাকুরে। আমার নাম আকসার। এর বাইরে আমার আর কোনো পরিচয় নেই যা আমি আপনাদের দিতে পারি।"

ধীরাজ একটু ইতস্তত করে বললেন, "আসলে... আপনি কি কোনোদিন 'রোহিত' নামটা শুনেছেন? আপনার অবয়ব, আপনার চলাফেরা সবটা ওর মতো।"

আকসারের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। সে গম্ভীর গলায় বলল, "রোহিত! এই এক নাম শুনে শুনে আমার কান পচে গেল। আমি কোনো রোহিতকে চিনি না। আপনারা কি আমাকে আমার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ করছেন? আমি কোনো সেলিব্রিটি নই যে এই শহরের লোকজন আমাকে দেখার জন্য আর আমার নাম জানার জন্য এতটা উদগ্রীব হয়ে থাকবে! আমি এখানে কাজ করতে এসেছি, নাটক করতে নয়।"

আকসারের রুক্ষ আর অফিসিয়াল মেজাজ দেখে ধীরাজ দমে গেলেন। তিনি মাথা নিচু করে বললেন, "না... আমি শুধু একবার আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।" ধীরাজ বুঝতে পারলেন, এই মানুষের ভেতরের প্রাচীর ভাঙা অসম্ভব। তিনি ধীর পায়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বিরানব্বইতম অধ্যায়: আপনজনদের সংশয়

ধীরাজ চলে যাওয়ার পর ক্রুশাল আর হিরণ্ময় ওপাশ থেকে সব শুনছিলেন। শুধু ধীরাজ বা সুনীল নয়, ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ও বহুবার একান্তে আকসার আর আশিকীর কাছে তাদের আসল পরিচয় জানতে চেয়েছেন। কিন্তু হিরণ্ময় যখন বড়দাদার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, তখনও আকসার একই উত্তর দিয়েছে— "আমি আপনার বাড়িতে ভাড়া থাকা একজন অফিসার মাত্র।"

হিরণ্ময় ক্রুশালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্রুশাল, আমার রক্ত বলছে ও আমার ভাই, কিন্তু ওর আচরণ বলছে ও সম্পূর্ণ অন্য কেউ। ও কি আমাদের সাথেও অভিনয় করছে? নাকি আমরা সত্যিই ভুল করছি?"

ক্রুশাল কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। আকসার আর আশিকী যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে বাস করছে, যার চাবি তারা কাউকে দিতে রাজি নয়।

তিরানব্বইতম অধ্যায়: রুদ্ধদ্বার বৈঠক ও নতুন প্রতিজ্ঞা

ঘরের ভেতরে তখন আকসার আর আশিকী একান্তে কথা বলছিল। আগের দিন সুনীলদের ডেরায় যা

ঘটেছিল, তা তাদের মনে বড়সড় দাগ কেটেছে। আশিকী তার কবজির দাগগুলো দেখছিল আর ভাবছিল সুনীলদের হীন মানসিকতার কথা।

আকসার আশিকীর হাত ধরে বলল, "আশিকী, সুনীল, গৌরব আর রেশমা এখন হন্যে হয়ে গেছে। তারা আমাদের আসল পরিচয় জানবার জন্য যে কোনো পর্যায়ে যেতে পারে। কাল ওরা যে নোংরামি করেছে, তা তো কেবল শুরু।"

আশিকী দৃঢ় গলায় বলল, "আকসার, আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে ওরা কোনোভাবেই আমাদের আসল পরিচয় জানতে না পারে। ওরা যদি একবার নিশ্চিত হয় যে আমরাই সেই অতীত, তবে ওরা আবার হিরণ্ময় দা আর ক্রুশাল দাকে আক্রমণ করবে।"

আকসার জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ। আমাদের এমন এক জাল বুনতে হবে যেখানে ওরা আমাদের পরিচয় খুঁজতে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলবে। ধীরাজ দা থেকে শুরু করে সুনীল—কাউকে কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমাদের এই মুখোশটাই এখন আমাদের সবচাইতে বড় অস্ত্র।"

আকসার আর আশিকী ঠিক করল, তারা বাইরের জগতের কাছে তাদের সরকারি পরিচয়টাই আরও কঠোরভাবে বজায় রাখবে। সুনীলদের পরবর্তী চাল আসার আগেই তারা এমন এক অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করবে, যা ভাঙার ক্ষমতা মায়ানগরীর কোনো শয়তানের নেই।

চুরানব্বইতম অধ্যায়: ছায়ার মুখোমুখি

আজ সেই দিন। ২০ বছর আগের এই দিনে রোহিত জন্মেছিল। প্রতি বছর এই দিনে ধীরাজের মনে হয় তাঁর চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে আসে। মুম্বাইয়ের সেই আলিশান ফ্ল্যাটে রেশমা যখন উৎসবে মেতে থাকে, ধীরাজ তখন এক অন্ধকার ঘরে রোহিতের ছবির সামনে বসে থাকেন। ২০ বছর কেটে গেলেও তাঁর অপরাধবোধ এক তিলও কমেনি।

"রোহিত, তুই কি আজও আমায় ক্ষমা করিসনি?" ধীরাজ অস্ফুট স্বরে ছবির সাথে কথা বলছিলেন। "যদি একবার ফিরে আসতিস, আমি তোকে আর কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করতাম না। তোকে আগলে রাখতাম সব চক্রান্ত থেকে।"

ধীরাজ এক ঘোরের মধ্যে কাটালেন অনেকটা সময়। রাত গভীর হলে তিনি টলতে টলতে নিজের বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। কিন্তু বিছানার ওপর কাউকে বসে থাকতে দেখে ধীরাজ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। ছেলেটির পরনে সেই পোশাক, যা রোহিতের খুব প্রিয় ছিল।

ধীরাজ আর এক মুহূর্ত ভাবলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। "রোহিত! আমি জানতাম তুই ফিরে আসবি! প্লিজ আমাকে ছেড়ে যাস না আর!" ধীরাজ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

পঁচানব্বইতম অধ্যায়: কাঁচের দেয়াল

ধীরাজ যখন জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন, তখন ছেলেটি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। সে যেন পাথরের মতো বসে আছে। ধীরাজ মুখ তুলে তাকালেন। ঘরের মৃদু আলোয় তিনি দেখলেন ছেলেটির চোখের সেই চশমা।

মুহূর্তের মধ্যে ধীরাজের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এই চশমাটাই রোহিত আর আকসারের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য। রোহিতের চোখে কোনো চশমা ছিল না, কিন্তু আকসারের ব্যক্তিত্ব এই চশমার আড়ালেই ঢাকা।

ধীরাজ ছিটকে সরে এলেন। তাঁর শোক মুহূর্তেই ক্রোধে পরিণত হলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "আকসার! আপনি? এত রাতে আমার বেডরুমে আপনি কী করছেন? আর এই পোশাক... কেন পরেছেন আপনি এই পোশাক? আপনি কি আমার দুর্বলতা নিয়ে খেলা করছেন?"

আকসার খুব ধীরে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে কোনো ভয় নেই, বরং এক বিদ্রুপের হাসি। সে খুব শান্ত গলায় বলল, "আপনার দুর্বলতা?
মিস্টার শ্রীবাস্তব, আমি আমার নিজের পোশাক পরেছি। আর আমি কী করে জানব যে আপনার সেই পুরনো বন্ধু ঠিক এইরকম জামাকাপড়ই পরত? এটা নেহাতই কাকতালীয়।"

ছেয়ানব্বইতম অধ্যায়: নগ্ন সত্যের দহন

ধীরাজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "না! আপনি জানেন। আপনি জানেন আপনাকে রোহিতের মতো দেখতে। আপনি আমাকে তিলে তিলে মারবার জন্য এই সব নাটক করছেন।"

আকসারের চেহারাটা হঠাত বদলে গেল। তার শান্ত চোখ দুটোতে আগুনের হলকা দেখা দিল। সে ধীরাজের খুব কাছে এগিয়ে এল। তার কণ্ঠস্বর এখন বরফের মতো ঠান্ডা আর তীক্ষ্ণ।

"বন্ধুত্ব! আপনি রোহিতের বন্ধু ছিলেন?" আকসার ব্যঙ্গ করে বলল। "যদি আপনি সত্যিই তাকে ভালোবাসতেন, তবে সেই রাতে কতগুলো বাইরের লোকের কথা শুনে নিজের বন্ধুকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারতেন না। যে বন্ধু বিপদের সময় পাশে না থেকে অপবাদ মাথায় নিয়ে বন্ধুকে তাড়িয়ে দেয়, তার মুখে 'বন্ধুত্ব' শব্দটা মানায় না।"

ধীরাজ পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলেন। আকসার বলে চলল, "রোহিতের জীবন যদি আজ ধ্বংস হয়ে থাকে, তার জন্য সবচাইতে বেশি দায়ী আপনি। আজ এই ন্যাকামো করে কী হবে? ক্ষমা চাইছেন কার কাছে? যাকে আপনি নিজেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন?"

কথাগুলো শেষ করে আকসার আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সে গটগট করে ধীরাজের ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল।

সাতানব্বইতম অধ্যায়: জন্ম নিল নতুন সন্দেহ

আকসার চলে যাওয়ার পর ধীরাজ মেঝের ওপর বসে পড়লেন। তাঁর কানে তখন আকসারের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ধীরাজের মনে একটা অদ্ভুত খটকা লাগল।

তিনি ভাবলেন, "আকসার এই শহরে এসেছে মাত্র কয়েকদিন। সে জানে যে আমাকে রোহিতের মতো দেখতে। কিন্তু ২০ বছর আগে সেই রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, আমি কীভাবে রোহিতকে তাড়িয়েছিলাম, আর কাদের প্ররোচনায় আমি তাকে অবিশ্বাস করেছিলাম—এসব খুঁটিনাটি তথ্য আকসার জানল কী করে?"

সুনীল, গৌরব আর রেশমার চক্রান্তের কথা তো কোনো বাইরের লোক জানার কথা নয়। তবে কি আকসার সত্যিই কোনো সাধারণ বিডিও নয়? সে কি তবে অতীতের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের কোনো সাক্ষী? ধীরাজের মনে অদ্ভুত এক সন্দেহ দানা বাঁধল। আকসার আর আশিকীর পরিচয়টা কি তবে শুধুই কাকতালীয় নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে এক দীর্ঘ পরিকল্পিত প্রতিশোধ?

আটানব্বইতম অধ্যায়: সন্দেহের নতুন বীজ

আকসার যখন ধীরাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির ছায়ায় ওত পেতে ছিল সুনীল রায়। মধ্যরাতে বিডিও সাহেবের ধীরাজের বাড়ি থেকে বের হওয়াটা সুনীলকে ভাবিয়ে তুলল।

"এত রাতে আকসার এখানে কেন?" সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল। "আজ তো রোহিতের জন্মদিন। তবে কি ধীরাজ আর আকসারের মধ্যে কোনো গোপন যোগসূত্র আছে? ধীরাজ কি জেনে গেছে আকসার আসলে কে?"

সুনীল আর দেরি না করে দ্রুত নিজের আস্তানায় ফিরে গেল। গৌরব আর রেশমা সেখানে তার অপেক্ষায় ছিল। সুনীল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল। "গৌরব, রেশমা! আজ ধীরাজের বাড়ি থেকে আকসারকে বের হতে দেখলাম। আমাদের এখনই ধীরাজের কাছে যেতে হবে। আজকের দিনে ওদের এই গোপন মিটিং মোটেও ভালো লক্ষণ নয়।"

তারা তিনজন মিলে তখনই ধীরাজের বাড়ির দিকে রওনা দিল। কুড়ি বছর আগের করা সেই পাপ যেন আজ একটা অজানা আতঙ্কের রূপ নিয়ে তাদের তাড়া করছিল।

নিরানব্বইতম অধ্যায়: কুয়াশাঢাকা বিভীষিকা

ধীরাজের বাড়ির গলিতে ঢোকার আগেই পরিবেশটা হঠাত বদলে গেল। মাঝরাতের মুম্বাইয়ের রাস্তায় হঠাত কোথা থেকে ঘন সাদা ধোঁয়া বা কুয়াশা এসে সব ঝাপসা করে দিল। গৌরব আর রেশমা একে অপরের হাত শক্ত করে ধরল।

"সুনীল দা, হঠাত এত ধোঁয়া কোত্থেকে এল?" গৌরব কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

ঠিক সেই সময় ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে এক সাদা পোশাক পরা কিশোরের অবয়ব ফুটে উঠল। ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের থেকে কিছুটা দূরে। যখন সে ধীরে ধীরে পেছন ফিরল, সুনীল আর রেশমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

"রোহিত!" রেশমা চিৎকার করে উঠল।

হ্যাঁ, সেই পরিচিত মুখ, সেই নিষ্পাপ চাহনি। কুড়ি বছর আগে যে রোহিত পুড়ে মারা গিয়েছিল, সে আজ সাদা পোশাকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের মনে হলো এটা কোনো মানুষ নয়, এ যেন রোহিতের অতৃপ্ত আত্মা। রেশমা আর গৌরব ভয়ে নীল হয়ে গেল। সুনীল প্রভাব খাটিয়ে সাহসী হওয়ার চেষ্টা করলেও তার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম।

একশতম অধ্যায়: অশরীরী পিছুটান

ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের ঘর থেকে বিধ্বস্ত অবস্থায় ধীরাজ বেরিয়ে এলেন। বাইরের অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আর ধোঁয়া দেখে তিনি চমকে গেলেন। সুনীলদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর নজর গিয়ে পড়ল সেই সাদা পোশাক পরা ছেলেটির ওপর।

"রোহিত! তুই?" ধীরাজ অস্ফুট স্বরে বললেন। তাঁর চোখে তখন ভয় আর বিস্ময়ের মিশেল।

রোহিতের সেই ছায়াটি কোনো কথা বলল না। সে ধীরে ধীরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার চলাফেরার মধ্যে কোনো শব্দ ছিল না, যেন সে বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সুনীল, গৌরব, রেশমা আর ধীরাজ—এই চারজন যেন এক সম্মোহনের বশবর্তী হয়ে সেই আত্মার পিছু নিতে শুরু করল।

ধোঁয়া ক্রমশ আরও ঘন হচ্ছিল। রোহিতের সেই আত্মাটি তাদের পথ দেখিয়ে শহরের প্রান্তবর্তী এক নির্জন জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল।

একশ একতম অধ্যায়: জঙ্গলের রহস্য

জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার পর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর ঝরা পাতার মচমচানি পরিবেশটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলল। আত্মাটি একটি পুরনো বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তারা চারজন যখন একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, হঠাত এক তীব্র বাতাসের ঝলক এল।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখের নিমেষে সেই সাদা পোশাক পরা অবয়বটি মিলিয়ে গেল। জঙ্গলটা মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। সুনীল টর্চ জ্বালিয়ে চারপাশ খুঁজল, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। কোনো পায়ের ছাপ নেই, কোনো চিহ্ন নেই।

গৌরব ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল। "ওটা মানুষ ছিল না সুনীল দা, ওটা রোহিতের আত্মা ছিল! ও আমাদের শাস্তি দিতে ফিরে এসেছে।"

ধীরাজ শূন্য দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেশমা ভয়ে কাঁপছিল। তাদের সবার মনে তখন একটাই প্রশ্ন—যে রোহিতকে তারা ২০ বছর আগে ছাই করে দিয়েছিল, সে কি আজ অশরীরী হয়ে তাদের ধ্বংস করতে ফিরে এল? নাকি এই ভৌতিক বিভ্রমের আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো বাস্তব?

একশ দুইতম অধ্যায়: অন্ধকারের প্রহরী

জঙ্গলের সেই নিস্তব্ধতায় রোহিতের আত্মা মিলিয়ে যাওয়ার পর সুনীল, গৌরব, রেশমা আর ধীরাজ যখন দিশেহারা হয়ে চারপাশ খুঁজছিল, তখন ঝোপঝাড়ের আড়ালে এক জোড়া জোরালো হেডলাইটের আলো ফুটে উঠল। তারা ভয়ে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু আলোটার কাছে গিয়ে তারা যা দেখল, তাতে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাজকীয় **Bugatti** গাড়িটি। আর তার পাশেই একটি ফোল্ডিং চেয়ার পেতে আয়েশ করে বসে সিগারেট খাচ্ছেন বিডিও সাহেব—আকসার। তাঁর চোখেমুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই, বরং এক অদ্ভুত প্রশান্তি। কুয়াশার ধোঁয়া আর সিগারেটের ধোঁয়া মিশে তাঁর অবয়বটাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

একশ তিনতম অধ্যায়: অবিশ্বাসের দেয়াল

সুনীল হন্তদন্ত হয়ে আকসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "মিস্টার আকসার! আপনি এখানে? আপনি কি দেখলেন না? রোহিত... রোহিতের আত্মা আমাদের এই জঙ্গলে টেনে এনেছে! ও আপনার সামনে দিয়েই গেল!"

আকসার ধীরেসুস্থে সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর খুব নিরাসক্ত গলায় বলল, "আত্মা? রোহিত? মিস্টার রায়, আপনারা কি পাগল হয়ে গেছেন? মাঝরাতে কুয়াশায় হয়তো কোনো ছায়া দেখে ভয় পেয়েছেন, আর এখন ভূত-প্রেত বলে চিৎকার করছেন। এই যুগে ভূত বলে কিছু হয় নাকি?"

রেশমা কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না আকসার, আমরা কোনো সাধারণ ছায়া দেখিনি। ওটা হুবহু সেই রোহিত ছিল। ও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল!"

আকসার বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "আপনারা তো খারাপ মানুষ, পাপবোধ থেকে আপনাদের এমন মতিভ্রম হতে পারে। কিন্তু আপনারা নিজেদের অজুহাত দিলেও ধীরাজ বাবুকে কেন জড়াচ্ছেন?"

গৌরব ধীরাজকে দেখিয়ে বলল, "আমরা না হয় ভুল দেখেছি, কিন্তু ধীরাজ বাবু তো ভালো মানুষ। ওনার ওপর তো আপনার ভরসা আছে? উনিও তো নিজের চোখে দেখেছেন!"

আকসার ধীরাজের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল, "মিস্টার শ্রীবাস্তবের কথা তো আমি আরও বিশ্বাস করব না। ওনার বয়স হয়েছে, চোখেও ছানি পড়তে পারে। মাঝরাতে কুয়াশার মধ্যে কী দেখতে কী দেখেছেন তার কোনো ঠিক নেই। রোহিতের শোকে কাতর হয়ে উনি এখন দিনের আলোতেও ভূত দেখবেন এটাই স্বাভাবিক।"

একশ চারতম অধ্যায়: কৌশলী পলায়ন

আকসার এবার বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে গম্ভীর গলায় বলল, "আপনারা সবাই মিলে যে নাটক শুরু করেছেন, তাতে আমার এখানে চাকরি করা দায় হয়ে উঠেছে। মাঝরাতে জঙ্গল-পাহাড়ে ভূত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর আমাকে বিরক্ত করছেন। এবার বোধহয় আমাকে বদলির আবেদন করে এই শহর ছেড়ে চলেই যেতে হবে।"

সুনীল, গৌরব আর রেশমা তখন এতটাই ভূতের ভয়ে কুঁকড়ে ছিল যে আকসারের এই তর্জন-গর্জন তাদের কানে ঠিকমতো ঢুকছিলই না। তাদের মস্তিষ্কে তখন শুধুই সেই সাদা পোশাক পরা রোহিতের অবয়ব ঘুরছে।

সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা এতটাই আতঙ্কিত ছিল যে তাদের মূল প্রশ্নটাই তারা ভুলে গেল। গৌরব বা সুনীল—কারো মাথাতেই এল না যে, "এত রাতে আকসার ধীরাজের বাড়িতে কী করছিল?" বা "এখন এই নির্জন জঙ্গলে সে একা একা চেয়ার পেতে সিগারেট কেন খাচ্ছে?"

রহস্যের চাবিকাঠি তাদের হাতের নাগালে থাকলেও ভয়ের চোটে তারা সেই সুযোগ হারাল।

"চলুন সুনীল দা, এখান থেকে পালাই! এই জঙ্গল নিরাপদ নয়!" গৌরব প্রায় চিৎকার করে উঠল।

ধীরাজ তখনও ঘোরের মধ্যে। সুনীল আর গৌরব তাঁকে একপ্রকার টেনেহিঁচড়ে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল। রেশমা এক মুহূর্তের জন্য পেছনের দিকে তাকাল, দেখল আকসার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসছে। সেই হাসিটা কি কোনো জয়ের হাসি, নাকি কোনো গোপন চক্রান্তের?

তারা জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল নিস্তব্ধ জঙ্গল, একটি নীল বুগাত্তি আর

এক রহস্যময় মানুষ, যে সময়ের চেয়েও বেশি ধূর্ত।

একশ পাঁচতম অধ্যায়: যুক্তির আড়ালে লুকোচুরি

সুনীলরা চলে যাওয়ার পর আকসার নিজের বুগাত্তি গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাত ধীরাজ তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন। ধীরাজের চোখে তখন একরাশ প্রশ্ন। তিনি কিছুটা সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিস্টার আকসার, আপনি যতই অস্বীকার করুন, মাঝরাতে এই নির্জন জঙ্গলে আপনার উপস্থিতি কিন্তু মোটেও স্বাভাবিক নয়। আপনি এখানে কী করছেন?"

আকসার পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে শান্ত গলায় বলল, "মিস্টার শ্রীবাস্তব, আপনি কি গোয়েন্দাগিরি শুরু করলেন? আসলে বাড়িতে এই অভ্যাসটা দেখানো যায় না। আশিকী সিগারেট একদম সহ্য করতে পারে না। ও দেখতে পেলে বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যায়। তাই ও ঘুমিয়ে পড়লে আমি রাতে এই জঙ্গলের নির্জনতায় চলে আসি শান্তিতে দুটো টান দিতে। এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই।"

ধীরাজ তবুও দমে গেলেন না। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু ২০ বছর আগে সেই রাতে রোহিতের সাথে আমার যা ঘটেছিল—আমি যেভাবে ওকে তাড়িয়েছিলাম—সেই গোপন কথাগুলো আপনি জানলেন কী করে? আপনি তো এই শহরে নতুন।"

আকসার এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর এক চিলতে হাসি দিয়ে বলল, "মিস্টার শ্রীবাস্তব, আমি যাদের বাড়িতে ভাড়া থাকি, সেই ক্রুশাল আর হিরণ্ময় চৌধুরী তো রোহিতের বাড়ির লোক ছিলেন। তাঁরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তখন অনেক পুরনো গল্প বেরিয়ে আসে। আমি সেখান থেকেই আপনার এই কীর্তির কথা শুনেছি। আপনি মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছেন।"

ধীরাজ আর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। আকসারের যুক্তিগুলো এতটাই মজবুত যে তাকে অবিশ্বাস করাও কঠিন। এরপর দুজনেই নিজ নিজ গাড়িতে করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলেন।

একশ ছয়তম অধ্যায়: কবরের অন্ধকার থেকে ডাক

অন্যদিকে, সুনীল, গৌরব আর রেশমা নিজেদের গাড়িতে করে যখন ফিরছিল, তাদের বুকের ধড়ফড়ানি তখনও থামেনি। হঠাৎ রাস্তার এক কোণে আবারো সেই সাদা পোশাক পরা অবয়বটি দেখা গেল।

"সুনীল দা! ওই দেখুন! আবার ও দাঁড়িয়ে আছে!" গৌরবের চিৎকারে গাড়িটা এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেল।

ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার ওপারে রোহিতের আত্মা এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এবারের চাউনিতে যেন এক ভয়ঙ্কর আক্রোশ মিশে আছে। তারা তিনজনই আতঙ্কে জমে গেল। আত্মাটি ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। সুনীল হঠাত এক অদ্ভুত জেদ অনুভব করল।

"চলো ওর পেছনে! আজ দেখে নেব ও কোথায় যায়!" সুনীলের গম্ভীর স্বরে এক ধরণের পাগলামি ছিল।

গাড়ি থেকে নেমে তারা তিনজনে সেই ছায়াটিকে অনুসরণ করতে লাগল। ধোঁয়া আর কুয়াশার ভেতরে রোহিতের আত্মা তাদের নিয়ে গেল শহরের এক কোণে অবস্থিত বিশাল পুরনো কবরস্থানের গেটের সামনে।

একশ সাততম অধ্যায়: নিস্তব্ধতার বিভীষিকা

কবরস্থানের গেটটা হঠাত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে নিজে থেকেই খুলে গেল। আত্মাটি গেটের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সুনীলরা এক পা এক পা করে ভেতরে ঢুকল। চারপাশে সারি সারি পাথরের সমাধি, আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। পরিবেশটা এতটাই থমথমে যে নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দও তাদের কানে বাজছিল।

হঠাৎ একটি কবরের সামনে গিয়ে সেই সাদা পোশাক পরা অবয়বটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারা যখন কয়েক হাত দূরে, ঠিক তখনই আত্মাটি শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। সেখানে কোনো মানুষ নেই, কোনো শব্দ নেই। শুধু একটি পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া কবরের ওপর একটি সাদা ফুল পড়ে রইল।

গৌরব কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস করে বলল, "সুনীল দা, রেশমা... এটা সেই কবরস্থান যেখানে ২০ বছর আগে রোহিত আর হেলেনার ছাই পুঁতে রাখা হয়েছিল। ও আমাদের বাড়িতে নয়, কবরে নিয়ে আসতে চাইছে!"

রেশমা আর সহ্য করতে পারল না। সে উল্টো দিকে দৌড় দিল। সুনীল আর গৌরবও আর এক সেকেন্ড সেখানে দাঁড়াল না। তারা পাগলের মতো দৌড়ে কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এল এবং গাড়িতে উঠে সর্বশক্তি দিয়ে এক্সিলারেটর চেপে ওখান থেকে চম্পট দিল। তাদের মনে হতে লাগল, রোহিতের ঠান্ডা হাত যেন তাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। কুড়ি বছর আগের সেই পাপ আজ তাদের তাড়া করতে করতে কবরের মুখ পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

একশ আটতম অধ্যায়: গুজবের মায়াজাল

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। মুম্বাই শহরের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় ড্রয়িংরুম—সবখানে এখন একটাই আলোচনা: রোহিত চৌধুরীর আত্মা ফিরে এসেছে। সুনীল রায়, গৌরব সান্যাল আর রেশমা সিং যে মাঝরাত্রে ভূত দেখে আতঙ্কিত হয়ে জঙ্গল আর

কবরস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই খবরটা এখন আর গোপন নেই।

সুনীলরা নিজেদের ঘরে বসে ছটফট করছিল। তাদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। কুড়ি বছর তারা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিল, কোনোদিন তো কোনো ছায়া পর্যন্ত দেখেনি। তবে আজ হঠাৎ কেন? আর সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আত্মা কেবল তাদের তিনজন আর ধীরাজকেই দেখা দিচ্ছে। শহরের অন্য কেউ তো এমন অদ্ভুত কিছু দেখেনি। ধীরাজও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, কুড়ি বছর পর এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার পেছনে কোনো দৈব শক্তি আছে নাকি মানুষের কোনো নিপুণ পরিকল্পনা।

একশ নয়তম অধ্যায়: ঝড়ের পূর্বাভাস

অন্যদিকে, ক্রুশালের বাড়ির ভেতর এক ভিন্ন ঝড়ের প্রস্তুতি চলছিল। আশিকী যখন শহরের এই গুজবের কথা শুনল, তার চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সে হিরণ্ময় আর ক্রুশালের কাছ থেকে জেনেছে যে আকসার রাতে প্রায়ই বাইরে বের হয়। আশিকী জানে, বিজ্ঞান আর যুক্তির যুগে ভূত বলে কিছু হয় না। তবে কি আকসারই সেই সাদা পোশাক পরে রোহিতের আত্মা সেজে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে? কারণ, আকসারকে তো হুবহু রোহিতের মতোই দেখতে!

আশিকী যখন এসব ভাবছিল, ঠিক তখনই আকসার ঘরে ঢুকল। আশিকী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে ফেটে পড়ল।

"এসব কী শুনছি আমি আকসার?" আশিকী তীক্ষ্ণ স্বরে বলল। "পুরো শহর বলাবলি করছে তারা নাকি রোহিতের আত্মাকে দেখেছে। আর যারা দেখেছে, তারা সবাই তোমার চেনা মানুষ। এটা কি তোমার কাজ? তুমিই কি সেই আত্মা সেজে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছ?"

আকসার এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ আশিকী, আমিই করছি। আমি চাই ওরা ভয়ে সিঁটিয়ে যাক।"

একশ দশতম অধ্যায়: যন্ত্রণার বিস্ফোরণ

আশিকী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, "কেন? কেন করছ এসব? তুমি কি জানো তুমি কীসের সাথে খেলছ?"

আকসার এবার আশিকীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখে তখন এক প্রতিশোধের আগুন। সে বলল, "আশিকী, কুড়ি বছর আগে ওই লোকগুলো রোহিত আর হেলেনাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে আজ পর্যন্ত তারা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চাই ওদের মনের ভেতর সেই ভয়টা ঢুকিয়ে দিতে, যাতে ওরা নিজের মুখে স্বীকার করে যে ওরাই খুনি। আমি ওদের জেলের ঘানি টানাতে চাই।"

আশিকীর চোখে জল টলটল করছিল। সে ধিক্কার দিয়ে বলল, "শাস্তি? শাস্তি দিয়ে কী হবে আকসার? তুমি কি সেই রোহিতকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? তুমি কি হেলেনাকে ফিরে পাবে? আর এই নোংরামি করে কী লাভ? তুমি কি ভুলে গেছ ওরা আমাদের সেই গোপন ভিডিওটা রেকর্ড করেছে? আমি সেই অপমানে আজও মরে যাচ্ছি, আর তুমি ভূত সেজে খেলা করছ?"

আশিকী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে আকসারকে অনেক আজেবাজে কথা শোনাতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল আকসারের এই জেদ তাদের জীবনকে আরও সংকটে ফেলছে। রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আশিকী টেবিলের ওপর রাখা একটি ভারী কাঁচের ফুলদানি তুলে সজোরে ছুড়ে মারল।

"বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে! আমার আর কোনো কথা শোনার রুচি নেই!" বলতে বলতে আশিকী ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে লক্ষ্যই করল না, তার ছোড়া সেই ফুলদানিটি সরাসরি গিয়ে লেগেছে আকসারের কপালে।

একশ এগারোতম অধ্যায়: রক্তিম নীরবতা

ফুলদানিটা সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আকসার টাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে গেল। তার কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল। আকসার মাথায় হাত দিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল, কিন্তু তার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আশিকী তখন ঘর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তার মনে প্রচণ্ড অভিমান আর রাগ। সে টেরই পেল না যে, যার ওপর রাগ করে সে ঘর ছেড়েছে, সে এখন নিজের ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। ক্রুশাল বা হিরণ্ময়ও তখন বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির সেই নির্জন ঘরে আকসার একাকী লড়তে লাগল যন্ত্রণার সাথে।

মায়ানগরীর অন্ধকার রাতে এক নতুন ট্র্যাজেডি কি তবে শুরু হলো? আকসারের এই রক্তাক্ত পরিণতি কি সুনীলদের কাজ সহজ করে দেবে?

একশ বারোতম অধ্যায়: মুখোশ ও মুখ

বাইরে বাগানের এক কোণে বসে আশিকী অঝোরে কাঁদছিল। তার চোখের জল যেন থামতেই চাইছিল না। ঠিক সেই সময় বাড়ি ফিরলেন ক্রুশাল আর হিরণ্ময়। অন্ধকার বাগানে কাউকে বসে কাঁদতে দেখে ক্রুশাল এগিয়ে এলেন।

"কে? আশিকী?" ক্রুশাল অবাক হয়ে ডাকলেন।

আশিকী মুখ তুলে তাকাল। তার দুচোখ লাল, গাল ভিজে একাকার। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ক্রুশালকে জাপটে ধরল। ডুকরে কেঁদে উঠে সে বলল, "দাদা! ও দাদা! আমি আর পারছি না... আমি আর এই অভিনয় সহ্য করতে পারছি না!"

'দাদা' শব্দটা শুনে ক্রুশালের সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কুড়ি বছর আগে তাঁর বোন হেলেনা ঠিক এভাবেই তাঁকে দাদা বলে ডাকত। ক্রুশালের চোখের সামনে হেলেনার সেই মায়াবী মুখটা ভেসে উঠল। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, "তুমি... তুমি আমাকে দাদা বললে? আশিকী, তুমি কি তবে...?"

আশিকী ক্রুশালের বুক থেকে মাথা তুলে হিরণ্ময় আর ক্রুশালের চোখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, "হ্যাঁ দাদা। আমিই তোমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া হেলেনা। আমিই হেলেনা শর্মা।"

হিরণ্ময় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্রুশালের চোখে তখন আনন্দ আর বিষাদের নদী বয়ে চলেছে। কিন্তু হেলেনার পরের কথাটি তাঁদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিল। হেলেনা বলল, "কিন্তু... আকসার তোমাদের সেই রোহিত নয়। আকসার অন্য কেউ।"

একশ তেরোতম অধ্যায়: ফ্ল্যাশব্যাক—স্মৃতির পাতা থেকে

হেলেনা বলতে শুরু করল সেই রাতের কথা, যা কেউ জানত না। ২০ বছর আগে সেই বাংলো যখন বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সবাই ভেবেছিল রোহিত আর হেলেনা ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে, বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে তারা একটি গোপন সুড়ঙ্গ বা ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। তারা মারাত্মক আহত হয়েছিল, পুড়ছিল তাদের শরীর। কিন্তু এক অজানা জীবনতৃষ্ণায় তারা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছায়।

এক দয়ালু পথচারী তাদের উদ্ধার করে অন্য একটি শহরের গোপন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দীর্ঘ চিকিৎসা চলে তাদের। হিরণ্ময় বা ক্রুশালের সাথে যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না, কারণ সুনীলরা তখনও তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সুস্থ হওয়ার পর রোহিত আর হেলেনা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা আর এই মুম্বাইয়ে ফিরবে না। তারা পালিয়ে অনেক দূরের এক শান্ত শহরে চলে যায়।

সেখানে তারা নাম ভাঁড়িয়ে এক নতুন জীবন শুরু করে। রোহিত ছিল প্রাণবন্ত, আর হেলেনা ছিল তার পৃথিবী। সেই শহরের মানুষগুলো ছিল খুব সহজ-সরল। তারা এই দুজনকে খুব ভালোবাসত। রোহিত আর হেলেনাও সেখানে সুখে-শান্তিতে পাঁচ-ছয়টি বছর কাটিয়ে দিল। কেউ জানত না তাদের অতীতের সেই কালরাত্রির কথা।

একশ চৌদ্দতম অধ্যায়: বিয়ের আগের সেই রক্তিম গোধূলি

দেখতে দেখতে রোহিত আর হেলেনার বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। সেই শহরের মানুষরাই ঠিক করেছিল তারা এই দুই অনাথের ধুমধাম করে বিয়ে দেবে। বিয়ের ঠিক আগের দিন বিকেলে রোহিত হেলেনাকে নিয়ে শহরের বাইপাসের ধারে সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিল। তারা ভাবছিল পরদিন থেকে তাদের জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

হঠাৎ শান্ত পরিবেশে বিষ ঢেলে দিল কতগুলো ভাড়াটে গুন্ডা। তারা হেলেনাকে ঘিরে ধরল। রোহিত নিজের জীবনের মায়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুন্ডাদের ওপর। এক অসম লড়াই চলছিল। হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে একটি গুলির শব্দ শোনা গেল। কেউ একজন ওপর দিক থেকে ফাঁকা আওয়াজ করেছিল। গুলির শব্দে গুন্ডাগুলো ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।

হেলেনা ভাবল বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু তখনই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। গুন্ডারা পালিয়ে যাওয়ার পর, আড়াল থেকে কেউ একজন সরাসরি রোহিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। গুলিটা সরাসরি রোহিতের বুকের একপাশে বিঁধল।

একশ পনেরোতম অধ্যায়: বিদায়ের সেই শেষ কথা

রোহিত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হেলেনা চিৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরল। **"রোহিত! চোখ খোল রোহিত! তুমি কথা দাও আমাকে ছেড়ে যাবে না!"**

হেলেনা কোনোমতে রক্তমাখা রোহিতকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে রোহিত যন্ত্রণায় নীল হয়েও হেলেনার হাতটা ধরল। সে ফিসফিস করে বলল, **"হেলেনা... কাঁদিস না। হয়তো আমাদের ভাগ্য এভাবেই লেখা ছিল। তোকে একটা কথা দিচ্ছি... আমি না থাকলেও কেউ একজন আসবে যে তোকে আগলে রাখবে। তুই অন্য কাউকে বিয়ে করিস... ভালো থাকিস। এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।"**

হেলেনার আর্তনাদে হাসপাতালের দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল। কিন্তু রোহিত আর কথা বলল না। সে হেলেনাকে একলা রেখে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

একশ ষোলোতম অধ্যায়: বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা

হেলেনা **(আশিকী)** কাঁদতে কাঁদতে বলল, **"রোহিত মারা যাওয়ার পর আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তখনই আমার জীবনে আকসার আসে। সে অন্য কেউ, কিন্তু রোহিতের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে সে আমার হাত ধরেছে। আর আকসারের চেহারা হুবহু রোহিতের মতো হওয়াটা আমাদের জন্য এক তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়াল। আমরা ঠিক করলাম মুম্বাই ফিরব এবং সুনীলদের শেষ করে দেব। কিন্তু আকসার কোনোদিন আমার ওপর রোহিতের জায়গা নিতে চায়নি। সে কেবল আমার রক্ষক হিসেবে কাজ করছে।"**

হিরণ্ময় আর ক্রুশালের চোখের জল তখন বাঁধ মানছে না। যে ভাইকে হিরণ্ময় জ্যান্ত ভেবেছিলেন, সে আসলে বহু বছর আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আকসার কে? আর সে কেন নিজের জীবন বাজি রেখে হেলেনার সাথে এই প্রতিশোধের খেলায় মেতেছে?

হেলেনা তখনও জানত না, সে যখন বাইরে কাঁদছিল, তখন ভেতরে আকসার রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার সেই ছোড়া ফুলদানিটিই কি তবে আকসারের জীবনের ওপর কালো মেঘ নিয়ে এল?

একশ সতেরোতম অধ্যায়: বিষণ্ণতার এক বছর

রোহিতের মৃত্যুর পর হেলেনার জগতটা যেন এক লহমায় তমসায় ঢেকে গেল। যে হাসিখুশি মেয়েটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছিল, সে নিজেকে বন্দি করে ফেলল চার দেওয়ালের মাঝে। দীর্ঘ একটা বছর সে সূর্যোদয় দেখেনি, কারো সাথে একটি কথাও বলেনি। ঘরের কোণে রোহিতের সেই রক্তমাখা স্মৃতির দহন আর একাকীত্বই ছিল তার নিত্যসঙ্গী। সবাই ভেবেছিল হেলেনা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু নিয়তি তার জন্য অন্য কোনো চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিল।

একশ আঠারোতম অধ্যায়: সুরের মায়ায় এক অলৌকিক দৃশ্য

এক বছর পর একদিন হেলেনার কানে এল শহরের বড় ময়দানে একটি গানের স্টেজ শো হচ্ছে। প্রতিবেশী মহিলারা বলাবলি করছিল— "জানো হেলেনা, যে ছেলেটা গান গাইতে এসেছে, তাকে দেখতে হুবহু তোমার সেই রোহিতের মতো!"

প্রথমে হেলেনা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু মনের গহীনে এক সুপ্ত আশা নিয়ে সে সেই স্টেজ শোর ভিড়ে গিয়ে দাঁড়াল। মঞ্চে আলো জ্বলে উঠতেই হেলেনার নিঃশ্বাস যেন থমকে গেল। গিটারে সুর তুলে যে সুদর্শন যুবকটি গান গাইছে, সে যেন স্বয়ং রোহিত! তার হাসি, তার চাউনি, তার কণ্ঠের সেই গভীরতা—সবই রোহিতের মতো। হেলেনা চোখের পলক ফেলতে পারছিল না। তার মনে হলো রোহিত কি তবে মরেনি? সে কি তবে ফিরে এসেছে?

একশ উনিশতম অধ্যায়: আকসার—এক নতুন পরিচয়

শো শেষ হওয়ার পর হেলেনা পাগলের মতো গ্রিনরুমের দিকে ছুটে গেল। যুবকটির মুখোমুখি হয়ে সে শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। যুবকটি স্মিত হেসে এগিয়ে এল।

"আমার নাম আকসার," যুবকটি বলল। "আমি জানি আপনি কেন এভাবে তাকিয়ে আছেন। এই শহরের অনেকেই বলছে আমাকে নাকি কার মতো দেখতে। আসলে আমি পেশায় একজন **B.D.O**। গান গাওয়া আমার প্যাশন, তাই সময় পেলে আমি এমন শো করি।"

হেলেনা ঘোরের মধ্যে তার সাথে কথা বলতে শুরু করল। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই তাদের দেখা হতো। হেলেনা তার জীবনের সমস্ত কালো অধ্যায়, সুনীলদের চক্রান্ত আর সেই বাইপাসের ধারে রোহিতের নিথর হয়ে যাওয়ার গল্প আকসারকে খুলে বলল। আকসার স্থির হয়ে সব শুনত। তাদের মধ্যে গড়ে উঠল এক গভীর অথচ নিঃশব্দ বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

একশ কুড়িতম অধ্যায়: একটি বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও নতুন নাম

কয়েকমাস পর আকসার হেলেনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কিন্তু হেলেনা তখনও রোহিতের স্মৃতিতে ডুবে আছে। সে বুঝতে পারছিল রোহিতের শেষ ইচ্ছা ছিল হেলেনা যেন একা না থাকে। সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই হেলেনা অনেকটা যন্ত্রের মতো আকসারকে বিয়ে করতে রাজি হলো।

বিয়ের পর আকসার হেলেনাকে এক নতুন পরিচয় দিল। সে তাকে ডাকতে শুরু করল 'আশিকী' নামে। সেই থেকে সবার কাছে সে হেলেনা নয়, বরং আশিকী হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসলেও হেলেনার হৃদয়ে ছিল শুধুই রোহিত। সে আজও বিশ্বাস করে রোহিত কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে। তাই সে কখনো রোহিতের ছবিতে মালা দেয়নি, কারণ মালা তো মৃতদের ছবিতে দেওয়া হয়।

একশ একুশতম অধ্যায়: নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অমীমাংসিত রহস্য

আকসার সব জানত। সে জানত যে তার স্ত্রী তাকে নয়, বরং তার চেহারার আড়ালে থাকা অন্য একজনকে ভালোবাসে। তবুও সে কখনো আশিকীর কাছে স্বামী হিসেবে কোনো অধিকার দাবি করেনি। সে কেবল আশিকীর ছায়া হয়ে পাশে ছিল, তাকে আগলে রেখেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আজও হেলেনা বা আশিকীকে তাড়া করে ফেরে। সেই দিন বাইপাসের ধারে কে গুলি চালিয়েছিল রোহিতের ওপর? সুনীলরা কি সেখানেও পৌঁছে গিয়েছিল? নাকি অন্য কেউ ছিল সেই আড়ালে থাকা খুনি? এই অমীমাংসিত রহস্যের উত্তর আজও সে পায়নি।

ফ্ল্যাশবুক সমাপ্ত

বাগানে বসে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়কে এই দীর্ঘ ইতিহাস শুনিয়ে আশিকী আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। "দাদা, হিরণ্ময় দা, আমি আজ রাগের মাথায় আকসারকে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও তো কেবল আমার রক্ষক হিসেবে সবটা সহ্য করছে।"

একশ বাইশতম অধ্যায়: শোকের ছায়া ও কঠিন শপথ

হেলেনার মুখে রোহিতের মৃত্যুর খবর শোনার পর ক্রুশাল আর হিরণ্ময় যেন পাথর হয়ে গেলেন। হিরণ্ময় দেয়ালে হেলান দিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। তাঁর একমাত্র ভাই, যাকে তিনি ২০ বছর ধরে খুঁজেছেন, সে বহু আগেই এক অচেনা শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে—এই সত্যটা হিরণ্ময়ের ডাক্তার হৃদয়ে এক অপূরণীয় ক্ষত তৈরি করল।

ক্রুশালের চোখের জল তখন বাঁধ মানছে না। নিজের বোনের কান্না আর ভাইয়ের মতো প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর ক্রুশাল নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি হেলেনার মাথায় হাত রেখে বললেন, "হেলেনা, আমরা বুঝতে পারছি তুই কীসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস। রোহিতকে হয়তো আমরা কোনোদিন ফিরে পাব না, কিন্তু এখন আকসার তোর স্বামী। তুই কি ওকে একটুও ভালোবাসতে পারবি না?"

হেলেনা চোখের জল মুছে শক্ত গলায় বলল, "না দাদা। এই হৃদয়ে শুধু রোহিতের জায়গা। আকসার আমার অনেক বড় উপকার করেছে, ও আমার রক্ষক, কিন্তু ভালোবাসার কথা আমি ভাবতে পারি না। আর ও যে এখন রোহিতের আত্মা সেজে সুনীলদের ভয় দেখাচ্ছে, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি চাই ওদের সরাসরি পুলিশে দিতে।"

একশ তেইশতম অধ্যায়: অদৃশ্য যুদ্ধের রণকৌশল

হিরণ্ময় এবার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে এখন শোকের বদলে জ্বলছে ধিকিধিকি আগুন। তিনি হেলেনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হেলেনা, আকসার যা করছে একদম ঠিক করছে। আমাদের সবার উচিত ওকে সাহায্য করা। কুড়ি বছর আগে ওরা তোমাদের খুনের চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পুলিশে দিলে ওরা আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।"

ক্রুশাল যোগ করলেন, "ঠিক তাই। ওদের মনের ভেতর এমন ভয় ঢোকাতে হবে যাতে ওরা নিজেরাই নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে। ওরা যখন বিশ্বাস করবে যে মরা মানুষ ফিরে এসেছে, তখনই ওরা ভেঙে পড়বে। হেলেনা, শুধু আকসার কেন? তোকেও এবার হেলেনার আত্মা সেজে ওদের সামনে দাঁড়াতে হবে।"

হেলেনা অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকাল। হিরণ্ময় বললেন, "হ্যাঁ হেলেনা। একা রোহিত নয়, যখন ওরা দেখবে রোহিত আর হেলেনা দুজনেই অশরীরী হয়ে ওদের তাড়া করছে, তখন ওরা নিজেদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। আমাদের এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে ওরা কোনো ওঝা বা তান্ত্রিকের কাছে সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। আর তখনই শুরু হবে আমাদের আসল খেলা।"

একশ চব্বিশতম অধ্যায়: ওঝার ফাঁদ ও সাবধানবার্তা

ক্রুশাল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "তবে মনে রাখিস, এই কাজটা বড্ড বিপজ্জনক। সুনীল আর গৌরব বড্ড ধূর্ত। ওরা যদি একবারও বুঝতে পারে যে এটা কোনো অলৌকিক ঘটনা নয় বরং একটা সুপরিকল্পিত অভিনয়, তবে আমাদের সব পরিকল্পনা ধুলোয় মিশে যাবে। আমাদের চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মায়ানগরীর এই শয়তানদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো রোহিত বা হেলেনার সাথে এমন করার সাহস তারা না পায়।"

হিরণ্ময় ক্রুশালের কথায় সায় দিলেন। "হ্যাঁ, ওদের তিল তিলে মারতে হবে। ওদের সেই পৈশাচিক আনন্দকে এখন আতঙ্কে বদলে দেওয়ার সময় এসেছে। আকসারকে এই লড়াইয়ে আমাদের পুরোপুরি সমর্থন দিতে হবে।"

কথাগুলো শেষ করে ক্রুশাল আর হিরণ্ময় দ্রুত ঘরের দিকে রওনা দিলেন। তাদের এখন দেখতে হবে আকসারের অবস্থা কতটা গুরুতর। আর হেলেনা (আশিকী) একা বাগানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—তবে কি এবার তাকেও নিজের অস্তিত্ব লুকিয়ে এক মৃত আত্মার ছায়া হয়ে সুনীলদের সামনে দাঁড়াতে হবে?

প্রতিশোধের এই খেলায় এক চূড়ান্ত উত্তেজনার দিকে মোড় নিল।

একশ পঁচিশতম অধ্যায়: অনুশোচনার অশ্রুধারা

বাগানে দাঁড়িয়ে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়কে সব সত্যি বলার পর আশিকীর মনের বোঝা কিছুটা হালকা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আকসারকে বলা রূঢ় কথাগুলো তীরের মতো তার নিজের বুকেই বিঁধছিল। সে ভাবল, আকসার তো কেবল তাকে সাহায্য করতে চেয়েছে, তার কোনো স্বার্থ ছিল না। অপরাধবোধে দগ্ধ হয়ে আশিকী ধীর পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল আকসারের কাছে ক্ষমা চাইতে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই আশিকীর চিৎকার গলাতেই আটকে গেল। সে দেখল আকসার মেঝের ওপর নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে চাদর আর মেঝে লাল হয়ে গেছে। পাশে পড়ে আছে সেই ফুলদানির ভাঙা টুকরোগুলো।

আশিকীর মনে পড়ে গেল, কয়েক মিনিট আগে রাগের মাথায় সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফুলদানিটা পেছনের দিকে ছুড়ে মেরেছিল। সে ভাবতেও পারেনি সেই মরণঘাতী আঘাত আকসারের কপালে লাগবে।

হেলেনা চমকে উঠল। এতক্ষণের অভিমান মুহূর্তেই আতঙ্কে বদলে গেল। সে যখন ঘরের

ভেতর ঢুকল, দেখল আকসার মেঝের ওপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তার কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে ঘরের মেঝে লাল হয়ে গেছে।

হেলেনা তখন দ্রুত বাইরের দিকে ছুটলেন। "দাদা, হিরন্ময় দা, আকসার ঘরের ভেতর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে! আমি ওর ওপর ফুলদানি ছুড়ে মেরেছিলাম!"

"আকসার! আকসার চোখ খোলো!" আশিকী পাগলের মতো তার পাশে বসে পড়ল। সে আকসারের মাথায় হাত দিয়ে তাকে ডাকার চেষ্টা করল, কিন্তু আকসার গভীর অচৈতন্য।

আশিকী কাঁদতে শুরু করল। "এ আমি কী করলাম? আজ আমার এই জেদ আর রাগের জন্য মানুষটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। রোহিত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আজ কি তবে আমার ভুলের জন্য আকসারও চলে যাবে? না, আমি আর কাউকে হারাতে পারব না। আমি তোমাকে যেতে দেব না আকসার... কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

আশিকীর অবচেতন মন থেকে আজ সত্যিটা বেরিয়ে এল। রোহিতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও, গত কয়েক বছরে আকসারের নিঃস্বার্থ সেবা আর ভালোবাসা নিঃশব্দে তার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

একশ ছাব্বিশতম অধ্যায়: স্পর্শের যাদু ও নীরব মিলন

আশিকী যখন ডুকরে কাঁদছিল, তখন তার চোখের দু-ফোঁটা তপ্ত জল টুপ করে পড়ল আকসারের বন্ধ চোখের পাতার ওপর। সেই স্পর্শে যেন কোনো যাদু ছিল। আকসার খুব ধীরে তার চোখ মেলল। আবছা দৃষ্টিতে সে দেখল আশিকী তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

আশিকী যখন হিরণ্ময়কে ডাকার জন্য উঠতে চাইল, আকসার তার হাতটা শক্ত করে ধরল। "না... কোথাও যেও না। আমি ঠিক আছি," আকসারের গলার স্বর খুব ক্ষীণ কিন্তু তাতে এক অদ্ভুত অধিকারবোধ ছিল।

আকসারের জ্ঞান ফিরে আসায় আশিকীর ধড়ে প্রাণ ফিরল। সে তাড়াতাড়ি তুলো আর ওষুধ নিয়ে এল। অতি মমতায় সে আকসারের কপালের রক্ত মুছে দিল এবং খুব সাবধানে সেখানে ব্যান্ডেজ করে দিল। আকসার অপলক দৃষ্টিতে আশিকীর দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মনে মনে ভাবল, "আশিকী আজ নিজের মুখে স্বীকার করেছে সে আমাকে ভালোবাসে। হয়তো ও লজ্জায় বা রোহিতের প্রতি অনুরাগের কারণে সেটা মানতে চায় না, কিন্তু আজ ওর চোখের জল সব বলে দিয়েছে।"

আশিকী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে বলল, "আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কোনোদিন তোমার সাথে এমন ব্যবহার করব না।"

একশ সাতাশতম অধ্যায়: প্রতিশোধের নতুন মৈত্রী

পরিবেশটা একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর আশিকী বলল, "আকসার, আমি আজ দাদা আর হিরণ্ময় দাকে আমাদের সব সত্যি কথা বলে দিয়েছি। আমাদের অতীত, রোহিতের মৃত্যু—সবই এখন ওনারা জানেন।"

আকসার একটু অবাক হলেও আশিকীর সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিমত করল না। আশিকী এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যা করছ তা একদম ঠিক। শুধু রোহিতের আত্মা নয়, এবার থেকে হেলেনার আত্মাও ওদের ছায়ার মতো তাড়া করবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমরা দুজনে মিলে ওদের জীবনটা নরক বানিয়ে দেব, যতক্ষণ না ওরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করছে।"

আকসারের ঠোঁটে এক বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। সে আশিকীর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, "তবে তাই হোক। কাল রাত থেকে মায়ানগরী দেখবে এক মৃত প্রেমিক-প্রেমিকার অশরীরী তাণ্ডব। সুনীল, গৌরব আর রেশমা—ওদের ফেরার সব পথ এবার বন্ধ হবে।"

বিছানায় বসে দুই অসম যোদ্ধা এবার একে অপরের চোখের দিকে চাইল। একদিকে হারানো প্রেমের বেদনা, অন্যদিকে নতুন করে গড়ে ওঠা ভালোবাসা—আর সবকিছুর ওপরে প্রতিশোধের এক ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা। এবার এক চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগোতে শুরু করল।

একশ আটাশতম অধ্যায়: হেলেনার অশরীরী প্রবেশ

রাত তখন নিঝুম। মুম্বাইয়ের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে রেশমা অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের জানলাটা দড়াম করে খুলে গেল। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে রেশমার ঘুমটা ভেঙে গেল। সে চোখ মেলেই আতঙ্কে জমে গেল।

বিছানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়া। পরনে সেই সাদা পোশাক, মুখটা কুয়াশার মতো ঝাপসা কিন্তু চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে। সেই চেনা অবয়ব—হেলেনা!

"রেশমা... তোকে নিতে এসেছি..." এক অলৌকিক গম্ভীর স্বরে ফিসফিস করে উঠল সেই আত্মা।

রেশমা চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছিল না। সে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর সেই ছায়াটি জানলার ধোঁয়ার সাথে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল। রেশমা টলতে টলতে ফোন তুলে সুনীল আর গৌরবকে ডায়াল করল।

"সুনীল দা! হেলেনা... হেলেনাও ফিরে এসেছে! ও আজ আমার ঘরে এসেছিল!" রেশমার গলার স্বর আতঙ্কে কাঁপছিল।

একশ ঊনত্রিশতম অধ্যায়: অন্ধকারের বিভীষিকা

পরের কয়েকটা দিন সুনীল, গৌরব আর রেশমার জন্য নরকবাসের মতো হয়ে দাঁড়াল। আগে শুধু রোহিতের আত্মা ভয় দেখাত, এখন সাথে যোগ হয়েছে হেলেনা। কোনোদিন ডাইনিং টেবিলের তলায়, কোনোদিন বারান্দার কোণে, আবার কোনোদিন গাড়ির পেছনের সিটে তারা সেই দুই মৃত প্রেমিক-প্রেমিকার ছায়া দেখতে পাচ্ছিল।

সুনীল যে কতটা প্রভাবশালী এম.এল.এ, তা সে এখন নিজেও ভুলে গেছে। গৌরবের আইনের বই এখন এই অলৌকিক আতঙ্কের সামনে অকেজো। তারা তিনজনই এখন মানসিক ভারসাম্য হারানোর পথে।

সুনীল দেয়ালে মুষ্ঠাঘাত করে বলল, "এভাবে চললে আমরা পাগল হয়ে যাব। কোনো মানুষ হলে লড়া যেত, কিন্তু জ্যান্ত লাশের সাথে লড়ব কীভাবে? আমাদের কোনো বড় ওঝা বা তান্ত্রিকের সাহায্য নিতেই হবে।"

তারা হন্যে হয়ে ওঝা খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোনো নামী তান্ত্রিক এই কেস নিতে সাহস পাচ্ছিল না। তাদের মনের অবস্থা তখন চূড়ান্ত বিপর্যস্ত।

একশ ত্রিশতম অধ্যায়: ছদ্মবেশী যমদূত

ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল ক্রুশাল আর হিরণ্ময়। একদিন দুপুরে সুনীল, গৌরব আর রেশমা যখন বিমর্ষ মুখে গাড়িতে করে ফিরছিল, তারা রাস্তার এক মোড়ে এক বিচিত্র মানুষকে দেখতে পেল।

পরনে গেরুয়া বসন, কপালে লম্বা তিলক, জট পাকানো চুল আর হাতে একটি বড় পিতলের লাঠি। মানুষটির চোখ দুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। লোকটির নাম ও পরিচয় কেউ জানে না, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে অনেক সাধনা করা কোনো ওঝা। আসলে এই লোকটিই হলেন ছদ্মবেশী ক্রুশাল শর্মা। তিনি নিজের অবয়ব এমনভাবে বদলেছেন যে হিরণ্ময়ও প্রথমবার দেখে চিনতে পারেননি।

গৌরব গাড়ি থামিয়ে বলল, "সুনীল দা, দেখুন! এই ওঝাকে দেখে তো বেশ ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে। একবার ডেকে দেখব?"

সুনীল আর দেরি না করে ক্রুশালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "মহারাজ, আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের পেছনে অশুভ আত্মা লেগেছে। কুড়ি বছর আগের দুই কঙ্কাল আমাদের ছায়ার মতো তাড়া করছে।"

ক্রুশাল (ওঝার ছদ্মবেশে) গম্ভীর স্বরে হাসলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এমনভাবে বদলে গেছে যে চেনার কোনো উপায় নেই। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের অশান্তি টের পাচ্ছি বৎস। পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে মৃতেরা কবরের মাটি সরিয়ে উঠে আসে। তবে ভয় নেই, আমার মন্ত্রের সামনে কোনো ভূত টিকতে পারবে না।"

একশ একত্রিশতম অধ্যায়: যজ্ঞের মরণফাঁদ

সুনীলরা যেন হাতে চাঁদ পেল। তারা ক্রুশালকে পরম শ্রদ্ধায় নিজেদের প্রাসাদে নিয়ে এল। রেশমা হাতজোড় করে বলল, "বাবা, অনেকদিন ধরে আমরা ওঝা খুঁজছি। আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমরা ধন্য। এই ভূতদের আমাদের জীবন থেকে চিরতরে সরিয়ে দিন।"

ক্রুশাল চারপাশটা ভালো করে লক্ষ্য করলেন। তাঁর বুকের ভেতরে তখন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। তিনি বললেন, "সাধারণ ঝাড়ফুঁকে এদের সরানো যাবে না। আজ রাতে যখন ওই আত্মারা আসবে, ঠিক সেই সময় বাড়ির মাঝখানে একটি বিশেষ 'মহাযজ্ঞ' করতে হবে। সেই আগুনের ধোঁয়ায় আত্মারা বাধ্য হবে তাদের পরিচয় দিতে এবং ফিরে যেতে।"

সুনীলরা সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। তারা ভাবতেও পারল না যে যাকে তারা ভূত তাড়াতে এনেছে, সে আসলে সেই ভূতেরই রক্ষক।

ক্রুশাল মনে মনে হাসলেন, "যজ্ঞের আগুন তো জ্বলবেই সুনীল। কিন্তু সেই আগুনে তোরা নিজেদের পাপ স্বীকার করবি, নাহলে সেই আগুনেই তোদের সব দম্ভ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

মায়ানগরীর সেই রাতে শুরু হতে চলেছে সবচাইতে বড় খেলা। দাউদাউ করে জ্বলবে যজ্ঞের আগুন, আর সেই আগুনের ছায়ায় মুখোমুখি হবে বর্তমান আর বীভৎস অতীত।

একশ বত্রিশতম অধ্যায়: আগুনের খেলা ও মায়ার জাল

রাত ঠিক বারোটা। সুনীল রায়ের ড্রয়িংরুমের মাঝখানে বিশাল যজ্ঞকুণ্ড সাজানো হয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে, আর ধোঁয়ায় পুরো ঘরটা এক রহস্যময় রূপ নিয়েছে। ছদ্মবেশী ক্রুশাল (ওঝা) যজ্ঞের সামনে বসে বিড়বিড় করে কিছু অর্থহীন অথচ গম্ভীর মন্ত্রপাঠ করছেন। তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ হাবভাব দেখে সুনীল, গৌরব আর রেশমা পাথরের মতো হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ যজ্ঞের আগুনটা নীলচে হয়ে উঠল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের এক কোণে ফুটে উঠল সেই দুই ছায়া—রোহিত আর হেলেনা। কুড়ি বছর আগের সেই অবয়ব আজ যেন আরও স্পষ্ট। তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখা গেল তাদের ঠোঁট নড়ছে। তারা যেন কিছু বলছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

সুনীলরা নিজেদের কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। এক অস্থির গুমোট নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে কয়েক মিনিট পার হওয়ার পর আত্মারা হঠাৎ ধোঁয়ার সাথে মিলিয়ে গেল।

একশ তেত্রিশতম অধ্যায়: অন্তর্যামী ওঝার অমোঘ বাণী

যজ্ঞ শেষ হতেই সুনীল হামাগুড়ি দিয়ে ওঝার (ক্রুশাল) পায়ের কাছে এল। "বাবা! ওটা কী ছিল? ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছিল, কিন্তু আমরা তো কিছুই শুনতে পেলাম না! আপনি কি শুনতে পেয়েছেন?"

গৌরব আর রেশমাও কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল। ক্রুশাল এক গম্ভীর এবং রহস্যময় হাসি হাসলেন। তিনি নিজের লাঠিটা সজোরে মেঝের ওপর ঠুকে বললেন, "মূর্খ! আত্মাদের ভাষা কি সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছাতে পারে? ওটা শোনার জন্য সাধনা লাগে, অন্তর্দৃষ্টি লাগে। আমি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই ওদের হৃদয়ের হাহাকার আমার কাছে আর্তনাদ হয়ে বাজছে।"

রেশমা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, "বলুন বাবা, ওরা কী বলতে চায়? কেন ওরা আমাদের পিছু ছাড়ছে না?"

একশ চৌত্রিশতম অধ্যায়: চূড়ান্ত আল্টিমেটাম

ক্রুশাল আগুনের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি কোনো দৈব বাণী প্রচার করছেন। "শোনো বৎস, এই আত্মারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ওরা শান্তিতে যেতে পারছে না কারণ ওদের ওপর হওয়া পৈশাচিক অন্যায়ের বিচার এখনও হয়নি।"

সুনীল ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "বিচার? মানে ওরা কী চায়?"

ক্রুশাল তাঁর তীব্র দৃষ্টি সুনীলের ওপর স্থির করে বললেন, "ওরা চায়—যারা ওদের জীবনের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে, সেই খুনিরা যেন প্রকাশ্যে ওদের কাছে নিজেদের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চায়। যদি তারা অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশ্বের কোনো শক্তি, কোনো মন্ত্র বা কোনো ওঝা এই আত্মাদের এখান থেকে সরাতে পারবে না। ওরা তোমাদের তিল তিলে শেষ করে দেবে, তোমাদের রক্ত চুষে খাবে। ক্ষমা না চাইলে তোমাদের নিস্তার নেই!"

সুনীল আর গৌরব একে অপরের দিকে তাকাল। রেশমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওঝা এমন কথা বলবে।

একশ পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়: প্রস্থানের পরে অবশিষ্ট আতঙ্ক

ক্রুশাল নিজের ঝুলির ভেতর থেকে কিছু ছাই নিয়ে তাদের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "আজকের মতো আমি গেলাম। ওরা আবার আসবে। যেদিন তোমরা সত্যিটা স্বীকার করার হিম্মত পাবে,

সেদিন আমায় ডেকো। মনে রেখো, কাল সর্প কিন্তু তোমাদের দরজায় ফণা তুলে আছে।"

ক্রুশাল ধীর পায়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুনীল, গৌরব আর রেশমা তখন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। তারা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে এই 'বাবা' আসলে ক্রুশাল শর্মা, যিনি তাঁদের কুড়ি বছর আগেকার পাপের খতিয়ান মেলাতে এসেছেন।

রেশমা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "সুনীল দা! আমরা কী করব? আমরা যদি স্বীকার করি, তবে তো জেল হবে। আর যদি না করি, তবে এই আত্মারা আমাদের শেষ করে দেবে!"

সুনীল কোনো উত্তর দিতে পারল না। তার দম্ভ আজ ধুলোয় মিশে গেছে। ওঝার কথাগুলো তার কানে ঘণ্টার মতো বাজছে। এখন এক চরম পরিণতির দিকে মোড় নিল—যেখানে একপাশে আইনি খাঁচা, অন্যপাশে অলৌকিক বিভীষিকা।

একশ ছত্রিশতম অধ্যায়: আকসারের বিদ্রুপ ও গৌরবের টলমল পা

মুম্বাইয়ের বাতাসে তখন ওঝার অলৌকিক ক্ষমতার গল্প দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যেই একদিন রাস্তার মোড়ে সুনীল, গৌরব আর রেশমার মুখোমুখি হলেন বিডিও সাহেব—আকসার। তাঁর ঠোঁটে সেই চিরচেনা বাঁকা হাসি।

আকসার ব্যঙ্গ করে বললেন, "কী মিস্টার রায়? আপনারা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন? ভূত-প্রেত থেকে একেবারে ওঝা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন? তা ওঝা বাবা আপনাদের কী জ্ঞান দিয়ে গেলেন? একটু আমাদেরও বলুন না, শুনি।"

সুনীল আর রেশমা চুপ থাকলেও গৌরব তখন ভয়ে নীল হয়ে আছেন। তিনি তোতলামি করে বললেন, "ওঝা... ওঝা বলেছে যে যারা রোহিত আর হেলেনাকে খুন করেছে, তারা যদি তাদের আত্মার কাছে ক্ষমা না চায়, তবে তারা আমাদের মুক্তি দেবে না।"

আকসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাতে আপনাদের এত ভয়ের কী আছে? আপনারা তো আর ওদের খুন করেননি! তবে কি চোরের মন পুলিশ পুলিশ?"

আকসারের সেই ভেদনকারী চাহনিতে গৌরব হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রায় বলেই ফেলছিলেন, "আসলে ওই রাতে আমরাই তো..."

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সুনীল সজোরে গৌরবের হাতে এক চিমটি কাটলেন। যন্ত্রণায় গৌরব চিৎকার করে থেমে গেলেন। সুনীল পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বললেন, "আকসার সাহেব, আপনি নিজের কাজ করুন। আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে মাথা না ঘামালে খুশি হব।"

আকসার এক রহস্যময় হাসি হেসে সেখান থেকে চলে গেলেন।

একশ সাইত্রিশতম অধ্যায়: রেশমার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ

আকসার চলে যেতেই সুনীল গৌরবের ওপর ফেটে পড়লেন। "তোর কি বুদ্ধি বলে কিছু নেই গৌরব? আর এক মুহূর্ত হলে তো সব শেষ করে দিচ্ছিলি! আকসারের সামনে খুনের কথা স্বীকার করা মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। মনে রাখবি, কুড়ি বছর আগেকার কোনো প্রমাণ নেই বলেই আমরা আজও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

এতক্ষণ রেশমা চুপচাপ সবটা বিশ্লেষণ করছিল। তার মাথায় তখন অন্য এক অংক চলছে। সে খুব শান্ত গলায় বলল, "সুনীল দা, গৌরব... তোমরা কি একবারও ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছ? কুড়ি বছর ধরে এই শহরে কোনো ভূত আসেনি। হঠাৎ এই আকসার আর আশিকী আসার পর থেকেই কেন ভূতের উপদ্রব শুরু হলো? আর ভূতেরা বেছে বেছে শুধু আমাদের কেন ভয় দেখাচ্ছে?"

গৌরব কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ওঝা তো বলল এটা ভৌতিক কাণ্ড..."

রেশমা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "ওঝা! এই বিশাল মুম্বাই শহরে হুট করে ওঝা কোত্থেকে এল? আর ওঝার কথাগুলো শোনো—সে ঘুরেফিরে আমাদের দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাতে চাইছে। আমার মনে হয়, ওঝা আসলে আকসারের লোক। তাকে টাকা দিয়ে সাজিয়ে আমাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।"

একশ আটত্রিশতম অধ্যায়: সাজানো খেলার পর্দা ফাঁস

সুনীল ভ্রু কুঁচকে রেশমার কথাগুলো শুনতে লাগল। রেশমা বলে চলল, "আসলে আকসার আর আশিকী নিজেরা রোহিত-হেলেনার আত্মা সাজছে আর আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। কোনো অলৌকিক শক্তি নয়, এটা ওদের একটা নিখুঁত চাল। ওরা জানে আইনের পথে আমাদের শাস্তি দেওয়া অসম্ভব, তাই ওরা আমাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে আমাদের মুখ থেকে সত্যিটা বের করতে চাইছে।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হেসে বলল, "ধীরাজকেও একদিন ভয় দেখিয়েছিল যাতে ও আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু শহরের সাধারণ মানুষ তো কোনো ভূত দেখছে না! এটা স্রেফ একটা অভিনয়, সুনীল দা। আকসার আর আশিকী আসলে আমাদের দিয়ে প্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করছে যাতে আমাদের জেলে পাঠাতে পারে।"

সুনীল এতক্ষণে বিষয়টা বুঝতে পারল। তার চোখেমুখে আবার সেই পুরনো নৃশংসতা ফিরে এল। "তার মানে এই বিডিও সাহেব আর তার স্ত্রী আমাদের সাথে নাটক করছে? খুব ভালো। ওরা যদি এই নোংরামি করতে পারে, তবে আমরাও এবার পালটা চাল চালব। ওরা আমাদের দিয়ে স্বীকারোক্তি নিতে চায়? তার আগে আমরাই ওদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেব।"

রেশমার এই আবিষ্কারে সুনীল আর গৌরবের ভেতরের ভয়টা নিমেষেই ঘৃণায় বদলে গেল। তারা বুঝতে পারল, তারা কোনো ভূতের সাথে নয়, বরং রক্ত-মাংসের দুই শত্রুর সাথে লড়ছে। এই দাবার ছকে এবার এক নতুন যুদ্ধের সূচনা হতে চলেছে।

একশ উনচল্লিশতম অধ্যায়: দেয়ালেরও কান আছে

সুনীল রায়ের ডেরায় যখন রেশমা অত্যন্ত নিপুণভাবে আকসার আর আশিকীর চালগুলো বিশ্লেষণ করছিল, তখন তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে ভাগ্যের চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। জানলার বাইরে অন্ধকার কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছায়া। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরী।

নিজের ভাই আর হেলেনার ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে তিনি আজ গোয়েন্দার ভূমিকা নিয়েছেন। ভেতরে যখন রেশমা বলছিল, "ওই ওঝাকে ধরলেই সব সত্যি বেরিয়ে আসবে," তখন হিরণ্ময়ের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। তিনি বুঝলেন, শত্রুরা এখন আর অন্ধকারে নেই; তারা আলোয় ফেরার পথ খুঁজে পেয়েছে। হিরণ্ময় নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলেন।

একশ চল্লিশতম অধ্যায়: মুখোশ যখন আলগা

হিরণ্ময় দ্রুত বাড়ি ফিরে ক্রুশাল, আকসার আর আশিকীকে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ডাকলেন। সবার চোখেমুখে এক তীব্র উত্তেজনা।

হিরণ্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমাদের সাবধান হতে হবে। রেশমা সবটা ধরে ফেলেছে। ও বুঝতে পেরেছে যে ভূত আর ওঝার এই পুরো নাটকটা তোমাদের সাজানো। ওঝা সেজে ক্রুশাল যদি আর একবারও ওদের সামনে যায়, তবে ওরা ওকেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ছক কষছে।"

ক্রুশাল চমকে উঠলেন। ওঝার ছদ্মবেশটা তাঁর খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন সেটা তাঁর মৃত্যুর ফাঁদ হতে পারে। আশিকী (হেলেনা) উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "তার মানে কি আমাদের সব পরিশ্রম বৃথা গেল? ওরা তো এখন ভয় পাওয়া বন্ধ করে দেবে!"

একশ একচল্লিশতম অধ্যায়: নতুন রণক্ষেত্র

আকসার গম্ভীরভাবে টেবিলের ওপর হাত রাখল। তার চোখে তখন বিডিও সাহেবের সেই প্রশাসনিক কাঠিন্য। সে বলল, "না আশিকী, ভয় ওরা পাবে। কিন্তু এবার অলৌকিক কোনো কারণে নয়, বরং বাস্তব পৃথিবীর কঠিন সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে। এতদিন কোনো প্রমাণ ছিল না বলে ওরা বেঁচে গেছে। কিন্তু এবার আমাদের এমন এক চাল চালতে হবে যাতে ওরা নিজেরাই নিজেদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরায়।"

আকসার হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "হিরণ্ময় দা, ওরা যেহেতু জানে না যে আপনি ওদের সব

কথা শুনে ফেলেছেন, তাই এটাই আমাদের সবচাইতে বড় সুযোগ। ওরা ভাবছে ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলবে, কিন্তু আমরা ওদের সেই পরিকল্পনাকেই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব।"

একশ বিয়াল্লিশতম অধ্যায়: প্রমাণের সন্ধানে

কুশল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ আকসার। তবে যা করতে হবে খুব সাবধানে। ওরা এখন প্রতিটা পদক্ষেপ মেপে ফেলবে। আমাদের এমন কোনো প্রমাণ জোগাড় করতে হবে যা কুড়ি বছর আগের সেই অগ্নিকাণ্ডের সাথে ওদের সরাসরি যুক্ত করে।"

আশিকী ধীর স্বরে বলল, "রোহিত আর হেলেনাকে ওরা খুন করেছিল—এই সত্যিটা ওদের মুখ থেকে না বের করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। কিন্তু এবার আর ওঝা নয়, আমাদের অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে। এমন কিছু, যা ওদের নিজেদের মধ্যে ফাটল ধরাবে।"

হিরণ্ময়, ক্রুশাল, আকসার আর আশিকী—চারজনে মিলে সেই গভীর রাতে এক নতুন নীল নকশা তৈরি করতে শুরু করলেন। তাঁরা জানতেন, সুনীল রায় একজন প্রভাবশালী এমএলএ, তাকে হাতেনাতে ধরতে হলে কেবল অভিনয়ের ওপর নির্ভর করলে চলবে না।

মায়ানগরীর নিস্তব্ধতায় জন্ম নিল এক নতুন ষড়যন্ত্র, যার লক্ষ্য কোনো অলৌকিক বিচার নয়, বরং আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত বিজয়। এই দাবার ছকে রাজা-রাণী এবার সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

একশ তেতাল্লিশতম অধ্যায়: ঝড়ের পরের নিস্তব্ধতা

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। মুম্বাইয়ের সেই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে এখন আর মাঝরাতে কান্নার শব্দ শোনা যায় না, দেওয়ালে কোনো অশরীরী ছায়াও ভেসে ওঠে না। রোহিত আর হেলেনার আত্মা যেন হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই রহস্যময় ওঝা, যাকে সুনীলরা যমদূত মনে করেছিল, সেও যেন কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে। শহরের কোথাও তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

সুনীল আর গৌরব সোফায় বসে বেশ আয়েশ করে পানীয়তে চুমুক দিচ্ছিল। গৌরব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সুনীল দা, ওই ওঝা লোকটা সত্যিই অন্তর্যামী ছিল। দেখুন, ও যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে আর কোনো উপদ্রব নেই। ভূতগুলো বোধহয় ওর মন্ত্রের চোটে নরকে ফিরে গেছে। অনেকদিন পর আজ একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারব।"

সুনীল মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক বলেছিস। আমরা মিছিমিছি লোকটাকে সন্দেহ করছিলাম। ও ছিল বলেই আজ আমরা আপদমুক্ত।"

একশ চুয়াল্লিশতম অধ্যায়: রেশমার অটল সন্দেহ

কিন্তু তাদের এই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। পাশের সোফায় বসে থাকা রেশমার মুখে কোনো হাসির রেখা নেই। সে তীক্ষ্ণ নজরে সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যে এই যুগে দাঁড়িয়ে এসব ওঝা-মন্ত্র বিশ্বাস করছ, এটা ভেবে আমার হাসি পাচ্ছে। কোনো ভূত ছিল না, আর কোনো ওঝাও ছিল না। সবটাই ছিল ওই আকসার আর আশিকীর সাজানো নাটক।"

গৌরব ভ্রু কুঁচকে বলল, "রেশমা, তুমি আবার শুরু করলে? ওঝা তো আমাদের চোখের সামনে যজ্ঞ করল, আর ভূতেরা তো ওঝার সামনেই হাত-পা নাড়ছিল।"

রেশমা তাচ্ছিল্য করে বলল, "হ্যাঁ, কারণ ওরাই সেই অভিনেতা ছিল। এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে এই ভয় দেখিয়ে আমাদের পেট থেকে কথা বের করা যাবে না, তাই ওরা এখন নতুন কোনো বড় চাল চালার জন্য আড়ালে চলে গেছে। তোমরা যে কেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছ, আমি জানি না।"

একশ পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়: একটি গোপন ইশারা

সুনীল এবার নড়েচড়ে বসল। সে রেশমার চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "রেশমা, তুমি কি কিছু জানতে পেরেছ? তুমি কি আমাদের না জানিয়ে গোপনে কোনো খোঁজখবর নিচ্ছ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি খুব নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে চাইছ।"

রেশমা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তার ঠোঁটের কোণে একটা কথা এসেও যেন আটকে গেল। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। "না... আমি... আসলে আমার মনে হয়..." রেশমা কথাটি অসম্পূর্ণ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"অনেক রাত হয়েছে, আমাকে এখন নিজের বাড়ি ফিরতে হবে," রেশমা দ্রুত নিজের ব্যাগটা তুলে নিল। "তোমরা যা ভালো মনে করো করো, কিন্তু মনে রেখো শত্রু কিন্তু ঘুমাচ্ছে না।"

এই বলে রেশমা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৌরব অবজ্ঞার সুরে বলল, "ভূতের ভয় পেয়ে বোধহয় রেশমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। যা নয় তাই বলছে।"

একশ ছেচল্লিশতম অধ্যায়: অবিশ্বাসের নতুন বীজ

সুনীল কিন্তু গৌরবের কথায় কান দিচ্ছিল না। সে জানালার পর্দা সরিয়ে রেশমার চলে যাওয়া দেখছিল। সুনীলের ধূর্ত রাজনৈতিক মস্তিষ্ক তাকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে কোথাও কোনো বড়

ভুল হচ্ছে।

সুনীল বিড়বিড় করে বলল, "গৌরব, রেশমা কিছু একটা বলতে গিয়েও চেপে গেল। ও কোনো কিছু জানে যা আমাদের বলছে না। রেশমা চিরকালই খুব ধূর্ত। ও কি আমাদের পাশ কাটিয়ে একা একা কোনো পরিকল্পনা করছে? ও কি আকসারদের সাথে কোনো গোপন সমঝোতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে?"

গৌরব অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন সুনীল দা! রেশমা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এই দুনিয়ায় কেউ কারো নয়। আজ রাতে আমি রেশমার বাড়ির বাইরে লুকিয়ে থাকব। দেখব ও কার সাথে দেখা করে বা কোথায় যায়। রেশমার ওপর নজর রাখা এখন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। এমনিতেই কয়েকদিন ধরে ওর হাবভাব আমার মোটেও সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

মায়ানগরীর নিস্তব্ধ রাতে এবার এক নতুন ষড়যন্ত্রের জন্ম হলো। একদিকে আকসার-আশীকীর প্রতিশোধের জাল, অন্যদিকে খলনায়কদের নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাসের লড়াই। সুনীল কি পারবে রেশমার গোপন রহস্য ভেদ করতে? নাকি এই রাত কোনো নতুন ট্র্যাজেডির সাক্ষী হবে?

একশ সাতচল্লিশতম অধ্যায়: অন্ধকারের গোপন যাত্রী

রাত তখন গভীর। মায়ানগরীর আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সুনীল রায় অত্যন্ত সন্তর্পণে গৌরবকে নিজের বাড়িতে রেখে রেশমার ফ্ল্যাটের সামনে এসে একটি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তার মনে তখন সন্দেহের বিষ।

ঠিক রাত দুটোর সময় ধীরাজ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে, রেশমা চোরের মতো পা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সে বারবার চারপাশটা দেখে নিচ্ছিল। সুনীল নিজেকে পাথরের মতো স্থির করে রাখল। রেশমা গলি থেকে বেরোতেই একটি হলুদ ট্যাক্সিতে উঠে বসল। সুনীলও আর দেরি না করে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল রেশমার গাড়িটিকে অনুসরণ করতে।

রাস্তার আলোগুলো এক এক করে নিভে যাচ্ছে। সুনীলের ট্যাক্সিটা রেশমার ট্যাক্সিকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ধাওয়া করতে লাগল। সুনীল ভাবল, "রেশমা, তুই আমাদের সাথে এত বড় খেলা খেলছিস? এত রাতে কার কাছে যাচ্ছিস তুই?"

একশ আটচল্লিশতম অধ্যায়: বাংলোর অন্ধকার রহস্য

ট্যাক্সিটা শহর ছাড়িয়ে এক নির্জন প্রান্তে এসে থামল। এলাকাটা জঙ্গলঘেরা আর নিস্তব্ধ। রেশমা ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে একটি পুরনো জীর্ণ

বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল। সুনীলও ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ছায়ার মতো তার পিছু নিল।

বাংলোর দেওয়ালগুলো নোনা ধরা, চারপাশে আগাছার জঙ্গল। রেশমা ভেতরে ঢুকে পড়তেই সুনীল একটি ভাঙা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভেতরটা মোমবাতির ম্লান আলোয় আলোকিত। সুনীল উঁকি দিতেই দেখল এক বিশালবপু লোক সোফায় বসে আছে। লোকটির মুখটা খুব রুক্ষ এবং চোখে এক ধরণের ক্রুরতা।

রেশমা লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হো হো করে হেসে উঠল। **"**কী খবর রেশমা**?** অনেকদিন পর এলে**?"**

সুনীল আড়ি পেতে তাদের কথা শুনতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লোকটির নাম জানতে পারল**—**সন্দীপ গুপ্ত। এবং সবচাইতে বড় আঘাতটা এল যখন রেশমা তাকে **'**স্বামী**'** বলে সম্বোধন করল।

একশ উনপঞ্চাশতম অধ্যায়**:** বিশ্বাসঘাতকতার খতিয়ান

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুনীলের পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। কুড়ি বছর আগে যখন সে আর গৌরব মিলে রোহিতকে শায়েস্তা করার জন্য রেশমাকে ভাড়া করেছিল, তখন রেশমা বলেছিল সে কুমারী। পরবর্তীতে সে ধীরাজকে বিয়ে করল এবং দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সে ধীরাজের স্ত্রী হিসেবেই পরিচিত। তবে এই সন্দীপ গুপ্ত কে**?** তাকে রেশমা বিয়েই বা করল কখন**?**

সুনীল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। **"**রেশমা**!** তুই এত বড় প্রতারক**?** ধীরাজকেও ঠকিয়েছিস আর আমাদেরও**?** আমাদের সামনে সতী সেজে থাকিস, আর পেছনে এই লোকের সাথে সংসার করছিস**?"** সুনীল রাগে কাঁপতে লাগল।

সে পকেট থেকে ফোন বের করল। হাত কাঁপলেও সে খুব সাবধানে ক্যামেরাটা চালু করল। ঘরের ভেতরের দৃশ্য সে নিঃশব্দে ভিডিও করতে শুরু করল। প্রমাণ হিসেবে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

একশ পঞ্চাশতম অধ্যায়**:** কালো জাদুর মায়া

সুনীল লক্ষ্য করল ঘরের পরিবেশটা বেশ অদ্ভুত। এক কোণে কিছু তান্ত্রিক জিনিসপত্র, কঙ্কালের খুলি আর ধূপের ধোঁয়া। সন্দীপ গুপ্তের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে সে সাধারণ কেউ নয়, সে হয়তো কোনো ধরণের কালো জাদু বা তান্ত্রিক সাধনা করে।

রেশমা সন্দীপের খুব কাছে বসে ফিসফিস করে কিছু বলছিল। সন্দীপ এক কুটিল হাসি হেসে রেশমার চিবুক ধরে বলল, **"**চিন্তা কোরো না রেশমা। ওই আকসার আর আশিকী যদি কোনো

ফন্দি করে থাকে, আমার তন্ত্রের সামনে তারা টিকতে পারবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

সুনীল বুঝল, রেশমা কেবল তাদের ঠকায়নি, সে নিজের সুরক্ষার জন্য আলাদা এক অন্ধকার জগত তৈরি করে রেখেছে। রেশমা আর সন্দীপের এই ঘনিষ্ঠতা আর দীর্ঘ আলাপচারিতা সুনীল খুব নিখুঁতভাবে রেকর্ড করে নিল।

রেশমা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে তার এতদিনের সাজানো মিথ্যে সাম্রাজ্যের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। সুনীল মনে মনে বলল, "রেশমা, তোর এই গোপন ডেরা আর তোর এই স্বামীই হবে তোর কাল। তুই আমাদের সাথে খেলছিস? এবার দেখ সুনীল রায় কী করতে পারে!"

একশ একাল্লতম অধ্যায়: অন্ধকারের স্বীকারোক্তি

বাংলোর ভেতর মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় রেশমার মুখটা আজ অন্যরকম দেখাচ্ছিল। সন্দীপ তার হাত ধরে অনুযোগের সুরে বলল, "রেশমা, তুমি বদলে গেছ। আগে কত আসতে, এখন মাসের পর মাস দেখা নেই। মুম্বাইয়ের ওই ধীরাজ কি তোমাকে এতটাই ভুলিয়ে রেখেছে?"

রেশমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ধীরাজ নয় সন্দীপ, মুম্বাইয়ের পরিস্থিতি এখন খুব জটিল। কুড়ি বছর আগেকার সেই রোহিত আর হেলেনার আত্মা ফিরে এসেছে। ওরা আমাদের তাড়া করছে।"

সন্দীপ অবাক হয়ে বলল, "আত্মা? কুড়ি বছর পর? এসব কী বলছ?"

রেশমা এবার জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসলে সুনীল আরও সতর্ক হয়ে ক্যামেরা ধরল। রেশমা বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ সন্দীপ। শহরে আকসার আর আশিকী নামে এক দম্পতি এসেছে। তাদের দেখতে হুবহু রোহিত আর হেলেনার মতো। আর ওরা আসার পর থেকেই ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। সুনীল আর গৌরব তো ভয়ে আধমরা হয়ে ওঝা ডেকে বসেছে।"

সন্দীপ ভ্রু কুঁচকে বলল, "কিন্তু রেশমা, এটা কীভাবে সম্ভব? সবাই তো জানে ২০ বছর আগে ওই বাংলোর বিস্ফোরণে ওরা মারা গিয়েছিল।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হাসল। "সবাই জানে, কিন্তু আসল সত্যিটা তো আমি জানি সন্দীপ।"

একশ বাহাল্লতম অধ্যায়: ফ্ল্যাশব্যাক—বাইপাসের সেই রক্তিম স্মৃতি

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুনীলের হৃৎপিণ্ড যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। রেশমা বলে চলল, "সেই রাতে বাংলোর আগুন থেকে ওরা কোনোভাবে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমরা ভেবেছিলাম ওরা শেষ, কিন্তু ওরা মরেনি। তার ৫-৬ বছর পর, যখন আমি তোমাকে বিয়ে করতে এই দূরে আসতাম, তখন একদিন রাস্তার ধারের এক বাইপাসে আমি ওদের দুজনকে জ্যান্ত দেখতে পাই।"

সুনীল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফোনের স্ক্রিনে রেশমার প্রতিটি শব্দ রেকর্ড হচ্ছে।

রেশমা ঠান্ডা গলায় বলল, "ওদের দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ওরা যদি আবার ফিরে আসে, তবে ধীরাজ আর সুনীলরা আমাকে ছেড়ে দেবে না। তাই আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। আমি জানতে পারি পরের দিন ওদের বিয়ে। আমি গুন্ডা জোগাড় করে ওদের ওপর হামলা করাই। রোহিত একা লড়াই করছিল হেলেনাকে বাঁচাতে। তখনই আমি আড়াল থেকে রোহিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালাই।"

রেশমার কণ্ঠে কোনো অনুশোচনা ছিল না। "হেলেনা রোহিতকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়েছিল, কিন্তু আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। রোহিত মারা যায়। যাওয়ার আগে সে হেলেনাকে অন্য কাউকে বিয়ে করতে বলেছিল। আমি ভেবেছিলাম সব আপদ চুকে গেছে। কিন্তু আজ..."

একশ তিপ্পান্নতম অধ্যায়: আশিকীর মুখোশ উন্মোচন

সন্দীপ রেশমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, "তবে কি এই আশিকী আর আকসার সত্যিই তারা?"

রেশমা এবার স্থির গলায় বলল, "এই আশিকী আর কেউ নয় সন্দীপ, ও-ই হলো হেলেনা শর্মা। ক্রুশাল শর্মার সেই হারিয়ে যাওয়া বোন। ও ছদ্মবেশ ধরে এখন আশিকী সেজে মুম্বাইয়ে এসেছে প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে আকসারকে দেখে। হুবহু রোহিতের মতো দেখতে একটা ছেলে ও কোত্থেকে জোটালো? রোহিত তো আমার গুলিতে মারা গেছে, তবে কি এই আকসার রোহিতের কোনো যমজ ভাই? নাকি হেলেনা কোনো অদ্ভুত চাল চেলেছে?"

সুনীল দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘামছিল। সে বুঝতে পারল, রেশমা এতদিন ধরে তাদের অন্ধ করে রেখেছিল। সে জানত রোহিত আর হেলেনা বেঁচে আছে, সে একা গিয়ে রোহিতকে খুন করে এসেছে, কিন্তু একবারও সুনীল বা গৌরবকে এই খবরটা জানায়নি।

রেশমা আর সন্দীপ যখন হাসাহাসি করে আগামীর পরিকল্পনা করছিল, সুনীলের মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। রেশমা তাকে কেবল
ধোঁকা দেয়নি, সে একাই এই খুনের খেলার মূল খেলোয়াড় হয়ে বসে আছে।

সুনীল মনে মনে বলল, "রেশমা, তুই ভাবলি সবটা তোর হাতের মুঠোয়? এই ভিডিওটা একবার ধীরাজ আর গৌরবের কাছে পৌঁছাক, তারপর দেখবি জ্যান্ত ভূত কাকে বলে। আর ওই আকসার... ওকে তো আমি নিজের হাতে শেষ করব।"

মায়ানগরীর অন্ধকার রাত এবার এক চূড়ান্ত বিস্ফোরণের অপেক্ষা করতে লাগল। এই চরম সত্যটি সব হিসেবনিকেশ ওলটপালট করে দিল।

একশ চুয়ান্নতম অধ্যায়: কালো জাদুর অবসান

পুরনো বাংলোর ভেতরে ধূপের ধোঁয়া আর মোমবাতির আলোয় পরিবেশটা আরও গা ছমছমে হয়ে উঠল। সন্দীপ গুপ্ত রেশমার দিকে তাকিয়ে এক গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে ধীর স্বরে বলল, "রেশমা, এই খুনের গল্প তো শুনলাম, কিন্তু তোমার জন্য একটা খুব খারাপ খবর আছে।"

রেশমা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। সন্দীপ বলে চলল, "আজ থেকে কুড়ি বছর আগে, আমি সুনীল আর গৌরবের ওপর এক শক্তিশালী 'কালো জাদু' করেছিলাম। সেই জাদুর প্রভাবেই ওরা কুড়ি বছর ধরে কোনো দ্বিধা ছাড়াই সব খারাপ কাজ করে গেছে। ওদের ভেতরের মনুষ্যত্বকে আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু রেশমা, সেই জাদুর মেয়াদ এখন ফুরিয়ে আসছে।"

জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুনীল পাথরের মতো জমে গেল। তার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার কুড়ি বছরের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত নিষ্ঠুরতা কি তবে এক তান্ত্রিকের মায়ার ফল?

সন্দীপ বলতে লাগল, "এই জাদু একবার শেষ হয়ে গেলে সুনীল আর গৌরব আবার ভালো মানুষ হয়ে যাবে। তখন ওরা তোমার কোনো কথাই শুনবে না। আর সুনীল-গৌরবের শক্তি ছাড়া তুমি একদম একা হয়ে পড়বে। আমি তো সবসময় তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।"

একশ পঞ্চান্নতম অধ্যায়: রেশমার দম্ভ ও মায়াজাল

রেশমা খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে কোনো মমতা নেই, আছে শুধু বিষ। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "সন্দীপ, তুমি মিছিমিছি চিন্তা করছ। তোমার ওই কালো জাদুর আর এখন কোনো দরকার নেই। আমি ওদের দুজনকে আমার রূপ আর প্রেমের এমন জালে বেঁধে রেখেছি যে ওরা এখন অন্ধ। আমার জন্য ওরা নিজেদের স্ত্রীদের পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। এখন ওদের সুখ-দুঃখের সব চাবিকাঠি আমার হাতে। আমি একাই ওদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট।"

সুনীল জানলার ওপারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। ঘৃণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। যে রেশমাকে সে নিজের সবচাইতে কাছের ভেবেছিল, সেই রেশমাই তাকে স্রেফ একটি 'হাতের পুতুল' মনে করে। সুনীল নিজের মোবাইল ক্যামেরাটা শক্ত করে ধরে রাখল—এই পৈশাচিক সত্যের প্রতিটি শব্দ সে রেকর্ড করে নিচ্ছে।

একশ ছাপ্পান্নতম অধ্যায়: একটি দুর্ঘটনা ও বিড়ালের মায়া

হঠাৎ সুনীলের মনের মধ্যে এক তীব্র অস্থিরতা কাজ করল। কুড়ি বছর ধরে যার মায়ায় সে জীবনটা নরক বানিয়ে ফেলেছে, সেই রেশমার আসল রূপ আজ তার সামনে নগ্ন। উত্তেজনার বশে সুনীল এক পা পেছনে সরতে গিয়ে বারান্দার এক কোণে রাখা একটি মাটির ফুলদানিতে ধাক্কা খেল।

'ঝনঝন!'

শব্দটা নিস্তব্ধ রাতে কামানের গোলার মতো বাজল। বাংলোর ভেতর সন্দীপ আর রেশমা চমকে উঠল। **"কে? বাইরে কে?"** সন্দীপ চিৎকার করে উঠল।

সুনীল তখন নিঃশব্দে বাংলো চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সুনীল আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। সে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে বাংলো
চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে এল।
তার হাতে এখন এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, যা যে কোনো সময় রেশমার জগতটাকে ছাই করে দিতে পারে।

সুনীলের হৃদপিণ্ড তখন গলার কাছে চলে এসেছে। ধরা পড়লে আজ তার রক্ষা নেই। সে দ্রুত পালানোর পথ খুঁজল। ঠিক তখনই সে দেখল একটি কালো বিড়াল পাশের দেওয়াল দিয়ে নিচে নামছে। সুনীল দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে বিড়ালটিকে আলতো করে ধরে সেই ভাঙা ফুলদানির ওপর নামিয়ে দিল। তারপর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে দৌড়ে মেইন রাস্তায় এসে পৌঁছাল। রাস্তায় একটি খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, সুনীল তাতে উঠে পড়ল।

একশ সাতান্নতম অধ্যায়: অন্ধকারের আড়ালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা

বাংলোর ভেতর থেকে রেশমা আর সন্দীপ হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের হাতে টর্চ। টর্চের আলোয় তারা দেখল বারান্দার ফুলদানিটা নিচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর ঠিক তার পাশেই বসে আছে সেই কালো বিড়ালটি। বিড়ালটি তাদের দেখে এক লম্বা চিৎকার দিয়ে দেওয়াল টপকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রেশমা বুক ভরে শ্বাস নিল। **"উফ! ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম কেউ আড়ি পাতছে। আসলে এই বিড়ালটাই বোধহয় এটা ফেলে দিয়েছে।"**

সন্দীপও অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। **"হয়তো তাই। চল ভেতরে চল, আমাদের আরও অনেক কথা বাকি।"**

ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে থাকা সুনীলের দুচোখ তখন লাল। তার হাতের মুঠোয় সেই মোবাইল ফোনটি, যেখানে বন্দি হয়ে আছে রেশমার বিশ্বাসঘাতকতা আর সন্দীপের কালো জাদুর সত্য। সুনীল বুঝতে পারল, তার ভেতরের সেই **'মন্দ মানুষটি'** হয়তো সত্যিই মরে যাচ্ছে। সে আজ প্রথমবার অনুভব করল—রোহিত আর হেলেনার ওপর সে কত বড় অবিচার করেছে।

মায়ানগরীর সেই রাতটি এক নতুন যুদ্ধের ইঙ্গিত দিল। সুনীল রায় আজ আর রেশমার বন্ধু নয়, বরং তার সবচাইতে বড় শত্রু হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

একশ আটান্নতম অধ্যায়: অন্ধকারের অবসান ও চেতনার উদয়

সুনীল যখন নিজের বাড়িতে পৌঁছাল, তার সারা শরীর কাঁপছিল। কপালে ঘাম আর চোখে এক অদ্ভুত শূন্যতা। বসার ঘরে পায়চারি করছিল গৌরব। সুনীলকে এই অবস্থায় দেখে গৌরব আঁতকে উঠল।

"সুনীল দা! কী হয়েছে আপনার? রেশমা কোথায়? আপনি কি কোনো খারাপ খবর পেয়েছেন?" গৌরবের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

সুনীল কোনো কথা না বলে ধীর পায়ে সোফায় বসল। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে কাঁপতে কাঁপতে সেই ভিডিও রেকর্ডিংটা চালু করল। "নিজে দেখ গৌরব... কুড়ি বছর ধরে আমরা যাকে দেবী মেনেছি, যার জন্য নিজেদের পরিবার ধ্বংস করেছি, সেই রেশমার আসল রূপটা দেখে নে।"

ভিডিওতে রেশমা আর সন্দীপ গুপ্তের সেই কথোপকথন, তাদের গোপন বিয়ে এবং সবচাইতে বড় কথা—সুনীল ও গৌরবের ওপর সন্দীপের করা সেই 'কালো জাদু'র কথা শুনে গৌরবের হাত থেকে ফোনটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। গৌরবের অবস্থা তখন সুনীলের মতোই। সে যেন এক জ্যান্ত পাথরে পরিণত হলো।

একশ উনষাটতম অধ্যায়: পাপের খতিয়ান ও অনুশোচনা

সুনীল দীর্ঘক্ষণ পর ভাঙা গলায় বলতে শুরু করল, "গৌরব, আজ আমার সব ঘোর কেটে গেছে। ওই তান্ত্রিক সন্দীপ ঠিকই বলেছে, কালো জাদুর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আজ প্রথমবার আমার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠছে। কুড়ি বছর আগে হিরণ্ময় আমার বন্ধুত্বের হাত প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেটা ছিল ওর অধিকার। কিন্তু তার জন্য আমরা নিরপরাধ রোহিতের ওপর যে তাণ্ডব চালালাম, তার বিচার কে করবে?"

গৌরবের চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। সুনীল বলতে থাকল, "রোহিত আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। ও ছিল এক নিষ্পাপ ছেলে। আমরা ওর যৌবন কেড়ে নিয়েছি, ওর ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছি। হিরণ্ময় যখন ছিল না, তখনও আমরা ওকে শান্তিতে থাকতে দিইনি। এমনকি হেলেনার মতো একটা পবিত্র মেয়েকেও আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। আজ আকসার আর আশিকীকেও আমরা রেহাই দিইনি। এই পৈশাচিক অন্যায়ের ক্ষমা কি স্বয়ং ঈশ্বরও করবেন?"

সুনীল আর গৌরব দুজনেই জানু পেতে মেঝের ওপর বসে পড়ল। কুড়ি বছর পর তাদের হৃদয়ের সেই

লোহার কপাট খুলে গেছে। তারা আজ প্রথমবার অনুভব করছে রোহিত আর হেলেনার সেই যন্ত্রণাকে। তারা দুহাত জোড় করে ওপরের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। "প্রভু, আমাদের ক্ষমা করো! আমরা জানতাম না আমরা কী করছি! আমরা শয়তানের মায়ায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।"

একশ ষাটতম অধ্যায়: রেশমার বিশ্বাসঘাতকতা ও শূন্যতা

কান্না একটু থামলে গৌরবের মনে পড়ল রেশমার কথা। তার চোখে এখন অনুশোচনার পাশাপাশি এক তীব্র ঘৃণা। "সুনীল দা, রেশমা কীভাবে পারল? আমরা ওকে কতটা ভালোবাসতাম, কতটা বিশ্বাস করতাম! ওর জন্য আমরা আমাদের স্ত্রীদের তাড়িয়েছি, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছি। আর ও কি না ওই সন্দীপের সাথে মিলে আমাদের স্রেফ দাবার ঘুঁটি বানিয়ে রাখল?"

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "রেশমা কোনোদিন কাউকে ভালোবাসেনি গৌরব। ও শুধু ক্ষমতা আর টাকাকে চিনেছে। আমাদের ও পশুর মতো ব্যবহার করেছে। আমাদের মনুষ্যত্বকে ও কালো জাদু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল যাতে আমরা ওর সব অন্যায় হুকুম মেনে চলি।"

গৌরব ফিসফিস করে বলল, "রেশমার ওই মায়াবী মুখের আড়ালে এত বড় বিষ লুকিয়ে ছিল, আমরা টের পাইনি। আমরা যাদের আপন ভেবেছিলাম তারা সবাই আজ পর, আর যাদের আমরা শত্রু ভেবে ধ্বংস করেছি, তারা আসলে ছিল দেবদূত।"

মায়ানগরীর সেই রাতটি সুনীল আর গৌরবের জন্য ছিল এক নতুন জন্মের মতো। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু আজ এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে। যে পাপের বোঝা তারা কুড়ি বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবে তারা? আর রেশমা ও সন্দীপের এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব তারা কীভাবে দেবে?

একশ একষট্টিতম অধ্যায়: যমজ রহস্য ও আকসারের ধাঁধা

সুনীল আর গৌরবের ড্রয়িংরুমে তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে, কিন্তু তাদের মনের ভেতরে কুড়ি বছরের অন্ধকার যেন এক মুহূর্তে সরে গেছে। গৌরব জানালার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "সুনীল দা, রেশমার বিশ্বাসঘাতকতা তো বুঝলাম। কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। রেশমা বলল সে নিজের হাতে রোহিতকে গুলি করে মেরেছে। আর হেলেনা ওরফে আশিকী সেই দেহ দাহ করেছে। তাহলে এই আকসার কে? সে কি সত্যিই কোনো অন্য জগতের মানুষ?"

সুনীল ভ্রু কুঁচকে গৌরবের দিকে তাকাল। গৌরব বলতে লাগল, "দেখুন, পৃথিবীতে মানুষের মতো দেখতে মানুষ থাকে ঠিকই, কিন্তু হুবহু এক হওয়া তখনই সম্ভব যদি তারা যমজ সন্তান হয়। যমজ ভাইদের ডিএনএ আর চেহারা প্রায় একই থাকে। রোহিতের কি কোনো যমজ

ভাই ছিল? আমরা তো কোনোদিন শুনিনি।"

সুনীল একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা শুনিনি বলে যে ছিল না, তা তো নয়। রোহিত আর হিরণ্ময় চৌধুরীর অতীত তো আমরা পুরোটা জানতাম না।"

একশ বাষট্টিতম অধ্যায়: ধীরাজের লুকোনো সত্য

গৌরব উত্তেজিত হয়ে বলল, "সুনীল দা, আমাদের কাছে কোনো উত্তর নেই, কিন্তু একজনের কাছে থাকতে পারে। ধীরাজ! ধীরাজ তো রোহিতের সবচাইতে কাছের বন্ধু ছিল। যদি রোহিতের কোনো যমজ ভাই থেকে থাকে, তবে ধীরাজ সেটা অবশ্যই জানবে। হয়তো হিরণ্ময় চৌধুরীও জানে, কিন্তু তিনি আমাদের সাথে কথা বলবেন না।"

সুনীল মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক বলেছ। ধীরাজ এখন রেশমার ওপর ক্ষিপ্ত, আর সে নিজেও অপরাধবোধে দগ্ধ। সে হয়তো প্রথমে আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না, কিন্তু আমাদের হার মানলে চলবে না। আকসারের পরিচয় জানতেই হবে। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আকসার আর রোহিতের এই চেহারার মিল নিছক কাকতালীয় নয়।"

একশ তেষট্টিতম অধ্যায়: অনুশোচনার নতুন পথ

সুনীল গৌরবের কাঁধে হাত রাখল। তার চোখে এখন আর সেই ক্রুরতা নেই। সে মৃদু স্বরে বলল, "গৌরব, আমাদের হাতে সময় কম। আকসারের পরিচয় জানার আগে আমাদের সবচাইতে বড় কাজ হলো ক্ষমা চাওয়া। আমরা কুড়ি বছর ধরে যে বিষ ছরিয়েছি, তার জন্য আকসার আর আশিকীর পায়ে পড়ে আমাদের ক্ষমা চাইতে হবে। জানি না ওরা আমাদের ক্ষমা করবে কি না, কিন্তু অন্তত আমাদের আত্মা তো শান্তি পাবে।"

গৌরব ধরা গলায় বলল, "হ্যাঁ সুনীল দা। আজ থেকে আমরা আর কোনো অন্যায় করব না। রেশমার এই নোংরা খেলায় আমরা আর দাবার ঘুঁটি হব না। বরং আমরা প্রমাণ করব যে মানুষ হিসেবে আমরাও বদলাতে পারি।"

সুনীল সতর্ক করে দিয়ে বলল, "তবে সাবধান! রেশমা যেন এক বিন্দুও টের না পায় যে আমরা তার আর ওই তান্ত্রিক সন্দীপের সব ভিডিও রেকর্ড করে নিয়েছি। ও ভাবছে আমরা এখনও ওর হাতের পুতুল। এই অভিনয়টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না আমরা ধীরাজের কাছ থেকে সত্যিটা জানতে পারছি।"

একশ চৌষট্টিতম অধ্যায়: শুভ সকালের সংকল্প

স্থির হলো কাল সকালেই তারা ধীরাজের বাড়িতে যাবে। রেশমার অলক্ষ্যে তারা এক নতুন জীবনের পথে পা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। কুড়ি বছরের সেই 'কালো জাদু'র কুপ্রভাব কাটিয়ে সুনীল আর গৌরব আজ এক নতুন মানুষ হিসেবে জেগে উঠল।

সুনীল বলল, "আজ থেকে আমরা সত্যিই ভালো মানুষ হয়ে যাব। রেশমার পাপের ভাগীদার আমরা আর হচ্ছি না। ধীরাজের বাড়ি গিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হবে আকসারের রহস্য উন্মোচন করা। কে এই আকসার? আর কেন সে হেলেনার সাথে মিলে এই মুম্বাইয়ে ফিরে এসেছে?"

মায়ানগরীর আকাশ তখন পরিষ্কার। কুড়ি বছর পর এক নির্মল সকাল অপেক্ষা করছিল সুনীল আর গৌরবের জন্য। কিন্তু রেশমা কি এত সহজে তাদের ছেড়ে দেবে? আর ধীরাজ কি তাদের বিশ্বাস করবেন? এবার এক চূড়ান্ত সত্যের সন্ধানে মোড় নিল।

একশ পঁয়ষট্টিতম অধ্যায়: ধীরাজের আঙিনায় দুই শত্রু

পরদিন সকালে সূর্যের আলো যখন ধীরাজের বাড়ির বারান্দায় এসে পড়ল, তখন এক অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ধীরাজ একা বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে তিনি বিরক্ত হলেন। দরজা খুলতেই দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুনীল রায় আর গৌরব সান্যাল। রেশমা সেখানে নেই।

ধীরাজের চোখ দুটো ঘৃণায় কুঁচকে গেল। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "তোমরা এখানে? রেশমা কোথায়? ওকে সঙ্গে আনোনি কেন?"

ধীরাজ ভেবেছিলেন ওরা বোধহয় রেশমার কোনো নতুন চক্রান্তের বার্তা নিয়ে এসেছে। তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে যোগ করলেন, "রেশমা কখন কোথায় যায়, তা তো সে আমায় বলে যায় না। আর রেশমা কোথায় থাকে, সেটা আমার চেয়ে তোমরা ভালো জানার কথা। কারণ আমার বাড়িতে সে শুধু নামেই থাকে, বাকি সময় তো তোমাদের সাথেই তার কাটে।"

সুনীল মাথা নিচু করে বলল, "ধীরাজ বাবু, আজ আমরা রেশমার খোঁজ করতে আসিনি। আর আমরা সত্যিই জানি না রেশমা এখন কোথায় আছে। আজ আমরা এসেছি আপনার সাথে কথা বলতে।"

ধীরাজ অবাক হলেন। "আমার সাথে? আবার কোন নতুন ফন্দি আঁটছ তোমরা? তোমাদের ওপর বিশ্বাস করার মতো মানসিকতা আমার আর নেই।"

একশ ছেষট্টিতম অধ্যায়: রেশমার মুখোশ খুলে যাওয়া

গৌরব হাত জোড় করে বলল, "না ধীরাজ বাবু, কোনো ফন্দি নয়। আজ আমাদের সব ঘোর কেটে গেছে। রেশমা আপনার সাথে আর আমাদের সাথে এমন এক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যা আমরা স্বপ্নেও

ভাবিনি। ও সন্দীপ গুপ্ত নামে এক তান্ত্রিককে অনেক আগে বিয়ে করেছে এবং ওর সাথে মিলেই আমাদের সবাইকে দাবার ঘুঁটি বানিয়ে রেখেছিল।"

ধীরাজ প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি হাহা করে হেসে উঠলেন। "বিয়ে করেছে? করুক! রেশমার সাথে আমার কোনোদিন আত্মার সম্পর্ক ছিল না। ২০ বছর আগে ও আমার ঘরে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা কেবল নামেই স্বামী-স্ত্রী ছিলাম। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে থাকে, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই। ও মুক্তি পেলে আমিও শান্তি পাব। এই খবর দেওয়ার জন্য এত সকালে আসার দরকার ছিল না।"

সুনীল গম্ভীর হয়ে বলল, "খবরটা শুধু বিয়ের নয় ধীরাজ বাবু। আসল খবর হলো রেশমা আমাদের সবাইকে কী ভয়ঙ্করভাবে ব্যবহার করেছে। কুড়ি বছর ধরে আমরা যে রোহিতকে সহ্য করতে পারিনি, যে রোহিতকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তার সবকিছুর মূলে ছিল ওই সন্দীপ গুপ্তের কালো জাদু।"

সুনীল পকেট থেকে মোবাইল বের করল। আগের রাতে রেকর্ড করা সেই ভিডিওটি সে ধীরাজের চোখের সামনে ধরল।

একশ সাতষট্টিতম অধ্যায়: ভিডিওর জাদুতে সত্যের দহন

ভিডিওতে রেশমা আর সন্দীপের সেই কথোপকথন যখন ধীরাজ দেখলেন, তাঁর হাতের চায়ের কাপটা মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সন্দীপের সেই কথা— "আমি সুনীল আর গৌরবের ওপর কালো জাদু করেছিলাম," আর রেশমার সেই অট্টহাসি— "ওরা আমার হাতের পুতুল," সব শুনে ধীরাজ পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলেন।

সুনীল ধরা গলায় বলল, "দেখলেন তো? ওই সন্দীপের কালো জাদুর প্রভাবেই আমরা কুড়ি বছর ধরে অমানুষের মতো কাজ করেছি। ছোটবেলায় হিরণ্ময় চৌধুরী আমার বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই রাগকে রেশমা আর সন্দীপ এই তুকতাকের মাধ্যমে এক বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত করেছিল। আজ সেই জাদুর মেয়াদ শেষ হচ্ছে, আর আমরা মানুষ হিসেবে জেগে উঠছি।"

গৌরব কেঁদে ফেলে বলল, "রোহিত কোনো দোষ করেনি। ও নির্দোষ ছিল। আমরা ওর ওপর যে অত্যাচার করেছি, ঈশ্বর আমাদের কোনোদিন ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আজ আমরা লজ্জিত। আমরা ধীরাজ বাবু, আপনার কাছে আর রোহিতের স্মৃতির কাছে ক্ষমা চাইছি। আমরা আর রেশমাকে সাহায্য করব না।"

একশ আটষট্টিতম অধ্যায়: এক নতুন প্রতিজ্ঞা

ধীরাজের চোখে তখন অশ্রুর ধারা। যে সুনীল আর গৌরবকে তিনি আজীবন ঘৃণা করেছেন, আজ

তাদের এই অসহায় আত্মসমর্পণ দেখে তিনি বাকরুদ্ধ। সুনীল ধীরাজের হাত ধরে বলল, "ধীরাজ বাবু, রেশমা এখন আমাদের সবচাইতে বড় শত্রু। ও ভেবেছে ও আমাদের দিয়ে আরও অন্যায় করাবে, কিন্তু আমরা আজ থেকে সত্যিই ভালো মানুষ হওয়ার শপথ নিয়েছি। আমরা আকসার আর আশিকীর কাছে গিয়েও ক্ষমা চাইব।"

ধীরাজ সুনীলের চোখের দিকে তাকালেন। সেখানে কোনো ছলনা নেই, কেবল আছে এক গভীর অনুশোচনা। ধীরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যদি তোমরা সত্যিই অনুতপ্ত হও, তবে এসো। আজ ২০ বছর পর আমরা অন্তত এক সত্যের ছাদের নিচে দাঁড়াই। রোহিতের জন্য আমার মনে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তার ভাগীদার আজ তোমরাও হলে।"

সুনীল আর গৌরব ধীরাজের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ২০ বছরের শত্রুতার মেঘ কেটে গিয়ে এক নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হলো। ধীরাজ এবার বুঝতে পারলেন, শত্রু রেশমা নয়, শত্রু সেই অন্ধকার শক্তি যা তাদের এতদিন ভুল পথে চালিত করেছিল।

মায়ানগরীর আকাশ আজ অনেক পরিষ্কার। এই বাঁকে দাঁড়িয়ে চারজন অপরাধী আজ একজোট হতে চলেছে এক অমোঘ সত্যের খোঁজে।

একশ উনসত্তরতম অধ্যায়: স্মৃতির অতলে ডুব

ধীরাজের বসার ঘরে তখন এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। সুনীল আর গৌরবের চোখের জল আর আকুতি দেখে ধীরাজ বুঝতে পারলেন, ২০ বছরের জমাট বাঁধা ঘৃণা আজ সত্যিই গলতে শুরু করেছে। সুনীল ধীরাজের হাত ধরে খুব করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "ধীরাজ বাবু, আমরা আজ নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কিন্তু আমাদের মনে একটা বড় প্রশ্ন জেগেছে। রোহিতের কি কোনো যমজ ভাই ছিল? আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন? আমাদের বিশ্বাস করুন, আমরা আর কোনো ক্ষতি করব না, শুধু সত্যিটা জানতে চাই।"

ধীরাজ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন বর্তমানে নেই, চলে গেছে বহু বছরের পুরনো এক অতীতে। তিনি একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলেন, "আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স হবে বড়জোর আটাশ কি ঊনত্রিশ..."

একশ সত্তরতম অধ্যায়: ফ্ল্যাশব্যাক—নদীর পাড়ের সেই অভিশপ্ত দুপুর

ধীরাজ বলতে লাগলেন, "সেদিন একটা নদীর ধারে আমি একাই বসে ছিলাম। নদীর উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো ছোট বাচ্চা ছেলে বল নিয়ে খেলছে। ওরা হুবহু এক দেখতে ছিল—রোহিত আর তার যমজ ভাই আকসার। খেলতে খেলতে হঠাৎ ওদের হাতের বলটা নদীর উত্তাল জলে পড়ে গেল। বলটা ফিরে পাওয়ার আশায় চার বছরের ওই দুই শিশু জ্ঞানশূন্য হয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিল।"

ধীরাজ শিউরে উঠে বললেন, "আমি দূর থেকে দেখে চিৎকার করে উঠলাম এবং ওদের বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য... আমি শুধু রোহিতকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে পেরেছিলাম। ছোট আকসার আমার চোখের সামনেই জলের তোড়ে ভেসে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওকে আর খুঁজে পাইনি।"

সুনীল আর গৌরব নিথর হয়ে শুনছিল। ধীরাজ বলতে থাকলেন, "সেই থেকে রোহিত আমার কাছে বড় হতে শুরু করল। ওর নিজের মা-বাবা ছিল না, আর বড় দাদা হিরণ্ময় তখন পড়াশোনা করতে বহুদূরে চলে গিয়েছিল। রোহিত আমাকেই ওর সব ভেবে নিয়েছিল। আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব।"

একশ একাত্তরতম অধ্যায়: মৃত না জীবিত—আকসারের ধাঁধা

সুনীল উত্তেজিত হয়ে বলল, "তার মানে কি এই আকসার রোহিতের সেই হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই? সে কি তবে মরেনি? কোনোভাবে বেঁচে ফিরে এসেছে?"

ধীরাজ বিভ্রান্ত মুখে বললেন, "আমি জানি না। এতদিন আমার মনে হতো আকসার হয়তো রোহিত নিজেই, যে যমজ ভাইয়ের নাম নিয়ে ছদ্মবেশ ধরেছে। কিন্তু আবার মনে হয়, চার বছর বয়সের সেই ট্র্যাজেডির কথা কি ওদের কারোর মনে থাকা সম্ভব? রোহিত যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে, তবে এই আকসার সেই হারিয়ে যাওয়া ভাই হলেও হতে পারে। হয়তো ঈশ্বরই ওকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

গৌরব ফিসফিস করে বলল, "রেশমা বলেছিল সে রোহিতকে গুলি করেছে। তাহলে কি এই লোকটা সত্যিই সেই হুবহু দেখতে ভাই? হিরণ্ময় চৌধুরী কি তবে সব জানেন?"

একশ বাহাত্তরতম অধ্যায়: সত্যের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি

ধীরাজ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে এখন এক নতুন দৃঢ়তা। তিনি বললেন, "এভাবে অন্ধকারে হাতড়ে লাভ নেই। আকসার নিজেই নিজের পরিচয় সবচাইতে ভালো বলতে পারবে। আমাদের সরাসরি ওর কাছে যেতে হবে। আমরা যদি ওহকে বুঝিয়ে বলি যে আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছি এবং এখন রেশমার বিরুদ্ধে লড়তে চাই, তবে ও হয়তো মুখ খুলবে।"

সুনীল আর গৌরব মাথা নেড়ে সায় দিল। সুনীল বলল, "চলুন ধীরাজ বাবু। আজ সব পর্দা ফাঁস করার সময় এসেছে। আমরা আকসার আর আশিকীর বাড়ি যাব।"

মায়ানগরীর রাজপথে ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব একসাথে বেরোলেন। কুড়ি বছর যারা একে অপরের ছায়া মাড়াতে চাইতেন না, আজ তারা একজোট হয়েছেন এক চরম সত্যের খোঁজে। ক্রুশালের বাড়িতে এখন কী অপেক্ষা করছে? আকসার কি তার মুখোশ খুলে নিজের রক্তমাংসের পরিচয় দেবে?

একশ তিয়াত্তরতম অধ্যায়: রুদ্ধশ্বাস বৈঠক

পরদিন সকালে ক্রুশালের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আকসার যখন দরজা খুলল, সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সামনে ধীরাজ একা নন, তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন সুনীল রায় আর গৌরব সান্যাল। আকসারের দুচোখে তখন অবিশ্বাসের আগুন।

"মিস্টার শ্রীবাস্তব! আপনি এদের সাথে?" আকসার ব্যঙ্গ করে বলল। "সুনীল আর গৌরবের সাথে মিশে আপনিও কি এখন তবে নোংরা খেলায় নামলেন? আমি জানতাম না আপনার নৈতিকতা এতটা নিচে নেমে গেছে।"

ধীরাজ কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি হিরণ্ময় আর ক্রুশালের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আকসারের বারণ সত্ত্বেও তারা সবাই জোর করে ভেতরে প্রবেশ করল। ড্রয়িংরুমে তখন হিরণ্ময়, ক্রুশাল আর আশিকী বসে ছিলেন। সুনীল আর গৌরবকে দেখে তাঁদের মনে তীব্র বিরক্তি আর ক্ষোভ জন্ম নিল।

হিরণ্ময় গর্জে উঠলেন, "তোমাদের সাহস তো কম নয়! এই বাড়িতে আবার ঢুকেছ কোন মুখে?"

একশ চুয়াত্তরতম অধ্যায়: যমজ রহস্যের উন্মোচন

ধীরাজ সরাসরি আকসারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আকসার, আমি আজ কোনো ঝগড়া করতে আসিনি। আমি শুধু একটা সত্যি জানতে চাই। তুমি কি রোহিতের সেই ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই আকসার? যাকে আমি বাঁচাতে পারিনি বলে ভেবেছিলাম?"

এই প্রশ্নটা ড্রয়িংরুমে এক বজ্রপাতের মতো আছড়ে পড়ল। আকসার আর হিরণ্ময় চমকে একে অপরের দিকে তাকালেন। হিরণ্ময় যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আশিকী আর ক্রুশালও হতভম্ব হয়ে গেলেন।

আকসার গম্ভীর গলায় বলল, "আপনারা কি আবার কোনো নতুন ফাঁদ পাতছেন? আপনারা ধীরাজ দাকে শিখিয়ে এনেছেন এই অলীক গল্প বলতে?"

সুনীল এবার সামনে এগিয়ে এল। "না আকসার, ধীরাজ বাবু মিথ্যে বলছেন না। তবে তার আগে তোমাদের একটা জিনিস দেখা দরকার।" সুনীল তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে রেশমা আর সন্দীপের সেই গোপন ভিডিওটি সবার সামনে চালুর করল।

একশ পঁচাত্তরতম অধ্যায়: ভিডিওর জাদুতে নগ্ন সত্য

ভিডিওতে রেশমার সেই স্বীকারোক্তি—কীভাবে সে বাইপাসের ধারে রোহিতকে গুলি করে মেরেছিল, কীভাবে সে সন্দীপের সাথে মিলে সবাইকে দাবার ঘুঁটি বানিয়ে রেখেছিল—সব শুনে আশিকী চিৎকার করে উঠল।

"রেশমা! ওই ডাইনিটা রোহিতকে খুন করেছে!" আশিকী (হেলেনা) কান্নায় ভেঙে পড়ল। "আমি এতদিন জানতাম না কে আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছিল। আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেল!"

সুনীল আর গৌরব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই এখন নিশ্চিত যে আশিকীই হলো সেই হারিয়ে যাওয়া হেলেনা। আর রেশমার পৈশাচিক রূপ আজ সবার সামনে উন্মোচিত। হিরণ্ময় আর ক্রুশালও বাকরুদ্ধ হয়ে ভিডিওটি দেখছিলেন।

ক্রুশাল অবাক হয়ে বললেন, "ধীরাজ বাবু, আপনি আকসারকে যমজ ভাই বলছেন কেন? রোহিতের কি কোনো যমজ ভাই ছিল?"

ধীরাজ তখন সেই ২০ বছর আগের নদীর পাড়ের করুণ ইতিহাস সবাইকে খুলে বললেন। কীভাবে চার বছরের যমজ ভাইয়ের একজনকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন আর অন্যজনকে স্রোত কেড়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনী শুনে ক্রুশাল আর আশিকীর দুচোখ কপালে উঠল। হিরণ্ময় পাথরের মতো হয়ে বসে রইলেন—তিনি জানতেন না তাঁর হারানো ভাইয়ের কোনো যমজ অংশও থাকতে পারে।

একশ ছিয়াত্তরতম অধ্যায়: অপরাধীদের আত্মসমর্পণ

ভিডিও দেখা শেষ হলে সুনীল আর গৌরব সবার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল। সুনীলের চোখে আজ কোনো দম্ভ নেই। সে ধরা গলায় বলল, "আমরা আজ ক্ষমা চাইতে এসেছি। কুড়ি বছর ধরে আমরা সন্দীপের কালো জাদুর নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম। রোহিতের মতো এক নির্দোষ ছেলেকে আমরা তিলে তিলে শেষ করেছি। হেলেনার জীবনটা নরক বানিয়েছি।"

গৌরব কাঁদতে কাঁদতে বলল, "রেশমার ওই মায়াবী চোখের মায়ায় আমরা নিজেদের স্ত্রীদের পর্যন্ত ত্যাগ করেছি। আজ বুঝতে পারছি, আমরা মানুষ ছিলাম না, আমরা জানোয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। আজ রেশমা আমাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের জীবন আজ শূন্য।"

সুনীল আকসারের পায়ের কাছে বসে পড়ল। "আকসার, তুমি রোহিতের ভাই হও বা অন্য কেউ—তুমিই পারো আমাদের এই পাপের বোঝা থেকে মুক্তি দিতে। আমরা আর কোনোদিন রেশমার ছায়া মাড়াব না। আজ থেকে আমরা সত্যিই ভালো মানুষ হওয়ার পথে পা বাড়ালাম। হিরণ্ময় বাবু, ক্রুশাল বাবু... আমাদের ক্ষমা করে দিন।"

হিরণ্ময় আর ক্রুশাল এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ২০ বছরের শত্রু আজ নিজেদের হৃদয় পরিবর্তন করে ক্ষমা চাইছে। ধীরাজও সুনীলদের পাশে দাঁড়িয়ে রহিতের স্মৃতিতে ডুকরে কাঁদছিলেন।

মায়ানগরীর আকাশ আজ এক অদ্ভুত সন্ধির সাক্ষী হয়ে রইল। কিন্তু আকসার? সে কি সত্যিই তার যমজ ভাইয়ের পরিচয় স্বীকার করবে? আর রেশমা যখন জানবে তার দুই হাতের পুতুল আজ তার বিরুদ্ধেই অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সে কী করবে? এবার চূড়ান্ত এক ঝড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

একশ সাতাত্তরতম অধ্যায়: সুরের আড়ালে লুকানো সত্য

ক্রুশালের ড্রয়িংরুমে তখন পিনপতন নীরবতা। ধীরাজের মুখে যমজ ভাইয়ের কথা শুনে সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। ক্রুশাল অবাক হয়ে হিরণ্ময়ের দিকে ফিরে তাকালেন।

"হিরণ্ময়! তুমি তো আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু, কিন্তু কোনোদিন তো বলোনি যে রোহিতের একটা যমজ ভাই ছিল?" ক্রুশালের কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

আশিকী (হেলেনা) চোখের জল মুছে অস্ফুট স্বরে বলল, "রোহিত নিজেও তো কোনোদিন বলেনি যে ওর কোনো যমজ ভাই ছিল। ও তো সারাজীবন নিজেকে একা মনে করত।"

সবাই এবার হিরণ্ময়ের উত্তরের আশায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রইল। হিরণ্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীর গলায় বললেন, "আমি বড় দাদা হয়েও আজ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না। আমাদের পরিবার অনেক আগে ভেঙে গিয়েছিল। রোহিতের যমজ ভাই ছিল কি ছিল না, তার চেয়ে বরং ভালো হয় যদি আকসার নিজেই নিজের পরিচয়টা আজ স্বীকার করে।"

সবাই এবার আকসারকে ঘিরে ধরল। ধীরাজ, সুনীল, গৌরব—সবার মুখে একটাই প্রশ্ন: "কে আপনি? আপনি কি সত্যিই সেই হারিয়ে যাওয়া আকসার?"

একশ আটাত্তরতম অধ্যায়: হৃদয়ের নাম যখন 'দিল'

আকসার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে যেন সবার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। হঠাৎ সে ধীর পায়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে মুম্বাইয়ের আকাশটা আজ বড্ড মেঘলা। কোনো কথা না বলে আকসার গুনগুন করে সুর ভাঁজতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ এক গভীর ব্যথায় ভরা কণ্ঠে গেয়ে উঠল সেই অমর গানটি—

"Na Bhula Saka
Mein Teri Chahatein
Ishq Pe Kahan
Bas Kisi Ka Chalein
Ho Bhi Jaaye Meri
Saanse Chahe Khatam
Kam Na Hogi Kabhi Yeh Wafa"

আকসারের দরাজ গলার প্রতিটি শব্দ যেন ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে হৃদয়ে বিঁধতে লাগল। সে গাইছিল—

"Maine Tera Naam Dil Rakh Diya
Maine Tera Naam Dil Rakh Diya
Dhadkega Tu Mujhmeein Sada
Maine Tera Naam Dil Rakh Diya"

গানটি শুনতে শুনতে ধীরাজ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই ছোট্ট রোহিতের কথা। ধীরাজ বললেন, "আমার মনে পড়ছে! ছোটবেলায় রোহিত আমাকে একবার বলেছিল যে ওর যমজ ভাই খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। ও বলত ওর ভাই অনেক ভালো গান গায়।"

আশিকী বিস্ময়বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে বলল, "আমিও তো আকসারকে প্রথমবার একটা স্টেজ শো-তেই গান গাইতে দেখেছিলাম! ওর গানেই তো আমি মুগ্ধ হয়ে ওর কাছে গিয়েছিলাম।"

একশ উনআশিতম অধ্যায়: স্মৃতির সেই স্কুল প্রাঙ্গণ

হিরণ্ময় এবার স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলেন। "ছোটবেলায় একবার রোহিতের স্কুলে গানের প্রতিযোগিতা ছিল। রোহিত গাইতে পারত না, কিন্তু ওর প্রচণ্ড জেদ যে ও নাম দেবে। তখন ওর যমজ ভাই ওর হয়ে ছদ্মবেশে স্টেজে উঠেছিল এবং গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিয়েছিল। দুজনকে দেখতে হুবহু এক হওয়ার কারণে শিক্ষক বা ছাত্ররা কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি।"

পুরনো স্মৃতির ভারে আকসার যেন আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না। সবার কৌতূহলী দৃষ্টি আর এই আবেগপ্রবণ ইতিহাস তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। সে হঠাৎ দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল।

"হ্যাঁ! থামুন আপনারা! থামুন!" আকসার হাপাতে হাপাতে বলল। "আমিই সেই আকসার। আমিই রোহিতের সেই ছোটবেলায় নদীর জলে হারিয়ে যাওয়া যমজ ভাই!"

একশ আশিটম অধ্যায়: একাকীত্বের বিষাদ

আশিকী দৌড়ে গিয়ে আকসারকে ধরল। "তবে কেন আকসার? কেন এতদিন তুমি আমার কাছেও এই সত্যিটা লুকিয়ে রেখেছিলে? অন্তত তোমার স্ত্রীকে তো বলতে পারতে?"

আকসার আশিকীর দিকে তাকিয়ে করুণ হাসল। "পরিচয়? যে ছেলেকে চার বছর বয়সে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যে ছোটবেলা থেকে আজ অব্দি অনাথের মতো একলা বড় হয়েছে, যার মাথায় হাত

রাখার মতো কেউ ছিল না—সে কিসের পরিচয় দেবে? কেউ আমাকে কোনোদিন খোঁজেনি, কেউ আমাকে পালন করেনি। আমি নিজের চেষ্টায় বিডিও হয়েছি। আমি চেয়েছিলাম আমার সেই অভিশপ্ত অতীত আর এই পরিচয়টা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে। আমি চাইনি কেউ জানুক আমি কে।"

হিরণ্ময় এগিয়ে এসে আকসারের কাঁধে হাত রাখলেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। "ভাই... তুই বেঁচে আছিস জানলে আমি কি তোকে একা থাকতে দিতাম?"

আকসার মুখ ফিরিয়ে নিল। ২০ বছরের জমানো অভিমান আর যন্ত্রণার বরফ কি আজ গলতে শুরু করল? নাকি এই পরিচয় পাওয়ার পর লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল?

মায়ানগরীর আকাশ এখন সাক্ষী—রোহিত নেই ঠিকই, কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি আকসার আজ নিজের রক্ত-মাংসের সত্য নিয়ে ফিরে এসেছে। এবার এক চূড়ান্ত
ট্র্যাজেডি আর প্রতিহিংসার সন্ধিক্ষণে।

একশ একাশিতম অধ্যায়: অনুশোচনার উপহার

আকসার যখন নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তার পিছুটান আর দীর্ঘদিনের একাকীত্বের ভার তাকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল। হঠাৎ সুনীল রায় এগিয়ে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। আকসার ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই সুনীল পকেট থেকে একটি খাম বের করলেন। খামের ভেতর থেকে দুটো ঝকঝকে প্লেনের টিকিট বের করে তিনি আকসারের হাতে তুলে দিলেন।

"এগুলো কী?" আকসার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সুনীল ধরা গলায় বললেন, "এগুলো সিঙ্গাপুরের **(Singapore)** টিকিট। আমি চাই তুমি আর আশিকী আজ রাতেই এই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাও। কুড়ি বছর ধরে আমরা যে নরক তৈরি করেছি, সেখান থেকে তোমাদের একটু মুক্তি দরকার। তাছাড়া তোমাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যে দেওয়াল তৈরি হয়েছে, সেটা ভাঙার জন্য
নির্জনতা প্রয়োজন। এটাকে আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের হানিমুনের উপহার
হিসেবেই মেনে নাও।"

গৌরব পাশে দাঁড়িয়ে সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ আকসার। এখানে থাকলে রেশমা আর সন্দীপ তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওরা যখন জানবে যে আমরা তোমাদের
পক্ষে, তখন ওরা আরও হিংস্র হয়ে উঠবে।"

একশ বিরাশিতম অধ্যায়: আস্থার পরীক্ষা

আকসার টিকিট দুটোর দিকে তাকিয়ে সংশয়ে পড়ে গেল। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "আপনাদের দেওয়া টিকিট নিয়ে আমি কেন যাব? আপনাদের এই হঠাৎ বদলে যাওয়াটা কি আবার

কোনো নতুন ফাঁদ?"

ঠিক সেই সময় ধীরাজ এগিয়ে এসে আকসারের কাঁধে হাত রাখলেন। "আকসার, আমি বলছি তুমি যাও। সুনীল আর গৌরব সত্যিই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। ওরা যদি ভালো না হতো, তবে আমি আজ ওদের সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে আসতাম না। আমি তো অন্তত কোনোদিন খারাপ মানুষের সঙ্গ দিইনি, তাই না?"

বাড়ির বাকিরাও—হিরণ্ময় আর ক্রুশাল—আকসারকে বোঝাতে লাগলেন। তাঁরা চাইলেন এই সুযোগে আকসার আর আশিকী নিজেদের জীবনটা একটু গুছিয়ে নিক। সবার জোরাজুরিতে আকসার আর আশিকী শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, শত্রুকে মোকাবিলা করার আগে নিজেদের মনের শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন।

একশ তিরাশিতম অধ্যায়: মায়ানগরী থেকে নীল আকাশে

সেদিন রাতটা ছিল বড্ড দ্রুত। তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ গুছিয়ে নিল আশিকী। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় তাঁদের বিদায় জানাতে গেট পর্যন্ত এলেন। ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব তাঁদের গাড়িতে করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন।

মুম্বাইয়ের রাতের আকাশ চিরে যখন প্লেনটা সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে উড়াল দিল, জানালার পাশে বসে থাকা আশিকী আকসারের হাতটা শক্ত করে ধরল। কুড়ি বছর আগেকার সেই হেলেনা আর আজকের আকসার—যমজ ভাইয়ের চেহারায় থাকা এক নতুন মানুষ—তাঁরা দুজনে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াল।

সুনীল আর গৌরব এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারা মনে মনে বলল, "তোমরা সুখে থাকো। রেশমা আর সন্দীপের এই বিষাক্ত মায়া আমরাই এবার শেষ করব।"

কিন্তু তাঁরা জানতেন না, মুম্বাইয়ের কোনো এক অন্ধকার ঘরে বসে রেশমা তখন তাঁর পরবর্তী চাল তৈরি করছেন। আকসার আর আশিকীর এই অনুপস্থিতি কি রেশমার কাজ সহজ করে দেবে? নাকি সিঙ্গাপুরের সেই শান্ত সৈকতে কোনো নতুন রহস্য অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য?

একশ চুরাশিতম অধ্যায়: শিকারির চোখে শিকার

পরদিন সকালে সূর্যের আলো ফুটে উঠলেও সুনীল আর গৌরবের মনে ছিল অজানা আশঙ্কার মেঘ। ঠিক তখনই ঝড়ের বেগে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল রেশমা। তার চোখেমুখে এক বিষাক্ত আত্মবিশ্বাস। সুনীল আর গৌরব ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করলেও মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে রাখল।

রেশমা সোফায় বসে তাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার সুনীল দা? তোমাদের আজকাল বড্ড অন্যরকম লাগছে। আমার সাথে কোনো নতুন পরিকল্পনা নেই, কোনো আলোচনা নেই। হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেলে কেন?"

সুনীল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রেশমা তার হাতটা টেনে ধরল এবং পকেট থেকে একটি সোনার ব্রেসলেট বের করে সুনীলের কবজিতে পরিয়ে দিল। সুনীল বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। ওটা তো তার নিজের ব্রেসলেট!

রেশমা এক পৈশাচিক হাসি হেসে বলল, "অবাক হচ্ছ? ভাবছো ওটা আমার কাছে কী করে এল? সুনীল দা, তুমি কি ভেবেছিলে তোমার এই বুড়ো বয়সের গোয়েন্দাগিরি আমি ধরতে পারব না? সেদিন রাতে তুমি আমাকে ফলো করতে করতে আমার আর সন্দীপের গোপন ডেরায় পৌঁছে গিয়েছিলে, সেটা আমি প্রথম থেকেই জানতাম। তোমার ওই দামী পারফিউমের গন্ধটা আমার বড্ড চেনা। আর ওই বিড়ালটা ফুলদানি ভাঙেনি, ওটা তোমার হাতে লেগেই ভেঙেছিল। তাড়াহুড়ো করে পালানোর সময় এই ব্রেসলেটটা ওখানে ফেলে এসেছিলে।"

একশ পঁচাশিটম অধ্যায়: শয়তানের চেয়েও ভয়ংকর

সুনীল আর গৌরবের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। রেশমা বলে চলল, "আমি এটাও জানি যে ওই আকসার আসলে রোহিতের যমজ ভাই। আর তোমরা এখন বড্ড ভালো মানুষ সাজছো। আকসার আর আশিকীকে সুখে থাকার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছো? কিন্তু মনে রেখো, যতদিন রেশমা আর সন্দীপ বেঁচে আছে, ওরা কোনোদিন সুখে থাকতে পারবে না। আমি ওদের ছায়ার মতো তাড়া করব।"

রেশমা উঠে দাঁড়িয়ে তর্জনী উঁচিয়ে বলল, "তোমরা যদি নিজেদের শয়তান মনে করো, তবে আমি তোমাদের চেয়েও দ্বিগুণ শয়তান। আজ তোমাদের এমন একটা জিনিস দেখাব যা তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করোনি। চলো আমার সাথে।"

সুনীল আর গৌরব একে অপরের দিকে তাকাল। রেশমা ঘর থেকে বেরোতেই গৌরব দ্রুত পকেট থেকে ফোন বের করল। ফোনের ওপাশে দীর্ঘক্ষণ ধরে লাইভ কলে সব শুনছিলেন ক্রুশাল শর্মা।

গৌরব ফিসফিস করে বলল, "ক্রুশাল বাবু, সব তো শুনলেন। রেশমা আমাদের কোথাও একটা নিয়ে যেতে চাইছে। ও হয়তো বড় কোনো চাল চালবে। আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? যদি আমরা কোনো বিপদে পড়ি, তবে আপনিই আমাদের শেষ ভরসা।"

ফোনের ওপাশ থেকে ক্রুশালের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "তোমরা যদি সত্যিই ভালো মানুষ হওয়ার পথে পা বাড়িয়ে থাকো, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গ দেব। তোমরা যাও, আমি ছায়ার মতো তোমাদের পেছনে থাকব। রেশমা যেন কিছু টের না পায়।"

একশ ছিয়াশিতম অধ্যায়: গোপন ডেরার মরণফাঁদ

রেশমা তার গাড়িতে করে সুনীল আর গৌরবকে সেই নির্জন পুরনো বাংলোর দিকে নিয়ে চলল। পেছনে নিজের বাইক নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পিছু নিলেন ক্রুশাল। তিনি এমন দূরত্ব বজায় রাখছিলেন যাতে রেশমার তীক্ষ্ণ নজর তাঁকে ধরতে না পারে।

গন্তব্যে পৌঁছে রেশমা তাদের সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আগে থেকেই বসে ছিল সন্দীপ গুপ্ত। তার সামনে রাখা কিছু তান্ত্রিক সরঞ্জাম আর ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটা বড্ড ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ক্রুশাল বাংলোর বাইরে একটি ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ভেতরে নজর রাখলেন।

রেশমা সন্দীপের পাশে দাঁড়িয়ে সুনীল আর গৌরবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ তোমাদের জীবনের সবচাইতে বড় রহস্যের মুখোমুখি করব। কুড়ি বছর ধরে যে সত্যটা আমি মাটিতে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, আজ তা তোমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠবে।"

সুনীল আর গৌরব পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাদের বুকের ধড়ফড়ানি তখন চরমে। আড়ালে থাকা ক্রুশালও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন—রেশমা ঠিক কী দেখাতে চাইছে? কোন সেই ভয়ংকর সত্য যা কুড়ি বছর ধরে সবার অগোচরে ছিল?

একশ সাতাশিতম অধ্যায়: ২০ বছরের অন্ধকার কারাবাস

পুরনো বাংলোর সেই স্যাঁতসেঁতে ভূগর্ভস্থ ঘরের ভেতরে বাতাসের শব্দও যেন ভয়ে থেমে গিয়েছিল। রেশমা এক পৈশাচিক হাসি হেসে ঘরের কোণে থাকা একটি ভারী লোহার দরজা টেনে খুলল। ভেতরের দৃশ্য দেখে সুনীল আর গৌরবের চিৎকার গলাতেই আটকে গেল। আড়ালে লুকিয়ে থাকা ক্রুশালের হাত থেকে মোবাইলটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে এই অকল্পনীয় দৃশ্যটি রেকর্ড করতে থাকলেন।

অন্ধকার ঘরের এক কোণে, দেওয়ালের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে এক জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষ। লম্বা চুল-দাড়ি, ফ্যাকাশে চামড়া আর ধুঁকতে থাকা শ্বাস—কিন্তু চোখ দুটো আজও চেনা।

"রোহিত!" সুনীল আর গৌরব সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ, এ অন্য কেউ নয়, ২০ বছর আগে যাকে সবাই মৃত বলে জানত, সেই রোহিত চৌধুরী আজও বেঁচে আছে। রেশমা আর সন্দীপ তাকে এই অন্ধকার নরকে কুড়িটি বছর ধরে জ্যান্ত কবর দিয়ে রেখেছে।

একশ অষ্টাশিতম অধ্যায়: রেশমার বিষাক্ত মনস্তত্ত্ব

সুনীল কাঁপতে কাঁপতে রেশমার কলার চেপে ধরল। "তুই মানুষ না জানোয়ার রেশমা? একটা জ্যান্ত ছেলেকে তুই ২০ বছর ধরে এখানে বন্দি করে রেখেছিস? কেন? কিসের এত শত্রুতা তোর ওর সাথে?"

রেশমা সজোরে সুনীলের হাত সরিয়ে দিয়ে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। তার চোখে এখন আগুনের হলকা। সে চিৎকার করে বলল, "শত্রুতা? তোমরা কি জানো ভালোবাসা না পাওয়ার যন্ত্রণা কী? তোমরা তো স্রেফ আমার টাকার গোলাম ছিলে! আমি ভালোবেসেছিলাম ধীরাজকে। কিন্তু এই আপদটার জন্য ধীরাজ আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ধীরাজের জীবনে আমি নয়, এই রোহিতই ছিল সব।"

রেশমা রোহিতের দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে বলল, "ধীরাজকে আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু ওর মনে কোনোদিন আমার জায়গা হয়নি। ধীরাজ সারাক্ষণ রোহিত রোহিত করে পাগল থাকত। আমি ওর স্ত্রী হয়েও কোনোদিন ওর ভালোবাসা পাইনি। আমার জীবনটা নরক হয়ে গিয়েছিল শুধু এই ছেলেটার জন্য।"

গৌরব স্তম্ভিত হয়ে বলল, "তার মানে ধীরাজকে না পেয়ে তুই সন্দীপকে বিয়ে করলি?"

রেশমা তাচ্ছিল্য করে বলল, "হ্যাঁ! ধীরাজের অবহেলা সহ্য করতে না পেরেই আমি সন্দীপের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমায় আজ এক তান্ত্রিকের হাত ধরতে হয়েছে। আর এই সবকিছুর জন্য দায়ী শুধু একজন—রোহিত!"

একশ ঊননব্বইতম অধ্যায়: প্রতিহিংসার নতুন নীল নকশা

সুনীল ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিল। "তোর যদি রোহিতের ওপর এত রাগ, তবে আকসার আর আশিকীর ক্ষতি কেন করতে চাইছিস? ওরা তো কোনো দোষ করেনি!"

রেশমা সন্দীপের কাঁধে হাত রেখে ক্রুর হাসি হাসল। "দোষ একটাই—আকসার হলো রোহিতের যমজ ভাই, আর আশিকী হলো সেই হেলেনা যে রোহিতকে ভালোবেসেছিল। আমার জীবনে যখন ভালোবাসা নেই, তখন আমি দুনিয়ার আর কাউকে ভালোবেসে সুখে থাকতে দেব না। বিশেষ করে রোহিতের সাথে যুক্ত কাউকে তো নয়ই।"

সন্দীপ গম্ভীর গলায় যোগ করল, "আমরা রোহিতকে মারব না। ওকে তিলে তিলে মারার চেয়ে জ্যান্ত রাখা অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক।"

রেশমা রোহিতের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "শোন রোহিত, ২০ বছর তো একা এখানে কাটিয়েছিস। এবার তোকে এক বিশেষ খেলা দেখাব। তোর চোখের সামনে তোর ভাই আকসার আর তোর প্রেমিকা হেলেনাকে আমরা শেষ করে দেব। তুই এখানে বসে বসে

দেখবি যে তোর ভালোবাসার মানুষগুলো কীভাবে মরছে। এটাই তোর শেষ শাস্তি!"

বাংলোর বাইরে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্রুশালের চোখে তখন জলের ধারা। তিনি ভাবতেও পারেননি তাঁর আদরের রোহিত আজও বেঁচে আছে এবং এত বড় অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। তিনি মনে মনে শপথ নিলেন, এই ভিডিওটিই হবে রেশমার কফিনের শেষ পেরেক।

মায়ানগরীর সেই অভিশপ্ত রাতে ২০ বছরের পুরনো সত্য আজ আলোয় এল। কিন্তু রোহিতকে এই নরক থেকে উদ্ধার করার পথ কি খুব সহজ হবে? নাকি রেশমার শয়তানি বুদ্ধি এবার নতুন কোনো রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে?

একশ নব্বইতম অধ্যায়: শিকলবন্দি ক্ষমা

ঘরের কোণে কঙ্কালসার রোহিতকে দেখে সুনীল আর গৌরবের ভেতরের শেষ দম্ভটুকুও ধুলোয় মিশে গেল। তারা টলতে টলতে রোহিতের পায়ের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। ২০ বছরের যে অপরাধবোধ তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল, তা আজ কান্নায় ফেটে পড়ল।

"রোহিত... আমাদের ক্ষমা করে দিস রে!" সুনীল ডুকরে কেঁদে উঠল। "আমরা জানতাম না রেশমা তোকে এভাবে জ্যান্ত কবরে রেখে দিয়েছে। সন্দীপের কালো জাদুর নেশায় আমরা মানুষ থেকে পশু হয়ে গিয়েছিলাম।"

গৌরব রোহিতের শিকল ধরা হাত দুটো নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলল, "আমরা আজ থেকে আর রেশমার সাথে নেই। আমরা সত্যিই ভালো মানুষ হতে চাই। আমাদের ক্ষমা করবি কি?"

রোহিত অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাদের দিকে তাকাল। তার কণ্ঠে কোনো ঘৃণা নেই, বরং এক অদ্ভুত স্থৈর্য। সে ফিসফিস করে বলল, "আমি সব শুনেছি। আমি জানি রেশমা আর সন্দীপ তোমাদের ওপর কী করেছিল। আমি তোমাদের অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। ঘৃণা দিয়ে তো আর হারানো সময় ফিরে পাওয়া যায় না।"

রোহিতের এই নিঃস্বার্থ ক্ষমা শুনে সুনীল আর গৌরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। যে মানুষটাকে তারা ২০ বছর ধরে শেষ করতে চেয়েছে, সেই মানুষটাই আজ তাদের মুক্তি দিচ্ছে।

একশ একানব্বইতম অধ্যায়: এক বিসর্জিত প্রেম

সুনীল রোহিতের কানে ফিসফিস করে বলল, "রোহিত, তুই চিন্তা করিস না। আমরা আকসার আর আশিকীকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি। রেশমা বা সন্দীপ এখন ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমরা তোকে খুব শীঘ্রই এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।"

রোহিতের ঠোঁটে এক করুণ হাসি ফুটে উঠল। সে ধরা গলায় বলল, "হেলেনা এখন আর আমার

প্রেমিকা নেই। ও এখন আমার ভাই আকসারের স্ত্রী—আশিকী। আমি কখনো হেলেনার খারাপ চাই না। ও অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। আমি চাই ও আকসারের সাথে সুখে থাকুক। আমার জীবনে যা ঘটেছে, তা যেন কখনো আমার ভাইয়ের সাথে না ঘটে।"

রোহিতের এই আত্মত্যাগ দেখে সুনীল আর গৌরবের চোখের জল আর থামছিল না। ২০ বছরের অন্ধকার ঘরে থেকেও রোহিতের মনটা আজও আকাশের মতো উদার রয়ে গেছে।

একশ বিরানব্বইতম অধ্যায়: বিষধর সাপের শেষ ফণা

রেশমা এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পৈশাচিক আনন্দ নিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। সে এগিয়ে এসে সুনীল আর গৌরবের কাঁধে হাত রাখল। তার স্পর্শে যেন বরফমাখা ঠান্ডা ঘৃণা মিশে ছিল।

"খুব তো নাটক হলো!" রেশমা তাচ্ছিল্য করে বলল। "শোনো সুনীল, গৌরব—তোমাদের যদি খুব মায়া লাগে, তবে মাঝে মাঝে এসে রোহিতের সাথে দেখা করে যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, যদি বাইরের কাউকে এই কথা বলেছো যে রোহিত বেঁচে আছে, তবে তোমাদের অবস্থা ঠিক এই রোহিতের মতোই হবে। পৃথিবী জানবে তোমরাও রোহিতের মতো মারা গেছো। রেশমা আর সন্দীপের গোপন কথা বাইরে গেলে কারো নিস্তার নেই।"

সুনীল আর গৌরব কোনো উত্তর দিল না। তারা জানত এখন পালটা লড়াই করার সময় নয়। তারা মাথা নিচু করে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের পেছনে পড়ে রইল রোহিতের সেই করুণ চাহনি আর রেশমার বিষাক্ত অট্টহাসি।

একশ তিরানব্বইতম অধ্যায়: প্রমাণের মুষ্টি ও আগামী ঝড়

সুনীল আর গৌরব বাংলোর গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ঝোপের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন ক্রুশাল শর্মা। তাঁর দুচোখ লাল, কিন্তু হাত কাঁপছে না। তাঁর মোবাইলের স্ক্রিনে বন্দি হয়ে আছে রেশমার স্বীকারোক্তি, সন্দীপের কালো জাদুর প্রমাণ এবং সবচাইতে বড় কথা—জ্যান্ত রোহিতের ছবি।

ক্রুশাল বিড়বিড় করে বললেন, "রেশমা, তুই ভাবলি তুই জিতলি? তুই জানিসও না যে তোর ধ্বংসের পরোয়ানা আমার পকেটে। রোহিত বেঁচে আছে—এই খবরটা হিরণ্ময় জানলে কী করবে তুই জানিস না।"

রেশমা আর সন্দীপ তখনও নিজেদের জয় উদযাপনে মত্ত। তারা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে তাদের ২০ বছরের সাজানো দুর্গ আজ এক তুড়িতে ভেঙে পড়ার মুখে। ক্রুশাল অন্ধকার পথে নিজের বাইক নিয়ে দ্রুত হিরণ্ময়ের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

মায়ানগরীর আকাশ এবার এক ভয়ংকর কালবৈশাখীর সংকেত দিচ্ছে। এই চূড়ান্ত রহস্য উন্মোচন এবার এক রক্তক্ষয়ী পরিণতির দিকে মোড় নিল।

একশ চুরানব্বইতম অধ্যায়: অন্ধকারের পারে আলোর রেখা

ক্রুশাল যখন হন্তদন্ত হয়ে হিরণ্ময়ের বাড়িতে ফিরে এলেন, তাঁর চোখেমুখে তখন এক অন্যরকম উত্তেজনা। হিরণ্ময় আর ধীরাজ ড্রয়িংরুমে বসে বিমর্ষ মুখে কী একটা আলোচনা করছিলেন। ক্রুশাল ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলেন, "হিরণ্ময়! ধীরাজ! শেষ হয়েও শেষ হয়নি! আমাদের রোহিত বেঁচে আছে!"

হিরণ্ময় আর ধীরাজ যেন নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ধীরাজ সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বললেন, "এ কী বলছ ক্রুশাল? ২০ বছর আগে যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সে আজ কীভাবে ফিরে আসবে?"

ক্রুশাল আর কোনো কথা না বলে নিজের মোবাইলটি বের করে সেই গোপন ডেরায় রেকর্ড করা ভিডিওটি চালিয়ে দিলেন। স্ক্রিনে দেখা গেল—শিকলবন্দি, কঙ্কালসার কিন্তু জ্যান্ত রোহিতকে। সে নিচু স্বরে কথা বলছে সুনীল আর গৌরবের সাথে।

ভিডিওটি দেখে হিরণ্ময় নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, "আমার ভাই... আমার ছোট্ট রোহিত ওই কালকুঠুরিতে কুড়ি বছর কাটিয়ে দিল? আমি বড় দাদা হয়েও কিছুই করতে পারিনি!" ধীরাজও পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আনন্দের চেয়েও অনুশোচনা তাঁকে বেশি গ্রাস করছিল। কুড়ি বছর আগে তাঁর একটা ভুল সিদ্ধান্ত আজ রোহিতের এই অবস্থার জন্য দায়ী।

একশ পঁচানব্বইতম অধ্যায়: একটি কঠিন সিদ্ধান্ত

ক্রুশাল হিরণ্ময়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "শান্ত হও হিরণ্ময়। সুনীল আর গৌরব সত্যিই বদলে গেছে। ওরা রোহিতের কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং কথা দিয়েছে যে খুব শীঘ্রই ওরা রোহিতকে ওই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।"

আনন্দের আতিশয্যে হিরণ্ময় ফোন বের করলেন। "আমি এখনই সিঙ্গাপুরে ফোন করব! আকসার আর হেলেনাকে এই খবরটা দিতেই হবে। রোহিত বেঁচে আছে জানলে ওরা খুশিতে পাগল হয়ে যাবে!"

ক্রুশালও সায় দিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ধীরাজ হিরণ্ময়ের হাতটা শক্ত করে ধরলেন। "না হিরণ্ময়! এখন ওদের ফোন করো না। এই খবরটা এখন ওদের কাছে পৌঁছানো মানে এক বিশাল বিপর্যয় ডেকে আনা।"

হিরণ্ময় আর ক্রুশাল অবাক হয়ে ধীরাজের দিকে তাকালেন। ধীরাজ গম্ভীর গলায় বললেন, "ভুলে যেও না, সুনীল ওদের সিঙ্গাপুরে পাঠিয়েছে নিজেদের সম্পর্কটা নতুন করে শুরু করার জন্য। হেলেনা এখন আকসারের স্ত্রী—আশিকী। কুড়ি বছর ধরে ও রোহিতকে মৃত ভেবে শোক করেছে। এখন যদি ও হঠাৎ জানতে পারে রোহিত বেঁচে আছে, তবে কি ও আর আকসারের সাথে সংসার করতে পারবে? ও কি ওর পুরনো প্রেমের টানে ফিরে আসবে না?"

একশ ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়: সম্পর্কের সুরক্ষা ও নীরবতার চুক্তি

ধীরাজ বুঝিয়ে বললেন, "শত হলেও আকসার রোহিতের যমজ ভাই। যদি রোহিতের ফেরার খবর শুনে আশিকী আকসারকে ছেড়ে দেয়, তবে দুজনের সম্পর্কটা জোড়া লাগার বদলে চিরতরে ভেঙে যাবে। আকসারও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হবে। আমরা কি চাই একটা ভাইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে অন্য ভাইয়ের ঘর ভেঙে দিতে?"

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় ধীরাজের যুক্তির গভীরতা বুঝতে পারলেন। আকসার আর আশিকীর বিয়েটা হয়েছিল এক বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেখানে রোহিত ছিল কেবল এক স্মৃতি। আজ সেই স্মৃতি রক্ত-মাংসে ফিরে এলে বর্তমানের সম্পর্কটা টলমল করে উঠবে।

হিরণ্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক বলেছ ধীরাজ। ওদের হানিমুনটা শান্তিতে কাটুক। ওরা বিদেশে নিজেদের সময়টুকু উপভোগ করুক। ওরা ফিরে আসুক, তারপর পরিস্থিতি বুঝে আমরা ওদের সব সত্যি বলব।"

ক্রুশাল তখনই সুনীল আর গৌরবকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। সুনীল আর গৌরবও এই সিদ্ধান্তে রাজি হলো। তারা সবাই মিলে স্থির করল, আকসার আর আশিকী ফিরে না আসা পর্যন্ত রোহিতের বেঁচে থাকার খবরটি চরম গোপনীয়তার মধ্যে রাখা হবে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এক অমোঘ সত্যকে সাময়িকভাবে তালাবদ্ধ করে রাখা হলো।

মায়ানগরীর আকাশে এখন এক নতুন উত্তেজনার পারদ। একদিকে বন্দি রোহিতের মুক্তির অপেক্ষা, অন্যদিকে বিদেশে থাকা এক নবদম্পতির অজান্তে বয়ে চলা এক গোপন ঝড়ের প্রস্তুতি।

একশ সাতানব্বইতম অধ্যায়: বুকিত তিমাহ হিল—প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা

সিঙ্গাপুরের আকাশ আজ মেঘমুক্ত, কিন্তু আশিকীর মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সুনীল আর হিরণ্ময়দের জোরাজুরিতে তারা আজ বিদেশের মাটিতে, কিন্তু হৃদয়ের দূরত্ব কি মেটানো এতই সহজ? সকালে আকসার আশিকীকে নিয়ে চলল সিঙ্গাপুরের সবচাইতে উঁচু পাহাড়—বুকিত তিমাহ হিল **(Bukit Timah Hill)**-এর চূড়ায়।

চারপাশে ঘন সবুজের সমারোহ আর নিচে অতল গভীর খাদ। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আশিকী

অস্থির হয়ে উঠল। সে আকসারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আকসার, এটা আমাদের মুম্বাই শহর নয়। এখানে আমরা কাউকে চিনি না, জানি না। হুট করে এই নির্জন আর উঁচু পাহাড়ের ওপর আমাকে কেন নিয়ে এলে? কী চাও তুমি?"

আকসার পাহাড়ের ধারের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, "সুনীল আমাদের শুধু বাঁচানোর জন্য এখানে পাঠায়নি আশিকী। সে বলেছিল, যতদিন আমাদের সম্পর্ক ঠিক না হয়, আমরা যেন না ফিরি। আমি চাই আজ এই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের সব হিসাব চুকিয়ে নিতে।"

একশ আটানব্বইতম অধ্যায়: অসম্পূর্ণ ভালোবাসা ও অভিমান

আশিকী বিষণ্ণ হেসে বলল, "সম্পর্ক? আকসার, আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল ছিল ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার জন্যই আজ শত্রুরা আমাদের জীবনটাকে ছারখার করে দিয়েছে। আমি রোহিতকে ভালোবেসেছিলাম। সেই ভালোবাসা হয়তো পৃথিবীর কাছে অসম্পূর্ণ, কিন্তু আমার কাছে ওটাই চরম সত্য। কেন তুমি বারবার আমাকে সেই পুরনো যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছ?"

আকসার কোনো কথা বলল না। সে হুট করে আশিকীর হাতটা ধরল এবং পাহাড়ের খাদের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ল। পরিস্থিতি এমন হলো যে, আশিকী যদি হাত ছেড়ে দেয়, তবে আকসার সরাসরি কয়েকশ ফুট নিচে পাথরের ওপর আছড়ে পড়বে।

আশিকী আর্তনাদ করে উঠল, "আকসার! কী করছ তুমি? পাগল হয়ে গেলে? উঠে এসো!"

আকসারের চোখে তখন এক অদ্ভুত জেদ। সে বলল, "আশিকী, আমি আর এভাবে ছায়া হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি জানতে চাই তোমার হৃদয়ে আমার জায়গা কোথায়। যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তবেই তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে। আর যদি না বাসো, তবে হাত ছেড়ে দাও। তোমার মায়ার খাতিরে বা দয়া করে আমাকে বাঁচানোর দরকার নেই। আমি তোমার ভালোবাসা নিয়ে বাঁচতে চাই, করুণা নিয়ে নয়।"

একশ নিরানব্বইতম অধ্যায়: জীবনের বাজি ও এক নতুন সত্য

আকসার সত্যি সত্যিই পাহাড়ের কিনার থেকে নিজের পায়ের ভারসাম্য সরিয়ে নিল। সে পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই আশিকী মরণপণ শক্তিতে আকসারের হাতটা আঁকড়ে ধরল। তার দুচোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে।

"নাআআ!" আশিকী চিৎকার করে উঠল। সে সবটুকু শক্তি দিয়ে আকসারকে টেনে উপরে তুলে আনল। দুজনে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

আশিকী ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "কেন এমন করলে? তুমি কি জানো না রোহিত আমার প্রথম

ভালোবাসা ছিল? আমি চাইলেই কি তাকে মুছে ফেলতে পারি? কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না। আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তুমি কেন বুঝতে চাইছ না?"

আকসার আশিকীর চোখের জল মুছে দিয়ে খুব ধীরস্থিরভাবে বলল, "আশিকী, এই 'প্রথম ভালোবাসা' বলে আসলে কিছু হয় না। জীবনে সেই ভালোবাসাই আসল, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাথে টিকে থাকে। আমি আজ নিজের জীবন বাজি রেখেছিলাম শুধু এটা দেখতে যে তুমি আমাকে হারাবে কি না। আমি জানি না তুমি কবে আমাকে পুরোপুরি নিজের করে নেবে, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তোমার সাথে থাকার বাজি ধরলাম।"

আশিকী স্তব্ধ হয়ে আকসারের দিকে তাকিয়ে রইল। এই জেদী, পাগলাটে মানুষটি যে তাকে এতটা গভীর থেকে চায়, তা সে আজ অনুভব করল। পাহাড়ের সেই নির্জনতা সাক্ষী রইল এক নতুন সম্পর্কের সূচনার।

আকসার আর আশিকী ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে হোটেলের দিকে রওনা দিল। কিন্তু তাদের মনের ভেতরে তখন বইছে এক অন্যরকম ঝড়। আকসার কি পারবে আশিকীর মন থেকে রোহিতের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে দিতে? আর মুম্বাইয়ে বন্দি থাকা রোহিতের খবর জানলে কি এই নতুন প্রেম তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে?

দুইশতম অধ্যায়: এক অঘোষিত ষড়যন্ত্র

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। মুম্বাইয়ে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের ড্রয়িংরুমে আজ এক অন্যরকম সভা বসেছে। সেখানে উপস্থিত আছেন ধীরাজ, আর সদ্য বদলে যাওয়া সুনীল ও গৌরব। সবার মনেই এখন একটাই চিন্তা—যাদের এত ঘটা করে বিদেশে পাঠানো হলো, সেই আকসার আর আশিকীর মধ্যে কি আদেও কোনো বরফ গলেছে?

সুনীল অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, "দেখুন, আমরা তো আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ওদের সিঙ্গাপুরে পাঠালাম। কিন্তু ওখানে কি ওরা আদেও কাছাকাছি এসেছে? না কি এখনও সেই মুখ দেখাদেখি বন্ধ?"

ক্রুশাল মুচকি হেসে বললেন, "আমার তো মনে হয় প্রেম করাটা ওদের ধাতে নেই। একেকটা যেন পাথরের মূর্তি!"

হিরণ্ময় ফোনটা হাতে নিয়ে বললেন, "এভাবে অন্ধকারে হাতড়ে লাভ নেই। আমি একবার আকসারকে ফোন করছি, লাউডস্পিকারে থাকবে, আপনারাও শুনুন ওখানকার পরিস্থিতি।"

দুইশ একতম অধ্যায়: ফোনের ওপারে সিঙ্গাপুর

ফোন বাজতে শুরু করল। কয়েকবার বাজার পর ওপাশ থেকে আকসার ফোনটা ধরল। হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করলেন, "কী খবর আকসার? সব ঠিকঠাক তো?"

আকসারের গলায় এক ধরণের বিষণ্ণতা। সে বলল, "না হিরণ্ময় দা, এখনও কিছু ঠিক হয়নি। সকালে আমরা 'বুকিত তিমাহ হিল' পাহাড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে এক চরম উত্তেজনার পর আশিকী এখন পাশের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ও কী চায়।"

আকসারের কথাগুলো লাউডস্পিকারে শুনে ঘরের সবাই আঁতকে উঠল। গৌরব বিড়বিড় করে বলল, "সর্বনাশ! হানিমুনে গিয়েও আলাদা রুমে? এরা তো আমাদের ডুবাবে!"

সুনীল আর দেরি না করে ফোনটা নিজের কাছে টেনে নিল। "আকসার, শোনো! আমি তোমাদের জন্য আজ রাতে সিঙ্গাপুরের এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে ডিনার বুক করে রেখেছি। তোমরা দুজন আজ রাতে সেখানে যাবেই। এটা আমার অনুরোধ।"

আকসার অবাক হয়ে বলল, "সুনীল বাবু, এসবের কী দরকার ছিল? আপনি তো আমাদের টিকিট দিয়েছেন, ক্ষমা চেয়েছেন—তাতেই তো যথেষ্ট। তাছাড়া আজ এখানে আকাশ খুব মেঘলা, মনে হচ্ছে রাতে তুমুল বৃষ্টি হবে।"

সুনীল আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, "আকসার, আমরা নিজেদের হৃদয় পরিবর্তন করেছি। ঈশ্বরের দিব্যি, আমরা আর কোনোদিন খারাপ কাজ করব না। আমাদের এই পাপের ঘড়া একটু কমাতে দাও। তোমরা যদি আজ ডিনারে না যাও, তবে আমি আর গৌরব কোনোদিন মনে শান্তি পাব না। দয়া করে অন্তত আমাদের এই শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করো।"

সুনীলের কথায় এক ধরণের কাকুতি ছিল যা আকসার ফেলতে পারল না। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো। সুনীল খুশি হয়ে ফোনটা রেখে দিল।

দুইশ দুইতম অধ্যায়: বৃষ্টির প্রতীক্ষা ও আশঙ্কার দোলাচল

ফোন রাখার পর ধীরাজ গভীর উদ্বেগের সাথে বললেন, "সবই তো ঠিক আছে সুনীল। কিন্তু আমার বুকটা কাঁপছে। আজ আমরা ওদের মেলাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু যেদিন ওরা জানতে পারবে যে রোহিত বেঁচে আছে, সেদিন কি ওদের এই ঠুনকো সম্পর্কটা টিকে থাকবে? আশিকী কি তখন আকসারকে ঘৃণা করবে না?"

ক্রুশাল ধীরাজের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ধীরাজ বাবু, ভবিষ্যতের চিন্তা করে বর্তমানকে নষ্ট করবেন না। যখন রোহিত ফিরবে, তখন দেখা যাবে। এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ওদের মধ্যে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা। ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসলে সব ঝড় সামলাতে পারবে।"

সুনীল বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, "ঠিক তাই! দেখুন, আকসার নিজেই বলল আকাশে মেঘ করেছে। ডিনার আর বৃষ্টি—এই দুটোর মিলন হলে আজ সিঙ্গাপুরে কিছু একটা তো ঘটবেই! পাথরের মতো মানুষের মনও আজ গলতে বাধ্য। আপনারা সবাই শুধু অপেক্ষা করুন, আজ রাতে কোনো না কোনো সুখবর আমরা পাবই।"

মুম্বাইয়ের সেই ঘরে চারজন মানুষ আজ এক অজানা সুসংবাদের আশায় প্রহর গুনতে লাগল। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে আকসার আর আশিকী তৈরি হচ্ছিল এক অনিশ্চিত ডিনারের জন্য। তারা জানত না, এই বৃষ্টির রাতেই তাদের জীবনের কোনো এক নতুন অধ্যায় লেখা হতে চলেছে।

দুইশ ৩তম অধ্যায়: ডিনার ডেট ও হৃদয়ের টান

সিঙ্গাপুরের সেই অভিজাত রেস্টুরেন্টে ডিনার করার সময় আকসার আর আশিকীর মধ্যে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছিল, তবে সেই নিস্তব্ধতা অস্বস্তির নয়, বরং এক গভীর অনুভবের। মোমবাতির মৃদু আলোয় আশিকীর মুখটা আজ আরও মায়াবী দেখাচ্ছিল। সুনীলের পাঠানো এই ডিনার ডেট যেন তাদের মনের জমে থাকা বরফ গলানোর অনুঘটক হিসেবে কাজ করল। তারা জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে গল্প করল, হাসল—কুড়ি বছর পর এই প্রথম তাদের মনে হলো তারা সত্যিই কোনো এক নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা।

দুইশ ৪তম অধ্যায়: বৃষ্টির গান ও আকসারের স্বীকারোক্তি

ডিনার শেষ করে রেস্টুরেন্টের কাঁচের দরজা ঠেলে বাইরে পা রাখতেই আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সিঙ্গাপুরের রাস্তা নিমেষেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। আশিকী কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল আশ্রয়ের জন্য, ঠিক তখনই আকসার তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে আকসারের তপ্ত নিঃশ্বাস আশিকীর কানে বাজতে লাগল।

আকসার ফিসফিস করে বলল, "আশিকী, আমি আর পারছি না। আমার মনে হয় আমি তোমার প্রেমে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছি। এতদিন তো আমি শুধু দিন কাটাতাম, কিন্তু তুমি আসার পর থেকে আমি সত্যিই বেঁচে থাকতে শুরু করেছি। আমার এই বেপরোয়া মনটা এখন শুধু তোমাকেই চায়। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন তোমাকে সারাজীবনের মতো নিজের করে পাই। তোমাকে ছাড়া প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে অভিশপ্ত মনে হয়।"

আশিকী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভেজা চোখে ঘুরে তাকিয়ে আকসারের চোখের দিকে চাইল। "আকসার, তুমি আমাকে ঠিক কতটা ভালোবাসো?"

আকসার আশিকীর কপালে নিজের কপাল ঠেকিয়ে বলল, "আমি হয়তো একদিন আয়নায় নিজের চেহারা ভুলে যাব, কিন্তু তোমার এই মায়াবী মুখ আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তোমার

থেকে দূরে যাওয়া মানে আমার বেঁচে থাকার অস্তিত্ব ফুরিয়ে যাওয়া।"

দুইশ ৫তম অধ্যায়: আশিকীর আত্মসমর্পণ ও বৃষ্টির রোমান্স

আকসারের এই অকপট স্বীকারোক্তি আশিকীর হৃদয়ের সব প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার করে দিল। সে আকসারের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। "আকসার, আমিও তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা আমার পক্ষেও অসম্ভব।
এখন থেকে তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার ভালোবাসা, তুমিই আমার জীবন। ঈশ্বরের দিব্যি, আমাদের এই টান কোনোদিন কমবে না।"

বৃষ্টিতে ভিজে তারা দুজন দুজনকে পরম মমতায় আলিঙ্গন করল। বিদ্যুতের চমক আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে যেন এক স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল। আকসার নিজের গায়ের দামি ব্লেজারটা খুলে ভিজে যাওয়া আশিকীর কাঁধে পরম যত্নে পরিয়ে দিল। তারপর এক ঝটকায় আশিকীকে নিজের শক্তিশালী বাহুতে পাঁজকোলা করে তুলে নিল। বৃষ্টির ধারা উপেক্ষা করে আকসার তার স্ত্রীকে কোলে নিয়ে হোটেলের দিকে হাঁটা দিল।

দুইশ ৬তম অধ্যায়: প্রথম মিলনের রাত

হোটেলে ফেরার পরও তাদের হৃদয়ের সেই উত্তাপ কমেনি। রুমের ভেতর এসির ঠান্ডাকে হার মানিয়ে দিচ্ছিল তাদের অন্তরের উষ্ণতা। জানালার বাইরে তখনও অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, আর ভেতরে জ্বলে উঠেছে এক নতুন প্রেমের প্রদীপ।

সেই রাতে কুড়ি বছরের দীর্ঘ অপেক্ষা, বিরহ আর যন্ত্রণার অবসান ঘটল। আকসার আর আশিকী একে অপরের শরীরের ঘ্রাণে, ছোঁয়ায় বিলীন হয়ে গেল। প্রথমবারের মতো তারা শারীরিক সম্পর্কের গভীরতায় একে অপরকে চিনে নিল। তাদের এই মিলন কেবল শরীরের ছিল না, ছিল দুই বিবাগী আত্মার এক হয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা।

সিঙ্গাপুরের সেই সিক্ত রাত সাক্ষী হয়ে রইল—অতীতের ছায়া সরিয়ে এক নতুন বর্তমানের জন্ম হলো। কিন্তু এই সুখের খবরের আড়ালে মুম্বাইয়ে বন্দি থাকা রোহিতের দীর্ঘশ্বাস কি তাদের এই আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেবে? এই সুন্দর মুহূর্তটি কি কোনো বড় ঝড়ের পূর্বাভাস?

দুইশ ৭ম অধ্যায়: গোপন শিহরণ ও নতুন প্রাণের বার্তা

সিঙ্গাপুরের হোটেলের জানালায় যখন ভোরের নরম আলো এসে পড়ল, আশিকীর মনে হলো আজকের

সকালটা অন্য সব দিনের চেয়ে আলাদা। কালকের সেই বৃষ্টির রাতের স্মৃতি তার শরীরে এক মিষ্টি আবেশ তৈরি করে রেখেছে। কিন্তু সকাল হতেই সে শরীরে এক অদ্ভুত অস্বস্তি অনুভব করল। আকসার তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে কিছু না জানিয়েই আশিকী চুপিচুপি তৈরি হয়ে হোটেলের কাছের একটি ক্লিনিকে গেল।

কিছুক্ষণ পর যখন ডাক্তার তাকে হাসিমুখে বললেন, "অভিনন্দন! আপনি মা হতে চলেছেন," তখন আশিকীর মনে হলো তার পায়ের তলার মাটি আনন্দেই দুলে উঠল। ২০ বছরের হাহাকার আর যন্ত্রণার পর আজ তার শরীরে এক নতুন প্রাণের স্পন্দন। প্রথমবার মা হওয়ার অনুভূতিতে তার চোখ ভিজে এল। সে ভাবল, "এই খবরটা পাওয়ার পর আকসার কতটা খুশি হবে! না, এখন ওকে বলব না। আগে দাদাকে জানাই, তারপর বাড়ি ফিরে এক বড় সারপ্রাইজ দেব আকসারকে।"

দুইশ ৮ম অধ্যায়: মুম্বাইয়ে খুশির খবর

ক্লিনিক থেকে হোটেলে ফেরার পথে আশিকী আড়ালে গিয়ে তার দাদা ক্রুশালকে ফোন করল।

"দাদা! আমি একটা খুব বড় খবর দিতে চাই," আশিকী খুশিতে হাপাচ্ছিল। "আমি প্রেগন্যান্ট দাদা! আমি মা হতে চলেছি। আর... আমার আর আকসারের সম্পর্ক এখন একদম ঠিক। আমরা এখন সত্যিই এক হয়ে গেছি।"

ক্রুশালের আনন্দ আর ধরে না। ফোনের ওপাশে তাঁর গলা ধরে এল। "হেলেনা... বোন আমার! তুই যে আজ সুখী হয়েছিস, এর চেয়ে বড় খবর আমার কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু আকসার কী বলল?"

আশিকী হেসে বলল, "আকসারকে এখনও বলিনি দাদা। আমি চাই মুম্বাই ফিরে ওকে সারপ্রাইজ দেব। তুমিও এখন হিরণ্ময় দা বা অন্য কাউকে এই খবরটা দিও না, ও যেন আমাদের মুখ থেকেই শোনে।" ক্রুশাল কথা দিলেন তিনি এই গোপনীয়তা বজায় রাখবেন।

দুইশ ৯ম অধ্যায়: ক্ষমা ও মিলনের সংজ্ঞা

হোটেলে ফিরে আশিকী দেখল আকসারের ঘুম ভেঙে গেছে। সে ল্যাপটপে অফিসের কিছু কাজ করছিল। আশিকী ঘরে ঢুকেই পেছন থেকে পরম মমতায় আকসারকে জড়িয়ে ধরল। আকসার কিছুটা অবাক কিন্তু ভীষণ খুশি হলো। এই প্রথম আশিকী কোনো দ্বিধা ছাড়াই নিজের থেকে তাকে এতটা কাছে টেনে নিল।

আকসার তার হাতটা ধরে কাছে টেনে বসিয়ে বলল, "কী ব্যাপার আশিকী? আজ তোমাকে বড্ড খুশি দেখাচ্ছে। কালকের বৃষ্টির পর কি মনের সব মেঘ কেটে গেল?"

আশিকী তার চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় এক হাসি দিয়ে বলল, "খুশি হব না? আমাদের মাঝে

এত ভালোবাসা এসেছে, সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি আর কী চাই?"

আকসার আশিকীর কপালে একটি আলতো চুমু দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "জানো আশিকী, কোনো স্বামী-স্ত্রী শুধু ভালোবাসার জন্যই একসাথে থাকে না। তারা তখনই এক হতে পারে যখন তারা একে অপরের অতীতের সব ভুল আর খারাপ সময়কে ক্ষমা করে দিতে পারে। আমরাও আজ একে অপরকে ক্ষমা করেছি বলেই আমাদের এই মিলন সার্থক হয়েছে।"

আশিকী আকসারের বুকে মাথা রেখে বলল, "আমি আজ বুঝতে পারলাম আকসার, 'একসাথে থাকা' আর 'এক হয়ে থাকা'র মধ্যে অনেক তফাত আছে। এতদিন আমরা শুধু একসাথে থাকতাম, কিন্তু আজ আমরা সত্যিই এক হয়ে গেছি।"

আকসার জানত না যে আশিকীর হাসির পেছনে আরও এক বিশাল আনন্দের রহস্য লুকিয়ে আছে। তারা আরও কিছুদিন সিঙ্গাপুরে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তারা কি জানত না যে মুম্বাইয়ে তাদের ফেরার অপেক্ষায় শুধু আনন্দ নয়, আরও এক অমীমাংসিত সত্যি—বন্দি রোহিত—অপেক্ষা করছে?

দুইশ দশম অধ্যায়: খুশির সংবাদ ও অশুভ মেঘ

সিঙ্গাপুরের রোমান্টিক আবহ যখন আকসার আর আশিকীকে নতুন জীবনের স্বাদ দিচ্ছে, ঠিক তখনই মুম্বাইয়ের ক্রুশালের বাড়িতে এক খুশির মেলা বসেছে। ক্রুশাল শর্মা ড্রয়িংরুমে হিরণ্ময়, ধীরাজ, সুনীল আর গৌরবকে ডেকে একটি অভাবনীয় খবর শোনালেন।

"একটু আগে আশিকী ফোন করেছিল," ক্রুশাল তাঁর চোখের জল মুছে হাসিমুখে বললেন। "খবরটা হলো—আশিকী প্রেগন্যান্ট! আমি দাদামশাই হতে চলেছি! আর তার চেয়েও বড় খবর হলো, ওদের দুজনের মধ্যে সব অভিমান মিটে গেছে। ওরা এখন সত্যিই একে অপরকে মন থেকে ভালোবাসে।"

এই খবর শোনা মাত্রই হিরণ্ময় আর ধীরাজ একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। ২০ বছরের কান্নার পর এই প্রথম তাঁদের পরিবারে এক আনন্দের জোয়ার এসেছে। সুনীল আর গৌরবও নিজেদের আনন্দ ধরে রাখতে পারলেন না।

সুনীল বুক ফুলিয়ে বললেন, "দেখেছেন তো! আমি বলেছিলাম না যে সিঙ্গাপুরের এই সফর বৃথা যাবে না? ওই মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টির রাতই তো দরকার ছিল ওদের পাথুরে মন গলাবার জন্য। আজ আমার সত্যিই খুব হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে আমার পাপের বোঝাটা একটু হলেও কমল।"

গৌরব আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, "হ্যাঁ সুনীল দা, আপনার সিদ্ধান্তই আজ ওদের ঘর বাঁধল। আমরা সত্যিই খুশি।"

দুইশ এগারোতম অধ্যায়: হিরণ্ময়ের বাস্তববাদী আশঙ্কা

তবে খুশির এই রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হিরণ্ময়, যিনি পেশায় একজন ডাক্তার এবং জীবনের কঠিন সত্যগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "খবরটা আনন্দের ঠিকই, কিন্তু এর ফলে পরিস্থিতি যে আরও কতগুণ জটিল হয়ে গেল—সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?"

সুনীল আর ধীরাজ অবাক হয়ে হিরণ্ময়ের দিকে তাকালেন। হিরণ্ময় বলতে লাগলেন, "এতদিন ব্যাপারটা ছিল শুধু আকসার আর আশিকীর। এখন এর সাথে জড়িয়ে গেল এক অনাগত নিষ্পাপ সন্তান। ওদের মধ্যে ভালোবাসা জন্মেছে, এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু এখন ভাবুন তো, যখন ওরা মুম্বাই ফিরবে এবং হুট করে জানতে পারবে যে রোহিত বেঁচে আছে, তখন কী হবে?"

সুনীল থমকে গেলেন। হিরণ্ময় বলে চললেন, "আশিকী তো সারাজীবন রোহিতকেই ভালোবেসেছে। আজ সে আকসারকে ভালোবাসতে শুরু করেছে কারণ সে জানে রোহিত মৃত। কিন্তু যেদিন রোহিত ওর সামনে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে দাঁড়াবে, সেদিন ও কী করবে? ও কি আকসার আর এই সন্তানকে ফেলে রোহিতের কাছে যাবে? নাকি রোহিতকে দেখেও ফিরে আসবে? আর আকসার? সে কি তার নিজের ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রী আর সন্তানকে বিসর্জন দিতে পারবে?"

দুইশ বারোতম অধ্যায়: সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ভয়

ধীরাজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "হিরণ্ময় ঠিকই বলেছে। আমরা যতই গোপন করার চেষ্টা করি না কেন, সত্যিটা তো একদিন না একদিন সামনে আসবেই। আজ যে সন্তান আশিকীর শরীরে বেড়ে উঠছে, সে তো আকসারের রক্ত। কিন্তু আশিকীর আত্মার সাথে তো রোহিতের বাঁধন। ঈশ্বর জানেন কী হবে সেদিন!"

সুনীল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "যা হবার হবে! এখন আমাদের একটাই কাজ—আশিকীর ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া। ও চেয়েছে আকসারকে নিজে এই খবরটা দিতে। তাই আমরা কেউ কোনোভাবে এই খবরটা আকসারকে জানাব না। ওরা ফিরুক, আগে রোহিতকে আমরা রেশমার কাছ থেকে উদ্ধার করি, তারপর পরিস্থিতির ওপর সব ছেড়ে দেব।"

ক্রুশাল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "হ্যাঁ, আমরা আপাতত এই খবর গোপনই রাখব। ওদের সম্পর্কটা আরও মজবুত হোক, যাতে কোনো ঝড়ে তা ভেঙে না যায়।"

সবাই মিলে এক কঠিন গোপনীয়তার শপথ নিলেন। একপাশে অনাগত সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা, অন্যপাশে বন্দি রোহিতের জীবনের লড়াই। মায়ানগরীর এই প্রতিটি পদক্ষেপ এখন আগ্নেয়গিরির ওপর হাঁটার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গাপুরে থাকা আকসার আর আশিকী জানত না, তাদের স্বপ্নের ফেরার পথে কতটা বড় বাস্তব অপেক্ষা করে আছে।

দুইশ ১৩তম অধ্যায়: মায়ানগরীতে প্রত্যাবর্তন

সিঙ্গাপুরের সেই স্বপ্নের সফর শেষ করে কয়েকদিন পর মুম্বাইয়ে ফিরে এলেন আকসার আর আশিকী। কুড়ি বছর পর এই প্রথম ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের বাড়িতে খুশির প্রদীপ জ্বলে উঠল। আকসার আর আশিকীর চোখের চাউনি আর একে অপরের প্রতি টান দেখে হিরণ্ময় আর ক্রুশাল বুঝতে পারলেন—বিদেশের মাটিতে এই দুই আত্মার মিলন সার্থক হয়েছে।

হিরণ্ময় এগিয়ে এসে আকসারের কাঁধে হাত রাখলেন। "কেমন কাটল দিনগুলো? তোদের দেখে মনে হচ্ছে তোরা নতুন কোনো জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরেছিস।"

আকসার হাসল, কিন্তু তার হাসিতে কিছুটা দুশ্চিন্তার রেখা ছিল। সে নিচু স্বরে বলল, "সবই ঠিক আছে হিরণ্ময় দা, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আশিকীর শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে। সারাক্ষণ কেমন ক্লান্ত লাগে, বমি বমি ভাব হয়। আমি ওকে সিঙ্গাপুরে ডাক্তার দেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হলো না। এখানে ফেরার পরও ওকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।"

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কথা বলে নিলেন। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন যে এগুলো কোনো অসুখ নয়, বরং আশিকীর শরীরে বেড়ে ওঠা নতুন প্রাণের লক্ষণ। হিরণ্ময় অভয় দিয়ে বললেন, "আরে তুই চিন্তা করিস না আকসার। নতুন জায়গা, আবহাওয়া পরিবর্তন—সব মিলিয়ে শরীর একটু আধটু খারাপ হতেই পারে। আমরা তো আছিই, আশিকীর কিচ্ছু হবে না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

দুইশ ১৪তম অধ্যায়: হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার দ্বন্দ্ব

আকসার আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেও ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। হিরণ্ময় দেয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, "ক্রুশাল, আমরা কি সত্যিই ঠিক করছি? একদিকে আকসার আর আশিকীর এই নতুন পৃথিবী, যেখানে নতুন প্রাণের স্পন্দন। আর অন্যদিকে... ওই অন্ধকার কুঠুরিতে পচে মরা আমার নিজের ভাই রোহিত। আমরা যখনই রোহিতকে উদ্ধার করব, তখনই তো এই নতুন পৃথিবীটা ধুলোয় মিশে যাবে। আমরা ওদের এই খুশির কথা বলব নাকি রোহিতের বেঁচে থাকার কথা বলব? কিছুই মাথায় কাজ করছে না।"

ক্রুশাল বিষণ্ণ গলায় বললেন, "এখন কিছু করার নেই হিরণ্ময়। পরিস্থিতি আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন শুধু সময়ের ওপর সব ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

দুইশ ১৫তম অধ্যায়: প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্ত

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। আশিকী নিজের ভেতরে মা হওয়ার অনুভূতিটা প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছিল। অবশেষে একদিন বিকেলে সে তার দাদা ক্রুশালকে আড়ালে ডেকে বলল, "দাদা, অনেকদিন তো হলো। আর কতদিন এই আনন্দটা নিজের মনে চেপে রাখব? আমি ঠিক করেছি আজ রাতেই আকসারকে সব সত্যি বলে দেব।"

আশিকীর চোখে তখন খুশির জল। সে উজ্জ্বল মুখে বলল, "আকসার ভাবছে আমি অসুস্থ, কিন্তু ও যখন জানবে ও বাবা হতে চলেছে, তখন ও কতটা খুশি হবে—একবার ভেবে দেখেছ? আজ রাতেই আমি ওকে এই সারপ্রাইজটা দেব।"

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় আশিকীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। হিরণ্ময় বললেন, "হ্যাঁ রে বোন, আজই বলে দে। যে মানুষটা তোকে এত ভালোবাসে, তার এই সত্যিটা জানার পূর্ণ অধিকার আছে। আর কোনো লুকোচুরি নয়। তুই যা, তোর ঘর সাজিয়ে ফেল।"

আশিকী লজ্জিত হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। সে ভাবতেও পারল না যে তার এই আনন্দের ঘোষণার আড়ালে মুম্বাইয়ের অন্য এক প্রান্তে এক করুণ ইতিহাস জ্যান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।

দুইশ ১৬তম অধ্যায়: কালবেলার প্রস্তুতি

রাতের ডিনারের পর আশিকী নিজের ঘরে ঢুকল। আকসার তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রাতের মুম্বাই দেখছিল। আশিকী বুক ভরে শ্বাস নিয়ে তৈরি হলো সেই শ্রেষ্ঠ খবরটা দেওয়ার জন্য। সে মনে মনে ভাবল, "রোহিত যেখানেই থাকুক, সে আজ আমাদের এই মিলন দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হচ্ছে। ও তো চেয়েছিল আমি যেন সুখে থাকি।"

সে কি জানত যে ঠিক সেই মুহূর্তেই রেশমা আর সন্দীপের গোপন ডেরায় রোহিত তাঁর মুক্তির প্রহর গুনছে? আর সুনীল-গৌরব এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে? এই বাঁকটি এক বিশাল ধামাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দুইশ ১৭তম অধ্যায়: গোপন সত্যের ভার

রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্রুশালের বাড়িতে এক থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে এল। হিরণ্ময় ক্রুশালকে আড়ালে ডেকে বললেন, "ক্রুশাল, আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না। ধীরাজ, সুনীল আর গৌরবের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমরা সবাই একমত যে আজই আকসার আর আশিকীকে সত্যিটা বলে দেওয়া উচিত। পরে যদি ওরা অন্য কারো কাছ থেকে বা হঠাৎ করে রোহিতের খবর পায়, তবে সেই আঘাত সামলানো কঠিন হবে।"

ক্রুশাল কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ হিরণ্ময়। সম্পর্কের ভিত দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের ওপর। আজই ওদের সব বলা দরকার।"

দুইশ ১৮তম অধ্যায়: বিস্ফোরণ ও বিস্ময়

হিরণ্ময় আর ক্রুশাল ধীরে ধীরে আকসার আর আশিকীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আশিকী তখন মনে মনে আকসারকে নিজের প্রেগন্যান্সির খবরটা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ হিরণ্ময় আর ক্রুশালকে গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকতে দেখে দুজনেই অবাক হলো।

আকসার সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হয়েছে হিরণ্ময় দা? ক্রুশাল দা? আপনারা এত রাতে এভাবে... কোনো সমস্যা হয়েছে কি?"

হিরণ্ময় ইতস্তত করে বললেন, "আকসার, আশিকী... আমরা তোমাদের এমন একটা কথা বলতে চাই যা কুড়ি বছর ধরে আমরাও কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু জানি না তোমরা কীভাবে নেবে।"

আকসার হেসে বলল, "আপনারা দ্বিধা করছেন কেন? আপনারা যা বলবেন আমরা সেটা মেনে নেব। নিশ্চিন্তে খুলে বলুন।"

হিরণ্ময় বুক ভরে শ্বাস নিয়ে এক নিমেষে বলে ফেললেন, "রোহিত মারা যায়নি। ও বেঁচে আছে। ২০ বছর ধরে রেশমা আর সন্দীপ ওকে এক গোপন ডেরায় বন্দি করে রেখেছে।"

ঘরের বাতাস যেন এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। আকসার আর আশিকী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আশিকীর হাত থেকে গ্লাসটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। "রোহিত... রোহিত বেঁচে আছে?" আশিকীর কণ্ঠস্বর কান্নায় বুজে এল।

দুইশ ১৯তম অধ্যায়: চাক্ষুষ প্রমাণ ও প্রতিজ্ঞার আগুন

ক্রুশাল আর দেরি না করে নিজের মোবাইলে রেকর্ড করা সেই ভিডিওটি বের করে আকসার আর আশিকীর চোখের সামনে ধরলেন। ভিডিওতে সেই কঙ্কালসার রোহিতকে দেখে আশিকী ডুকরে কেঁদে উঠল। আকসারের চোখের কোণেও জল চিকচিক করে উঠল—নিজের যমজ ভাইয়ের এই করুণ দশা দেখে তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল।

হিরণ্ময় বললেন, "সুনীল আর গৌরব আমাদের কথা দিয়েছে ওরা রোহিতকে উদ্ধার করবে। আমার মোবাইলের ভিডিও আর সুনীলের ভিডিওগুলো এক করলে রেশমা আর সন্দীপের জেল হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। শুধু রোহিতকে একবার ওই নরক থেকে বের করে আনতে হবে।"

আকসারের চোখে তখন প্রতিশোধের আগুন। সে ক্রুশালের কাছ থেকে সেই গোপন ডেরার ঠিকানাটা

চেয়ে নিল। সে দৃঢ় গলায় বলল, "কাল সকালেই আমি আর আশিকী লুকিয়ে লুকিয়ে রোহিতের সাথে দেখা করতে যাব। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই আমার ভাইকে ওরা কী অবস্থায় রেখেছে।"

হিরণ্ময় সতর্ক করলেন, "খুব সাবধানে যেও। রেশমা বা সন্দীপ যেন টেরও না পায় যে তোমরা সব জেনে গেছ।" আকসার অভয় দিয়ে বলল, "চিন্তা করবেন না, কালকের সকাল হবে আমাদের বিজয়ের প্রথম ধাপ।"

দুইশ ২০তম অধ্যায়: বিস্মৃত এক খুশির খবর ও অজানা ভবিষ্যৎ

হিরণ্ময় আর ক্রুশাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। ক্রুশাল ফিসফিস করে বললেন, "যাক, আমরা যেমনটা ভেবেছিলাম তেমন কোনো খারাপ রিঅ্যাকশন হয়নি। ওরা বরং খুশিই হয়েছে।"

হিরণ্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এখন তো কিছু হয়নি ক্রুশাল। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন রোহিত সামনে আসবে, তখন এই সম্পর্কের কী হবে? যদি ওদের সুন্দর সংসার ভেঙে যায়, তবে ওই অনাগত সন্তানের কী হবে? ঈশ্বর না করুক ওদের জীবনে যেন কোনো বড় বিপর্যয় না আসে।"

এদিকে আশিকী তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। রোহিতের বেঁচে থাকার খবরটা তার কাছে এতটাই বড় হয়ে দাঁড়াল যে, সে আকসারকে নিজের প্রেগন্যান্সির খবরটা দেওয়ার কথা পুরোপুরি ভুলে গেল। তার মাথায় এখন একটাই চিন্তা—কখন সকাল হবে আর কখন সে ২০ বছর পর তার সেই হারানো ভালোবাসা রোহিতকে নিজের চোখে দেখতে পাবে।

আকসার আর আশিকী—দুজন দুই মেরুর উত্তেজনায় কাঁপছিল। একজন ভাইয়ের জন্য, অন্যজন তার এককালের হৃদস্পন্দনের জন্য এক বিয়োগান্তক না কি এক মিলনাত্মক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তা সময়ই বলবে।

দুইশ একুশতম অধ্যায়: অন্ধকারের গোপন অভিসার

রাত তখন নিঝুম। মুম্বাই শহর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও ক্রুশালের বাড়ির একটি ঘরে তখন হৃদয়ের তীব্র কম্পন। আশিকী বিছানায় শুয়ে থাকলেও তার দুচোখে ঘুম নেই। ২০ বছরের দীর্ঘ বিরহ, যন্ত্রণার সমুদ্র আর হঠাত পাওয়া এক অলৌকিক খবর—রোহিত বেঁচে আছে! আশিকী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সে আকসারের গভীর ঘুমের সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের দেওয়া সেই গোপন ঠিকানাটিই এখন তার ধ্রুবতারা। কোনো পরিণতির কথা না ভেবেই সে একাই অন্ধকার চিরে রওনা দিল রেশমা আর সন্দীপের সেই গোপন ডেরার দিকে।

দুইশ বাইশতম অধ্যায়: রেশমার নীল নকশা

অন্যদিকে, সেই পুরনো বাংলোর অন্ধকার ঘরে রেশমা এক পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত। সে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে বলল, "সন্দীপ, আজ রাতের রাতটা খুব বিশেষ। আজ ঠিকই আশিকী এখানে আসবে। ২০ বছরের পুরনো প্রেম বলে কথা, রোহিতকে দেখার সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না।"

সন্দীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এতটা নিশ্চিত হলে কীভাবে?"

রেশমা তাচ্ছিল্য করে বলল, "আমি সুনীল আর গৌরবকে তো এই জন্যই ওই ভিডিওটা দেখিয়েছিলাম যাতে ওরা খবরটা হিরণ্ময়দের পৌঁছে দেয়। আমি জানতাম ওরা এই সত্যিটা চেপে রাখতে পারবে না। আর আশিকী একবার এখানে আসা মানেই আকসার আর আশিকীর সম্পর্কের শেষ ঘন্টা বাজা। শুধু অপেক্ষা করো, আজ রাতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে।"

দুইশ তেইশতম অধ্যায়: আকসারের জাগরণ ও হাহাকার

রাত তিনটে। আকসার হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাশে আশিকীকে না পেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। বাথরুম, বারান্দা—কোথাও আশিকী নেই। আকসার পাগলের মতো সারা বাড়ি খুঁজল, কিন্তু আশিকী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। সে হন্তদন্ত হয়ে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের ঘরে গিয়ে করাঘাত করল।

আকসার হাপাতে হাপাতে বলল, "হিরণ্ময় দা! ক্রুশাল দা! আশিকী নেই! ও কি তবে...?"

হিরণ্ময় আর ক্রুশালের বুঝতে বাকি রইল না যে তাদের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। ক্রুশাল ধরা গলায় বললেন, "আকসার, ও হয়তো রোহিতকে দেখার আবেগ সামলাতে না পেরে ওই গোপন ডেরায় চলে গেছে।"

আকসারের বুকটা যেন কেউ মুচড়ে দিল। সে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ক্রুশালের হাত থেকে সেই ঠিকানাটা ছিনিয়ে নিল। "আমি ওকে নিয়ে আসব!" বলতে বলতে আকসার ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুইশ চব্বিশতম অধ্যায়: আসন্ন ট্র্যাজেডির মেঘ

আকসার চলে যাওয়ার পর ক্রুশাল আর হিরণ্ময় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রুশাল কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "হিরণ্ময়, সর্বনাশ হয়ে গেল! আকসার যদি ওখানে গিয়ে দেখে আশিকী রোহিতের সাথে কোনো আবেগী অবস্থায় জড়িয়ে আছে, তবে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। আকসার কি সহ্য করতে পারবে তার স্ত্রী অন্য কারো জন্য এভাবে ব্যাকুল

হচ্ছে?"

হিরণ্ময় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। "সবচাইতে বড় কথা ক্রুশাল, আকসার তো জানেই না যে আশিকী প্রেগন্যান্ট! এই অবস্থায় যদি ওদের বিয়েটা ভেঙে যায়, তবে ওই অনাগত সন্তানটার কী হবে? আশিকী আজ কেন এত বড় ঝুঁকি নিল?"

তাঁরা দুজনেই বুঝতে পারছিলেন, রেশমা ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। এক মৃত মানুষের জন্য জীবিত মানুষের সংসার জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুইশ পঁচিশতম অধ্যায়: গোপন ডেরার প্রবেশদ্বার

আকসারের গাড়ি যখন সেই পুরনো বাংলোর সামনে গিয়ে থামল, তার বুকটা ধড়ফড় করছিল। ভেতরে টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে। আকসার পা টিপে টিপে সেই ভূগর্ভস্থ ঘরের দিকে এগোতে লাগল।

সেখানে যাওয়ার পর আকসার যা দেখল, তা দেখে তার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। অন্ধকার কুঠুরির সেই শিকলবন্দি মানুষটির সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে আশিকী। তার দুচোখ দিয়ে প্লাবনের মতো জল নামছে। আশিকী রোহিতের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলছে, "রোহিত... আমি ফিরে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও..."

আকসার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের হৃদয়ের চুরমার হওয়ার শব্দ শুনতে পেল। সে কি পারবে এই দৃশ্য সহ্য করতে? নাকি রেশমার শয়তানি আজ এক সাজানো সংসারকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে?

এই বাঁকটি এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির সংকেত দিচ্ছে।

দুইশ ২৬তম অধ্যায়: খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে

পুরনো বাংলোর সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার গলি দিয়ে পা টিপে টিপে এগোচ্ছিল আকসার। তার বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। প্রতিটি ধাপে সে এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠছিল। ঠিক যখন সে সেই গোপন কুঠুরির দরজার আড়ালে পৌঁছাল, জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে সে যা দেখল, তাতে মনে হলো তার সারা পৃথিবীটা এক নিমেষে থমকে গেছে।

ভেতরে মোমবাতির ম্লান আলোয় শিকলবন্দি কঙ্কালসার রোহিতের কোলে মাথা রেখে বসে আছে আশিকী। ২০ বছর পর নিজের হারানো প্রেমিককে জ্যান্ত ফিরে পেয়ে আশিকী তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। অন্যদিকে, রেশমা আর সন্দীপ জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল আকসার ঠিকই পৌঁছে গেছে। রেশমা এক পৈশাচিক হাসি হেসে সন্দীপকে ইশারা করল। তারা নিঃশব্দে আকসারের ফেরার পথে ধারালো

কাঁচের বড় বড় টুকরো ছড়িয়ে দিল—যাতে পালানোর সময় শরীর আর মন দুই-ই রক্তাক্ত হয়।

দুইশ ২৭তম অধ্যায়: হৃদয়ের দ্বিমুখী টান

কুঠুরির ভেতর রোহিত আশিকীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "হেলেনা... আমি আজও বিশ্বাস করতে পারছি না তুই আমার সামনে। কিন্তু হিরণ্ময় দা বলল তোর আর আকসারের বিয়ে হয়ে গেছে? তোরা নাকি এখন সুখে আছিস?"

আশিকী কাঁদতে কাঁদতে বলল, "রোহিত, আমি তোমাকে মৃত ভেবে আকসারকে বিয়ে করেছিলাম। আজ আমরা দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু... কিন্তু তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি। আজও তোমাকে দেখলে আমার বুকটা যেভাবে কেঁপে ওঠে, আকসারের জন্য হয়তো সেই তীব্রতাটা আমার মনে আসেনি।"

রোহিত আশিকীর চিবুক ধরে বলল, "তবে কি তুই আজও আমাকে ভালোবাসিস?"

আশিকী কোনো দ্বিধা না করে উত্তর দিল, "নিঃসন্দেহে! তোমাকে আজও আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আকসারকে আমি ভালোবাসা দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার আত্মাটা আজও তোমার কাছেই পড়ে আছে।"

দুইশ ২৮তম অধ্যায়: চরম আঘাত ও প্রেগন্যান্সির খবর

বাইরে দাঁড়িয়ে আকসার প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। যার জন্য সে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছে, সেই আশিকী আজ তার যমজ ভাইয়ের কাছে নিজের হৃদয়ের সত্য প্রকাশ করছে। আকসার ভাবছিল ভেতরে ঢুকে আশিকীকে ডাকবে, কিন্তু তার শরীর যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক তখনই আশিকী রোহিতের হাত দুটো নিজের পেটের ওপর রাখল। সে লজ্জিত মুখে বলল, "রোহিত, আমি তোমাকে একটা বড় সারপ্রাইজ দিতে চাই। আমি মা হতে চলেছি। আমি প্রেগন্যান্ট **(Pregnant)!**"

আকসার জানালার ওপারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যে খবরটা আশিকী তাকে দেওয়ার কথা ছিল, যে আনন্দের বাজি সে নিজের জীবন দিয়ে জিতেছিল, সেই খবরটা আশিকী আজ প্রথম রোহিতকে দিল।

রোহিত এই খুশির খবর শুনে ডুকরে কেঁদে উঠল। সে আবেগপ্রবণ হয়ে আশিকীর পেটে একটি পরম মমতায় চুমু খেল। এরপর দুজনের চোখাচোখি হলো। দীর্ঘ ২০ বছরের বিরহ মুছে দিতে তারা একে অপরের ঠোঁটের খুব কাছে চলে এল। তারা যখন একে অপরকে লিপ-কিস **(Lip kiss)** করতে

যাচ্ছিল, আকসার আর সহ্য করতে পারল না।

দুইশ ২৯তম অধ্যায়: রক্তাক্ত প্রস্থান

বুকের ভেতরটা চুরমার হয়ে গেল আকসারের। সে আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। তীব্র ঘৃণা আর অপমানে সে পাগলের মতো পেছনের দিকে দৌড় দিল। কিন্তু অন্ধকারে সে লক্ষ্যই করল না যে রেশমারা তার জন্য কী মরণফাঁদ পেতে রেখেছে।

আকসারের খালি পা সরাসরি গিয়ে পড়ল সেই ধারালো কাঁচের টুকরোগুলোর ওপর।

"আঁআআআহ!"

যন্ত্রণায় আকসারের মুখ দিয়ে এক অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল। কাঁচের টুকরোগুলো তার পায়ের তলা দিয়ে ঢুকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। কিন্তু মনের যন্ত্রণার কাছে শরীরের এই ক্ষত তখন কিছুই নয়। আকসার সেই ক্ষতবিক্ষত পা নিয়েই টলতে টলতে জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তার দিকে ছুটল। তার প্রতিটি পদচিহ্নে রক্তের ছাপ পড়ে রইল।

দুইশ ৩০তম অধ্যায়: ট্র্যাজেডির প্রত্যাবর্তন

রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় বাড়ির দরজায় উৎকণ্ঠার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন দূর থেকে আকসার টলতে টলতে আসছে। তার সাদা শার্ট ধুলোমাখা, আর নিচ দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। আকসার বাড়ির গেটের কাছে এসেই ধপাস করে পড়ে গেল।

হিরণ্ময় চিৎকার করে উঠলেন, **"আকসার! একি দশা তোর? রক্ত কোত্থেকে এল?"**

আকসার কথা বলতে পারছিল না। তার দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। সে শুধু হিরণ্ময়ের হাতটা শক্ত করে ধরে বিড়বিড় করে বলল, **"সব শেষ হয়ে গেছে বড়দা... সব শেষ হয়ে গেছে..."**

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় দেখলেন আকসারের পায়ের পাতাগুলো কাঁচের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় ক্ষত ছিল তার দুচোখে। মায়ানগরীর আকাশ সাক্ষী—এক অকাল বসন্তের রোমান্স আজ এক বীভৎস ট্র্যাজেডিতে রূপ নিল। আকসার ফিরে এল ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয়টা সেই অন্ধকার কুঠুরিতেই বলি দিয়ে এল।

দুইশ ৩১তম অধ্যায়: রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠের হাহাকার

পায়ের তলা দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে, প্রতিটি পদক্ষেপে মেঝের ওপর পড়ে থাকছে লাল ছাপ। কিন্তু আকসারের চোখে তখন কোনো পানি নেই, আছে শুধু এক অদ্ভুত শূন্যতা। ক্রুশাল আর হিরণ্ময় তাকে আটকাতে চাইলেন, হাজারো প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আকসার কোনো উত্তর দিল না। সে টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানোর শব্দ শুনে হিরণ্ময় আর ক্রুশালের বুকটা কেঁপে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন সুনীল, গৌরব আর ধীরাজ। তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। সুনীল হাপাতে হাপাতে বললেন, "হিরণ্ময়! আকসার কোথায়? আমরা রাস্তায় ওকে এই অবস্থায় দেখলাম। ওর পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল, আর ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও জ্যান্ত কোনো লাশ! কী হয়েছে ওর?"

হিরণ্ময় দেয়ালের রক্তের দাগগুলো দেখিয়ে ধরা গলায় বললেন, "আমরা যে ভয়টা পাচ্ছিলাম, সেটাই হয়েছে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ও হয়তো সেই গোপন ডেরায় গিয়েছিল। সেখানে কী দেখেছে তা ওই জানে।"

দুইশ ৩২তম অধ্যায়: যন্ত্রণার স্বীকারোক্তি

সুনীল আর ধীরাজ দীর্ঘক্ষণ আকসারের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। "আকসার! দরজা খোলো! আমাদের সাথে কথা বলো!" ধীরাজের কণ্ঠস্বরে ছিল এক তীব্র ব্যাকুলতা।

অবশেষে প্রায় আধঘন্টা পর ধীর শব্দে দরজাটা খুলল। আকসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার চুল আলুথালু, শার্টের হাতা ছেঁড়া, আর চোখের নিচে কালি জমেছে। ধীরাজ তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন, কিন্তু আকসার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গৌরব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ওখানে আকসার? তুমি কেন এভাবে ফিরে এলে?"

আকসার এক বীভৎস হাসি হেসে বলল, "আপনারা কি জানেন আশিকী প্রেগন্যান্ট **(Pregnant)?** ও মা হতে চলেছে!"

ধীরাজ ম্লান হেসে বললেন, "হ্যাঁ আকসার, আমরা জানি। ও বিদেশ থেকে ফোন করে ক্রুশালকে খবরটা দিয়েছিল। কিন্তু তোমাকে বলেনি কারণ ও চেয়েছিল বাড়ি ফিরে তোমাকে বড় একটা সারপ্রাইজ দেবে। ও আমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে এই খবরটা গোপন রাখতে বলেছিল।"

আকসার চিৎকার করে উঠল, "সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ তো ও আমাকে দিয়েই দিয়েছে! যে খবরটা ওর স্বামীকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই খবরটা ও আজ অন্ধকার ঘরে ওর প্রেমিক রোহিতকে দিয়ে উদযাপন করেছে! শুধু তাই নয়, যে ঠোঁট আজ আমার হওয়ার কথা ছিল, সেই ঠোঁটে ও রোহিতের স্মৃতি মেখেছে! আমি সব দেখে এসেছি ধীরাজ দা... আমি সব দেখে এসেছি!"

দুইশ ৩৩তম অধ্যায়: রক্তাক্ত ক্ষত ও সত্যের দহন

ঘরের ভেতর এক নিস্তব্ধতা নেমে এল। সুনীল আর দেরি না করে আকসারকে জোর করে বিছানায় বসালেন। তিনি নিজের হাতে আকসারের পা থেকে কাঁচের ধারালো টুকরোগুলো টেনে বের করতে লাগলেন। প্রতিটি টুকরো বের করার সময় ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল, কিন্তু আকসারের মুখ দিয়ে একটি গোঙানিও বের হলো না। তার মনের ক্ষত শরীরকে অবশ করে দিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শোনা গেল। আশিকী বাড়ি ফিরে এসেছে। সে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। সদর দরজা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত ছোপ ছোপ টাটকা রক্তের ছাপ। পুরো বাড়ির পরিবেশটা তার কাছে খুব অদ্ভুত আর ভারী মনে হলো।

"দাদা! হিরণ্ময় দা! কী হয়েছে বাড়িতে? এত রক্ত কেন?" আশিকীর কণ্ঠস্বরে ভয়ের কাঁপন।

দুইশ ৩৪তম অধ্যায়: কালবেলার মুখোমুখি

ক্রুশাল আর হিরণ্ময় ধীর পায়ে আশিকীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের চোখে তখন স্নেহের বদলে এক তীব্র হতাশা। ক্রুশাল কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "হেলেনা... তুই আজ যা করেছিস, তার মাসুল এই গোটা পরিবারকে দিতে হচ্ছে। তুই যেখানে গিয়েছিলি, সেখানে তোর স্বামী আকসারও পৌঁছে গিয়েছিল। তুই যা বলছিলি, আর যা করছিলি—সবকিছু ও নিজের চোখে দেখেছে।"

আশিকীর মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "আকসার... আকসার ওখানে গিয়েছিল? তার মানে ও সব দেখেছে?"

হিরণ্ময় কঠোর গলায় বললেন, "হ্যাঁ দেখেছে। নিজের স্ত্রীর এই পরম সুখের খবরটা অন্যের মুখ থেকে শোনার পর ওর আর কী অবশিষ্ট আছে? তুই যাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলি, সেই মানুষটা এখন ঘরের কোণে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।"

আশিকী আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সে উন্মাদের মতো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দৌড় দিল আকসারের ঘরের দিকে। কিন্তু সে কি জানত যে রক্তের এই ছাপ শুধু মেঝের নয়, তাদের সুন্দর সম্পর্কেরও এক চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে দাঁড়িয়েছে?

দুইশ ৩৫তম অধ্যায়: রুদ্ধশ্বাস বিবাদ

আশিকী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকতেই আকসার সুনীল, গৌরব আর ধীরাজকে ইশারায় বাইরে যেতে বলল। তারা কেউ কথা বলার সাহস পেল না। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আকসার সজোরে

দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। ঘরের ভেতর এক ভারী নিস্তব্ধতা।

আকসার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার রক্তবর্ণ চোখ দুটো আশিকীর ওপর স্থির করল। "আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো আশিকী, আমার সাথে থাকতে তোমার ঠিক কিসের সমস্যা? কেন এই অভিনয় করলে আমার সাথে?"

আশিকী কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আকসার, আমি কোনো অভিনয় করিনি। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।"

"চুপ করো!" আকসার গর্জে উঠল। "ভালোবাসা শব্দটা তোমার মুখে আর মানায় না। আর কত মিথ্যে বলবে? যদি আমায় ভালোবাসতে, তবে সিঙ্গাপুরে আমাদের সেই পবিত্র মুহূর্তের পর যখন জানতে পারলে তুমি মা হতে চলেছো, সেই খবরটা আমায় না বলে ওই অন্ধকার ঘরে গিয়ে নিজের পুরনো প্রেমিককে বলতে না। শুধু তাই নয়, যাকে তুমি মৃত ভাবতে তাকে জড়িয়ে ধরে কিস করতেও তোমার বাঁধেনি। আমি চলে আসার পর সেখানে আর না জানি কী কী হয়েছে!"

দুইশ ৩৬তম অধ্যায়: ভাঙা কাঁচের মতো সম্পর্ক

আশিকী আর্তনাদ করে বলল, "আকসার, তুমি আমাকে ভুল বুঝছো! সবসময় জড়িয়ে ধরা মানেই নোংরামি নয়। ওটা ছিল শুধু দীর্ঘ ২০ বছরের জমানো আবেগ।"

আকসার ব্যঙ্গ করে বলল, "আবেগ? তবে সিঙ্গাপুরে যখন আমরা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখনই কেন বলে দিলে না যে তোমার হৃদয়ে আজও শুধু রোহিতই রাজ করে? তবে কেন মিছিমিছি এই সম্পর্কটাকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে এলে? এখন তো আমরা শুধু দুজন নই আশিকী, আমাদের সাথে একটা নিষ্পাপ বাচ্চার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। আজ মনে হচ্ছে, আমাদের এই পরিস্থিতিতে বাচ্চা নেওয়াটাই সবচাইতে বড় ভুল ছিল।"

আশিকী চিৎকার করে উঠল, "ভালোবাসা কোনো মজা নয় আকসার! তুমি কি জানো না আমি কীসের ভেতর দিয়ে গেছি?"

আকসার ক্লান্ত স্বরে বলল, "জানি। কিন্তু আমার নিজেরও একটা জীবন আছে। যতদিন তুমি আমার জীবনে ছিলে না, ততদিন আমার কোনো শত্রু ছিল না, কোনো কান্না ছিল না। তুমি আসার পর থেকে আমার জীবনটা শুধু যন্ত্রণায় ভরে গেছে। তুমি আমার থেকে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছ, এমনকি আমার চোখের জল লুকিয়ে রাখার শেষ ক্ষমতাটুকুও আজ তুমি কেড়ে নিলে।"

দুইশ ৩৭তম অধ্যায়: চূড়ান্ত প্রস্থান ও মরণপণ সিদ্ধান্ত

আশিকী রাগে আর অপমানে দিশেহারা হয়ে বলল, "ঠিক আছে আকসার! আমি এখনই তোমার জীবন থেকে চলে যাচ্ছি। আমি আর এক মুহূর্ত থাকব না তোমার সাথে।"

আকসার এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল। তারপর বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বলল, "যাও। কোনোদিন ভুলেও আর ফিরে আসার চেষ্টা করো না। কিন্তু যাওয়ার আগে আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও—তোমাকে ছাড়া আমি একা কীভাবে বেঁচে থাকব? কারণ তোমার কাছে ফেরার জায়গা আছে, তোমার রোহিত ফিরে এসেছে। কিন্তু আমি কার কাছে যাব?"

আকসারের চোখে তখন জলের ধারা। সে বিড়বিড় করে বলল, "রোহিত তোমার জীবনের শুরু ছিল, আর আমি আকসার, তোমার জীবনের শেষ হতে চেয়েছিলাম। রোহিত তোমাকে একবার ছেড়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মনে রেখো আশিকী, আকসার যদি একবার চলে যায়, সে কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।"

আশিকী অবাক হয়ে বলল, "এসব কী বলছো তুমি? কেন করছো এমন?"

আকসার তার আলমারি থেকে একটা বিষের শিশি অথবা নিজের ড্রয়ার থেকে একটি ধারালো অস্ত্র বের করে আনল। তার চোখে তখন আত্মাহুতির নেশা। সে অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল, "আমি আমাদের এই অপবিত্র সম্পর্কটাকে আজ এখানেই শেষ করতে চাই। আমাদের অনাগত সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমার মতো একটা কাঁটাকে আজ পথ থেকে সরতেই হবে। আমি মরে গেলে তুমি রোহিতের কাছে সুখে থাকতে পারবে, আর আমাদের সন্তান পাবে এক সুন্দর পরিচয়। আজ আমার মৃত্যুই হবে তোমার সব সমস্যার সমাধান।"

আশিকী আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল। আকসার নিজের জীবনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মায়ানগরীর আকাশ সাক্ষী—এক অকাল বসন্তের রোমান্স আজ এক বীভৎস আত্মহননের ট্র্যাজেডিতে শেষ হতে চলেছে।

দুইশ ৩৮তম অধ্যায়: সিঁদুরের অশ্রু ও ভাঙা সংসার

বাইরে তখন প্রলয় শুরু হয়েছে। মায়ানগরীর আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে জানলার কাঁচগুলো আর্তনাদ করছে। আকসার আর এক মুহূর্ত সেই ঘরে দাঁড়াল না। অপমানে আর অভিমানে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ঠিক সেই সময় হাওয়ার এক তীব্র ঝাপটায় ঘরের ড্রয়ারের ওপর রাখা আশিকীর সিঁদুরের কৌটোটা ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। কাঁচের কৌটোটা চুরমার হয়ে গেল আর সারা মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল রক্তবর্ণ সিঁদুর। আশিকী পাথরের মতো সেই সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে রইল। ভারতীয় সংস্কারে সিঁদুরের কৌটো ভেঙে যাওয়া মানে এক চরম অশুভ সংকেত। আশিকীর মনে হলো, তার সিঁথির সিঁদুর বুঝি আজ আক্ষরিক অর্থেই মুছে গেল।

দুইশ ৩৯তম অধ্যায়: বৃষ্টির কান্নায় একাকী যোদ্ধা

আকসার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। মুষলধারে বৃষ্টিতে সে নিমেষেই ভিজে একাকার। বৃষ্টির জল তার চোখের জলকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার হৃদয়ের হাহাকার ঢাকা দেওয়ার মতো কোনো শক্তি এই প্রকৃতিতেও ছিল না।

আকসার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আশিকী, আমার জীবনে তুমিই ছিলে একমাত্র ধ্রুবতারা। আমি শুধু তোমার কাছে একটু ভালোবাসা চেয়েছিলাম, একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে সারাজীবনের জন্য এক যন্ত্রণাময় অপেক্ষায় রেখে দিলে। তুমি আজও আমার হতে পারলে না।"

দুইশ ৪০তম অধ্যায়: শয়তানের প্রবেশ ও বিষাক্ত সংলাপ

ঠিক সেই মুহূর্তে এক হাতে কালো ছাতা নিয়ে অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সন্দীপ গুপ্ত। তার ঠোঁটে এক কুটিল এবং পৈশাচিক হাসি। সে আকসারের সামনে এসে দাঁড়াল।

"আরে নায়ক! এই অকাল বর্ষায় একা একা ভিজছো কেন?" সন্দীপ তাচ্ছিল্য করে বলল। "যাকে পাওয়ার জন্য তুমি এতক্ষণ লড়ছিলে, সে তো কোনোদিন তোমার ছিলই না। সে তো আজও রোহিতের হেলেনা হয়েই থেকে গেল। সে তোমার আশিকী হওয়ার নাটক করেছে মাত্র। হেলেনা রোহিতের ছিল, আছে আর থাকবে। তুমি মিছিমিছি ওর নাম জপ করে নিজের জীবনটা নষ্ট করছ।"

আকসার তার লাল হয়ে যাওয়া চোখ দুটো তুলে সন্দীপের দিকে তাকাল। "সন্দীপ, আশিকী আমার সাথে থাকবে কি থাকবে না, সেটা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের কোনো তান্ত্রিকের এই নিয়ে জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও, অন্যের সংসার নিয়ে না ভাবলেও চলবে।"

দুইশ ৪১তম অধ্যায়: চূর্ণ হওয়া গ্লাস ও রক্তাক্ত প্রতিজ্ঞা

আকসার নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে প্রচণ্ড মানসিক চাপে মদ্যপান করছিল। সন্দীপ পেছন থেকে আবার হুল ফোটাল, "স্ত্রীর ওপর খুব দরদ, তাই না? যার স্ত্রী পর-পুরুষের সাথে রাত কাটিয়ে আসে, তাকে জড়িয়ে ধরে লিপ-কিস করে—সেই স্বামীর আবার এত বড় বড় কথা! তোমার পৌরুষ কোথায় আকসার?"

কথাটা শোনা মাত্রই আকসারের ভেতরে এক আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ল। তার হাতের মুঠোয় থাকা মদের গ্লাসটা সে এত জোরে চেপে ধরল যে গ্লাসটা চুরমার হয়ে তার হাতের তালুর ভেতরে ঢুকে গেল। কাঁচের টুকরোগুলো মাংস ছিঁড়ে ভেতরে চলে গেল। বৃষ্টি আর মদের

সাথে মিশে লাল রক্ত চুঁইয়ে পড়তে লাগল রাস্তায়।

আকসার এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সন্দীপের কলার ধরল। "খবরদার! আশিকীর চরিত্র নিয়ে যদি আর একটা বাজে কথা বলেছ, তবে এই কাঁচের টুকরোগুলো তোমার গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব! রেশমার চরিত্র সম্পর্কে আমার অজানা কিছু নেই। ও যে তোমাকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে আর ধীরাজ দাকে ঠকাচ্ছে—আমি মুখ খুললে কিন্তু তোমার ওই ডেরা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে পুলিশ। দয়া করে আমাকে আমার গায়ের জোর দেখাতে বাধ্য করো না।"

আকসারের সেই হিংস্র রূপ দেখে সন্দীপের আত্মা কেঁপে উঠল। সে আর কথা না বাড়িয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

দুইশ ৪২তম অধ্যায়: গন্তব্যহীন এক যাত্রা

আকসার রক্তাক্ত হাত আর নেশাগ্রস্ত চোখ নিয়ে নিজের নীল বুগাত্তি গাড়িতে গিয়ে বসল। ইঞ্জিনটা গর্জে উঠল এক আর্তনাদের মতো। বৃষ্টির ঝাপটায় সামনের রাস্তা প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু আকসার থামল না। সে সর্বশক্তিতে এক্সিলারেটর চেপে গাড়িটা ঝড়ের বেগে মেইন রাস্তার দিকে নিয়ে গেল।

পেছনে পড়ে রইল এক ভাঙা সংসার, সিঁদুরের রক্তের মতো দাগ আর এক অভিশপ্ত অতীত। কুড়ি বছর আগের ট্র্যাজেডি কি আবার ফিরে আসছে? আকসার কি এই বৃষ্টির রাতে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হবে? আর আশিকীর গর্ভে থাকা সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ কী?

মায়ানগরীর বৃষ্টির রাত আজ সব উত্তর ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। শুধু পড়ে রইল এক অমীমাংসিত হাহাকার।

দুইশ ৪৩তম অধ্যায়: অপয়া রাতের পূর্বাভাস

বাইরে বৃষ্টির দাপট বেড়েই চলেছে। আশিকী নিজের ঘরের মেঝেতে ছড়ানো সেই লাল সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। সে টলতে টলতে ড্রয়িংরুমে এল, যেখানে কুশাল, হিরণ্ময়, ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করছিলেন। আশিকী কান্নায় ভেঙে পড়ে আকসারের সাথে ঘটা প্রতিটি তিক্ত কথা এবং আকসারের সেই রক্তাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা খুলে বলল।

"দাদা! আকসার প্রচুর মদ্যপান করেছে, ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এই ঝড়ের মধ্যে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর আমার সিঁদুরের কৌটোটাও ভেঙে গেল। আমার খুব ভয় করছে... যদি ওর কোনো বিপদ হয়?" আশিকীর কণ্ঠস্বরে ছিল এক চরম হাহাকার।

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মধ্যে এখন এক নতুন দায়িত্ববোধ। তিনি কুশালকে

বললেন, "কুশাল বাবু, আপনি আশিকীকে সামলান। ও এই অবস্থায় একা থাকতে পারবে না। হিরণ্ময়, তুমি আমার সাথে চলো। আমরা আকসারকে খুঁজে বের করবই।"

ধীরাজও সাথে যেতে চাইলেন, কিন্তু সুনীল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "ধীরাজ বাবু, আপনার শরীর ভালো নেই। এই বৃষ্টি আর দৌড়ঝাঁপ আপনার সইবে না। গৌরব, তুমি ধীরাজ বাবুর কাছে থাকো।"

সুনীল আর হিরণ্ময় আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে নিজেদের গাড়ি নিয়ে সেই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন।

দুইশ ৪৪তম অধ্যায়: হেলেনার দীর্ঘশ্বাস

বাড়িতে বসে আশিকী কেবলই নিজের ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছিল। সে জানালার পাশে বসে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "এই ভালোবাসাটার জন্য কি আমি কোনোদিন একটু শান্তি পাব না? আমার আর আকসারের প্রেম কি এই জন্মে কোনোদিন পূর্ণতা পাবে না? কেন ভগবান আমার কপালে এত যন্ত্রণা লিখলেন?"

গর্ভের অনাগত সন্তানের কথা ভেবে আশিকীর বুকটা কেঁপে উঠল। একদিকে ২০ বছরের পুরনো প্রেম রোহিত, আর অন্যদিকে তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—আকসার। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তার জীবনটা আজ এক গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে।

দুইশ ৪৫তম অধ্যায়: রক্তাক্ত রাজপথে রুদ্ধশ্বাস ধাওয়া

শহরের রাজপথ তখন প্রায় জনশূন্য। সুনীল আর হিরণ্ময় হাইওয়ের দিকে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ কিছু দূরে তাঁরা নীল রঙের সেই বুগাত্তি গাড়িটিকে দেখতে পেলেন। গাড়িটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে তীব্র গতিতে এগোচ্ছে।

হিরণ্ময় চিৎকার করে বললেন, "সুনীল দা! ওই তো আকসারের গাড়ি! ও তো বড্ড স্পিডে চালাচ্ছে!"

গাড়ির ভেতর আকসার তখন নেশার ঘোরে আর যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন। স্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে সে বিড়বিড় করছিল, "আশিকী... কেন এমন করলে? আজও আমার বড্ড ইচ্ছে করছে তোমার হাতটা ছুঁতে, তোমার স্পর্শ অনুভব করতে। আমি তো চেয়েছিলাম সব ভুলে তোমাকে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে। কিন্তু তুমি আজ সব শেষ করে দিলে। তুমি আমার স্বপ্নগুলোকে চূর্ণ করে দিয়েছ... আমাদের পৃথিবীটা আজ আলাদা হয়ে গেল।"

হঠাৎ গাড়ির রিয়ার-ভিউ মিররে আকসারের নজর পড়ল। সে দেখল সুনীল আর হিরণ্ময়ের গাড়ি তার ঠিক পেছনে। আকসারের মনে হলো তারা হয়তো তাকে আবার সেই যন্ত্রণার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে চায়। সে জেদের বশে এক্সিলারেটরে চাপ দিল।

বুগাত্তি গাড়ির গতি এক নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে গেল। সুনীল আর হিরণ্ময়ও দমে যাওয়ার পাত্র নন। তাঁরাও নিজেদের গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। বৃষ্টির ঝাপটায় সামনের রাস্তা প্রায় ঝাপসা, কিন্তু দুই গাড়ির লড়াই তখন তুঙ্গে। আকসার মরিয়া হয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলল অন্ধকারের দিকে, আর পেছনে একদল উদ্বিগ্ন আপনজন তাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মায়ানগরীর বৃষ্টিভেজা রাতে শুরু হলো এক মরণপণ ধাওয়া। এই ঝড়ের শেষে কি কোনো আলো দেখা দেবে, নাকি রাজপথ ভিজে যাবে আরও এক নতুন ট্র্যাজেডির রক্তে?

দুইশ ৪৬তম অধ্যায়: রাজপথের মরণখেলা

বৃষ্টির দাপট তখন আকাশ ছোঁয়া। আকসারের চোখের সামনে রাস্তা ঝাপসা হয়ে আসছিল, কিন্তু তার মনের ভেতরের জ্বালা তাকে আরও বেপরোয়া করে তুলল। নেশার ঘোরে সে ট্রাফিক সিগন্যালের কোনো তোয়াক্কা করল না। বুগাত্তির স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন লাল সংকেত দিচ্ছে।

হঠাৎ উল্টো দিক থেকে একটি বিশাল লরি ধেয়ে এল। আকসার ব্রেক কষার সুযোগটুকুও পেল না। এক বিকট শব্দে লরিটি বুগাত্তির একপাশে ধাক্কা মারল। কাঁচের গুঁড়ো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল আকসারের শরীরে। গাড়িটি কয়েকবার পাল্টি খেয়ে রাস্তার ধারে উল্টে গেল।

পেছনে থাকা সুনীল আর হিরণ্ময় চিৎকার করে উঠলেন। তাঁরা তড়িঘড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে উল্টে যাওয়া বুগাত্তির দিকে ছুটলেন। হিরণ্ময় আর সুনীল নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁচ ভেঙে আকসারকে কোনোমতে টেনে বের করে আনলেন। ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরই এক বিকট বিস্ফোরণে গাড়িটিতে আগুন ধরে গেল। কয়েক মুহূর্ত দেরি হলে আকসার সেই আগুনেই ছাই হয়ে যেত। কিন্তু আকসারের দেহ তখন নিথর, মাথা আর বুক দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সে গভীর অচৈতন্য।

দুইশ ৪৭তম অধ্যায়: হাসপাতালের করিডোরে হাহাকার

সুনীল আর হিরণ্ময় দ্রুত আকসারকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হিরণ্ময় নিজে ডাক্তার হওয়ার কারণে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অপারেশন থিয়েটারে **(OT)** ঢুকে পড়লেন। সুনীল ফোনে বাকিদের খবর দিলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরাজ, গৌরব, ক্রুশাল আর পাগলের মতো ছুটতে থাকা আশিকী হাসপাতালে এসে পৌঁছাল।

অপারেশন থিয়েটারের বাইরে লাল আলো জ্বলছে। আশিকী জানলার কাঁচ ধরে ডুকরে কাঁদছিল। তার মনে হচ্ছিল, এই দুর্ঘটনার জন্য সেই দায়ী। হিরণ্ময় দীর্ঘক্ষণ পর ওটি থেকে বেরিয়ে

এলেন। তাঁর সবুজ অ্যাপ্রনে রক্তের দাগ।

আশিকী হিরণ্ময়ের হাত জড়িয়ে ধরল, "দাদা! আকসার কেমন আছে? ও কথা বলছে না কেন?"

হিরণ্ময় মাথা নিচু করে বললেন, "পরিস্থিতি খুব খারাপ আশিকী। ওর শরীরে অসংখ্য জায়গায় কাঁচ ঢুকে গেছে এবং প্রচুর ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়েছে। এত ব্লাড লস হয়েছে যে এই মুহূর্তে রক্ত দিতে না পারলে ওকে বাঁচানো অসম্ভব।"

দুইশ ৪৮তম অধ্যায়: রক্তের দুর্লভ সমীকরণ

বাড়ির সবাই এক বাক্যে রক্ত দিতে রাজি হলো। কিন্তু হিরণ্ময় এক বড় সমস্যার কথা জানালেন। "রক্ত দিলেই হবে না। আকসারের ব্লাড গ্রুপ হলো **O Negative (O-)**। এটা খুবই রেয়ার ব্লাড গ্রুপ। আমাদের কারো ব্লাড গ্রুপের সাথে এটা মিলছে না। ব্লাড ব্যাংকেও এই মুহূর্তে এই গ্রুপ নেই। আর এটাই এখন সবচাইতে বড় চিন্তা।"

সবাই যখন হতাশায় ভেঙে পড়ছে, তখন সুনীল হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে এক অদ্ভুত চমক। সুনীল বললেন, "আকসারের জন্য রক্তের ব্যবস্থা আমি করব! আমি জানি কার শরীরে ও নেগেটিভ রক্ত আছে।"

গৌরব অবাক হয়ে বলল, "কার রক্ত সুনীল দা?"

সুনীল দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "রেশমা! কুড়ি বছর ও আমাদের সাথে ছিল, ওর সব মেডিক্যাল রেকর্ড আমার মুখস্থ। রেশমার ব্লাড গ্রুপ **O Negative**। শয়তানের রক্ত দিয়ে আজ এই দেবদূতের প্রাণ বাঁচবে।"

গৌরব ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু রেশমা কি এই পরিস্থিতিতে আকসারকে রক্ত দিতে চাইবে? ও তো চাইবে আকসার মারা যাক।"

সুনীল এক ক্রুর হাসি হাসলেন। "রেশমা রক্ত দিতে চাইবে কি না, সেটা বড় কথা নয়। আমি ওকে রক্ত দিতে বাধ্য করব। ও যদি ভালোয় ভালোয় না আসে, তবে আমি ওকে চুলে ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসব। এই আকসারের ওপর রেশমার অনেক ঋণ, আজ সেই ঋণ ওকে রক্ত দিয়ে শোধ করতে হবে।"

সুনীল আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। তিনি হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালের করিডোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রেশমার সন্ধানে। আশিকী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যে রেশমা তাদের জীবন শেষ করতে চেয়েছিল, আজ কি তার রক্তেই বেঁচে উঠবে আকসার?

এই চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শুরু হলো এক নতুন অসম লড়াই। একদিকে আকসারের ধুকপুক করতে থাকা প্রাণ, আর অন্যদিকে এক হিংস্র নারীর প্রতি সুনীলের প্রতিশোধ।

দুইশ ৪৯তম অধ্যায়: বন্দুকের মুখে শর্ত

সুনীল যখন রেশমার বাড়িতে পৌঁছালেন, তাঁর চোখে তখন আগুনের হলকা। রেশমা ড্রয়িংরুমে আয়েশ করে বসে কফি খাচ্ছিল। সুনীলকে দেখে সে ভ্রু কুঁচকে বলল, "কী ব্যাপার সুনীল দা? হন্তদন্ত হয়ে এখানে কেন? আমার কথা কি খুব মনে পড়ছিল?"

সুনীল কোনো ভনিতা না করে বললেন, "রেশমা, এখনই আমার সাথে হাসপাতালে চলো। আকসারের ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওর প্রচুর রক্ত লেগেছে, আর ওর গ্রুপ হলো **O Negative**, যেটা একমাত্র তোমার সাথে ম্যাচ করে। তোমাকে রক্ত দিতেই হবে।"

রেশমা হাহা করে হেসে উঠল। "মজা করছেন নাকি? বললেই হলো আর আমি চলে গেলাম? আকসার বাঁচল না মরল, তাতে আমার কী আসে যায়? ও মরলেই বরং আমি শান্তিতে ঘুমাব।"

সুনীলের ধৈর্য চ্যুত হলো। তিনি রেশমার খুব কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বললেন, "রেশমা, তোমার সাথে কুড়ি বছর মিশে আমি বুঝে গেছি সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কীভাবে বাঁকাতে হয়। আমি আজ শয়তানি বুদ্ধি নিয়েই এসেছি।"

রেশমা তাচ্ছিল্য করে বলল, "আমি যাব না, এটাই শেষ কথা। আপনি যা ইচ্ছা করে নিতে পারেন।"

পরের মুহূর্তেই সুনীল পকেট থেকে তাঁর লাইসেন্স করা রিভলভারটি বের করে সরাসরি রেশমার কপালে ঠেকালেন। "রেশমা, আমি আকসার আর আশিকীকে কথা দিয়েছি আমি ওদের আর কোনো ক্ষতি হতে দেব না। তুমি যদি ভালোয় ভালোয় রক্ত না দাও, তবে এই বন্দুকের গুলি তোমার মাথায় আর পেটে চালাতে আমি এক মুহূর্ত ভাবব না। এবার বলো, হাসপাতালে যাবে নাকি শ্মশানে?"

দুইশ ৫০তম অধ্যায়: সন্দীপের পৈশাচিক বুদ্ধি

সুনীলের রুদ্রমূর্তি দেখে রেশমা প্রথমবার একটু ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারল সুনীল এখন সত্যিই মরিয়া। আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্দীপ গুপ্ত সবটা শুনছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সে আড়াল থেকে রেশমাকে চোখ টিপে ইশারা করল।

রেশমা সুর নরম করে বলল, "ঠিক আছে সুনীল দা, আপনি শান্ত হোন। আমি রক্ত দেব। আপনি হাসপাতালে যান, আমি আসছি।"

সুনীল রেশমাকে এক শেষ হুমকি দিয়ে হাসপাতাল রওনা দিলেন। সুনীল চলে যেতেই সন্দীপ আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। রেশমা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "তুমি আমাকে যেতে বললে কেন? আমি কি সত্যিই ওই আকসারকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচাব?"

সন্দীপ এক কুটিল হাসি হাসল। সে আলমারি থেকে একটি ছোট কাঁচের বোতল বের করল। "রেশমা, আকসারের ব্লাড গ্রুপ তোমার সাথে মেলে, আমার সাথে তো মেলে না। আমি এখনই সিরিঞ্জ দিয়ে আমার শরীর থেকে কিছুটা রক্ত এই বোতলে ভরে দিচ্ছি।"

সন্দীপ নিজের রক্ত বের করে রেশমার হাতে দিয়ে বলল, "তুমি হাসপাতালে যাবে। নার্স যখন তোমার রক্ত নিতে আসবে, তুমি খুব সাবধানে সুযোগ বুঝে তোমার রক্তের স্যাম্পেলটা ফেলে দিয়ে আমার এই রক্তের স্যাম্পেলটা বদলে দেবে। ভুল রক্ত শরীরে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আকসারের রিয়্যাকশন শুরু হবে আর ও অপারেশন টেবিলেই মারা যাবে। আর সবচাইতে মজার ব্যাপার কী জানো? সবাই ভাববে এই শয়তানিটা সুনীল করেছে। লোকে ভাববে সুনীলই তোমাকে দিয়ে ভুল রক্ত দেওয়িয়েছে যাতে আকসার মারা যায়। আমাদের পথের কাঁটাও সরবে, আবার সুনীলও ফেঁসে যাবে।"

রেশমার মুখে এক পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল। "দারুণ বুদ্ধি সন্দীপ! এক ঢিলে দুই পাখি। আকসারও মরবে, আর সুনীলও আজীবনের জন্য অপরাধী হয়ে যাবে।"

দুইশ ৫১তম অধ্যায়: বিষাক্ত যাত্রার শুরু

রেশমা তৈরি হয়ে ন নিল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। তার ব্যাগের কোণে লুকানো আছে সন্দীপের সেই মরণঘাতী রক্তের বোতল। অন্যদিকে হাসপাতালে ধীরাজ, আশিকী আর হিরণ্ময় অধীর আগ্রহে সুনীলের ফেরার অপেক্ষা করছেন। তারা ভাবছেন সুনীল আজ এক মহৎ কাজ করতে চলেছেন। তারা জানতেন না যে, যে রক্ত আজ আকসারের জীবন বাঁচাতে আসছে, সেই রক্ত আসলে তার মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে আসছে।

এই বাঁকটি এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিচ্ছে। রক্তমাখা এই ষড়যন্ত্রের শেষ কোথায়?

দুইশ ৫২তম অধ্যায়: রক্তের খেলা ও পর্দার আড়ালের সত্য

হাসপাতালের সাদা করিডোর তখন এক নিস্তব্ধ আতঙ্কের চাদরে ঢাকা। নার্স রেশমাকে একটি নির্জন কেবিনে নিয়ে গেলেন। রেশমার চোখেমুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, যেন সে কোনো পবিত্র কাজ করতে এসেছে। কিন্তু তার ব্যাগের ভেতর লুকিয়ে আছে সন্দীপের দেওয়া সেই মরণঘাতী বিষ—ভুল ব্লাড স্যাম্পেল।

নার্স রেশমার শরীর থেকে রক্ত নিলেন এবং স্যাম্পেলটি একটি ট্রে-তে রেখে কিছু নথিপত্র আনতে পাশের আলমারির দিকে ফিরলেন। ঠিক সেই কয়েক সেকেন্ডের সুযোগে রেশমা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ট্রে থেকে নিজের রক্ত সরিয়ে ফেলল এবং সন্দীপের সেই ভুল রক্তের বোতলটি সেখানে রেখে দিল। নার্স যখন ফিরে এলেন, তিনি টেরই পেলেন না যে

ট্রের ওপর রাখা সেই রক্তটি আসলে আকসারের যমদূত হয়ে এসেছে। নার্স ট্রে-টি নিয়ে দ্রুত অপারেশন থিয়েটারের **(OT)** দিকে রওনা দিলেন। রেশমা কেবিন থেকে বেরিয়ে এক কুটিল হাসি হাসল। সে ভাবল, এবার আকসারের মৃত্যু স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

দুইশ ৫৩তম অধ্যায়: ত্রাণকর্তা সুনীল

কিন্তু রেশমা জানত না যে কেবিনের জানলার ওপার থেকে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সুনীল রায় হিরণ্ময়ের কথায় এখানে নজর রাখছিলেন। রেশমা বেরিয়ে যেতেই সুনীল দ্রুত কেবিনে ঢুকলেন এবং রেশমার রেখে যাওয়া সেই আসল ও-নেগেটিভ রক্তের স্যাম্পেলটি তুলে নিলেন।

সুনীল করিডোরে গিয়ে সেই নার্সকে থামালেন। **"**সিস্টার, আমি ডক্টর হিরণ্ময়ের আত্মীয়। উনি খুব ব্যস্ত, আমাকে পাঠালেন এই ট্রের স্যাম্পেলটি চেক করে ওটি-তে পৌঁছে দিতে। আপনি বরং অন্য রোগীদের খেয়াল রাখুন।**"**

নার্স প্রথমে রাজি হতে চাননি, কিন্তু সুনীলের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আর হিরণ্ময়ের নাম শুনে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। সুনীল ট্রে-টি নিজের হাতে নিলেন এবং পকেট থেকে আসল রক্তের বোতলটি বের করে সেই জাল বোতলটির পাশে রাখলেন।

দুইশ ৫৪তম অধ্যায়: ওটি-র ভেতর রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত

সুনীল যখন ওটি-র দরজায় পৌঁছালেন, হিরণ্ময় তখন ঘর্মাক্ত অবস্থায় আকসারের হৃদস্পন্দন ধরে রাখার লড়াই চালাচ্ছেন। সুনীল ভেতরে ঢুকে গম্ভীর গলায় বললেন, **"**হিরণ্ময়, একটা বিশেষ কথা আছে। এক মিনিট বাইরে এসো।**"**

হিরণ্ময় বিরক্ত হয়ে বললেন, **"**সুনীল**!** এখন কথা বলার সময় নেই। আকসারকে বাঁচাতে আর কয়েক মিনিট আছে মাত্র**!"**

সুনীল তবুও জেদ ধরলেন। বাধ্য হয়ে হিরণ্ময় এক কোণে আসতেই সুনীল ফিসফিস করে সবটা বললেন**—**কীভাবে রেশমা রক্ত বদলে দিয়েছে এবং কীভাবে সে নিজের হাতে আসল রক্তটা ফিরিয়ে এনেছে। হিরণ্ময়ের দুচোখ রাগে জ্বলে উঠল। **"**রেশমার এত বড় সাহস**!** ও আমার ভাইয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে**?"**

হিরণ্ময় আর দেরি করলেন না। তিনি দুটো স্যাম্পেলই দ্রুত টেস্ট করলেন। দেখা গেল, একটি সত্যিই ও-নেগেটিভ **(**রেশমার আসল রক্ত**)** এবং অন্যটি একটি সম্পূর্ণ অমিল গ্রুপের রক্ত। হিরণ্ময় অতি দ্রুত আসল রক্তটি আকসারের শরীরে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। অন্য গ্রুপের রক্তটি তিনি নার্সকে দিয়ে দিলেন যাতে অন্য কোনো উপযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায়।

দুইশ ৫৫তম অধ্যায়: শয়তানের পরাজয় ও নতুন চক্রান্ত

ব্লাড ট্রান্সফিউশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকসারের শরীরে অলৌকিক পরিবর্তন দেখা দিল। তার বিপি আর পালস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করল। হিরণ্ময় ওটি থেকে বেরিয়ে এসে আশিকীকে হাসিমুখে বললেন, "বিপদ কেটে গেছে। আকসার এখন বিপদমুক্ত।"

হাসপাতালের এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে সবটা দেখছিল রেশমা আর সন্দীপ। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল আকসারের মৃত্যু সংবাদ শোনার জন্য। কিন্তু যখন শুনল আকসার সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন তাদের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

ঠিক সেই সময় সুনীল তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁটে বিজয়ের হাসি। সুনীল বললেন, "কী রেশমা? কী ভাবলে? তোমাদের ওই তুকতাক আর বিষ দিয়ে আকসারের ক্ষতি করবে? আমি বলেছিলাম না, আমি বেঁচে থাকতে ওর কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না? কথা মিলল তো?"

রেশমা আর সন্দীপের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তাদের নিখুঁত প্ল্যান সুনীল ভেস্তে দিয়েছে। তারা আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। ঘৃণাভরে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে রেশমা মনে মনে বলল, "রক্ত দিয়ে মরলি না আকসার, কিন্তু এবার এমন এক ঝড় আসবে যা তোর রক্তে মুম্বাইয়ের আকাশ লাল করে দেবে।"

তারা দুজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এক নতুন, আরও ভয়ংকর কোনো আক্রমণের ছক কষতে শুরু করল। এই চরম উত্তেজনার মাঝে আকসার বেঁচে ফিরলেও, বিপদ কি সত্যিই কাটল?

দুইশ ৫৬তম অধ্যায়: ছদ্মবেশী ঘাতক

পরদিন ভোরের আলো তখনও হাসপাতালের করিডোরে ঠিকমতো পৌঁছায়নি। রেশমা এবার এক নতুন মরণখেলা শুরু করল। সে হাসপাতালের একজন নার্সের পোশাক পরে, মুখে মাস্ক লাগিয়ে হুবহু একজন সেবিকার ছদ্মবেশ ধারণ করল। ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল আকসারের কেবিনের দিকে।

কেবিনের ভেতরে তখন একজন সত্যিকারের নার্স আকসারের ভাইটালস চেক করছিলেন। রেশমা ভেতরে ঢুকে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "সিস্টার, আপনি এখন ব্রেক-এ যেতে পারেন। ডাক্তার হিরণ্ময় স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন আকসারের স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার জন্য। পরের দুই ঘণ্টা আমি ডিউটিতে আছি।"

হিরণ্ময়ের নাম শুনে নার্সটি বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রেশমা একবার দরজাটা ভালো করে দেখে নিল। অচৈতন্য আকসার তখন বিছানায় শুয়ে লড়ছে জীবনের সাথে। রেশমার চোখে তখন জল্লাদের মতো নিষ্ঠুরতা। সে পকেট থেকে একটি ধারালো কাঁচি বের করল।

দুইশ ৫৭তম অধ্যায়: ছিঁড়ে যাওয়া প্রাণসূত্র

রেশমা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কাঁচি দিয়ে আকসারের শরীরে রক্ত পৌঁছানোর আইভি **(IV)** টিউবটি কচ করে কেটে দিল। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত মেঝের ওপর পড়তে লাগল। এরপর সে আরও এক ধাপ এগিয়ে আকসারের মুখ থেকে অক্সিজেনের মাস্কটি টেনে খুলে দিল। অক্সিজেনের অভাবে আকসারের শরীরটা একবার কেঁপে উঠল, হৃদস্পন্দনের মনিটরে অস্বাভাবিক শব্দ হতে শুরু করল।

রেশমা ঠান্ডা মাথায় কাজ শেষ করে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। সে ভাবল এবার আর কোনো অলৌকিক শক্তিও আকসারকে বাঁচাতে পারবে না।

দুইশ ৫৮তম অধ্যায়: সুনীলের তীক্ষ্ণ নজর ও উদ্ধার

কিন্তু রেশমা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে সুনীল কাল রাত থেকে হাসপাতালের প্রতিটি ছায়ার ওপর নজর রাখছিলেন। করিডোরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন একজন নার্স খুব তড়িঘড়ি করে আকসারের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, যার হাঁটার ভঙ্গিটা বড্ড চেনা।

সুনীল দ্রুত কেবিনে ঢুকে পড়লেন এবং দৃশ্যটি দেখে তাঁর চিৎকার বেরিয়ে আসছিল। তিনি দেখলেন আকসার অক্সিজেনের অভাবে নীল হয়ে যাচ্ছে আর রক্ত মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ছে। সুনীল এক মুহূর্ত দেরি না করে হিরণ্ময়কে চিৎকার করে ডাকলেন।

হিরণ্ময় ছুটে এসে পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে আঁতকে উঠলেন। সুনীল ফুঁসে উঠে বললেন, **"হিরণ্ময়! ওই ডাইনি রেশমা নার্সের ছদ্মবেশ ধরে এসে এই কাজ করে গেছে! আমি ওকে চলে যেতে দেখলাম!"**

হিরণ্ময় কাঁপা হাতে অক্সিজেন মাস্কটি আবার পরালেন এবং নতুন করে আইভি লাইন সেট করলেন। তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, **"রেশমা কেন এতটা নিচে নামছে? ও কেন আমার ভাইকে মেরেই ফেলতে চাইছে? এভাবে ব্লাড আর অক্সিজেন বন্ধ থাকলে তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর ব্রেন ডেড হয়ে যেত!"**

সুনীল হিরণ্ময়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, **"হিরণ্ময়, তুমি শান্ত হয়ে চিকিৎসা করো। আমি থাকতে আকসারের আর কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। রেশমা যত বড় জালই বিছাক, আমি ওর প্রতিটি ফাঁস নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলব।"**

দুইশ ৫৯তম অধ্যায়: নতুন প্রভাত ও ঘরে ফেরা

হিরণ্ময়ের ঐকান্তিক চেষ্টা আর সুনীলের দিন-রাত কড়া পাহারার ফলে যমরাজের হাত থেকে আকসার এবারও বেঁচে ফিরল। পরের কয়েকটা দিন হিরণ্ময় নিজের চোখের পাতা এক করেননি। প্রতিটি ওষুধ, প্রতিটি ইঞ্জেকশন তিনি নিজে পরীক্ষা করে দিয়েছেন। সুনীল আর গৌরব হাসপাতালের বাইরে থেকে রেশমার প্রতিটি চরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

আস্তে আস্তে আকসারের জ্ঞান ফিরল। শরীর দুর্বল হলেও সে এখন বিপদমুক্ত। কিছুদিন পর হিরণ্ময় অনুমতি দিলেন আকসারকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। মায়ানগরীর সেই অভিশপ্ত হাসপাতাল থেকে আকসারকে যখন পরম যত্নে ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলো, তখন পুরো পরিবার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আকসার বাড়িতে ফিরলেও তার চোখেমুখে তখনও সিঙ্গাপুরের সেই শেষ রাতের বিষাদ মাখা ছিল। অন্যদিকে, রেশমা নিজের পরাজয়ে আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল সুনীল এখন তার সবচাইতে বড় বাঁধা। এই দাবার ছকে এবার এক মরণপণ যুদ্ধের সূচনা হতে চলেছে।

দুইশ ৬০তম অধ্যায়: মুখোশহীন সত্যের মুখোমুখি

আকসার বাড়িতে ফেরার পর ড্রয়িংরুমে এক থমথমে পরিবেশ তৈরি হলো। হিরণ্ময় আর ক্রুশালের চোখেমুখে স্বস্তি থাকলেও সুনীলের মনে ছিল এক তীব্র অস্থিরতা। তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আকসারের সামনেই তিনি পরিবারের সবার কাছে হাসপাতালের সেই ভয়ঙ্কর রাতগুলোর বর্ণনা দিতে শুরু করলেন।

সুনীল উত্তেজিত গলায় বললেন, "আপনারা জানেন না ওই রেশমা কতটা নিচে নামতে পারে! ও শুধু আকসারের ব্লাড স্যাম্পেল বদলে দিয়ে ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তাই নয়, ও নার্সের ছদ্মবেশ ধরে কেবিনে ঢুকে অক্সিজেনের নল পর্যন্ত কেটে দিয়েছিল! আমি নিজের চোখে ওকে পালানোর সময় দেখেছি।"

সুনীলের কথা শুনে ক্রুশাল যেন পাথরের মতো জমে গেলেন। তাঁর দুচোখ রাগে আর বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল। তিনি হিরণ্ময়ের দিকে ফিরে চিৎকার করে বললেন, "হিরণ্ময়! এত কিছু ঘটে গেল আর তোমরা আমাদের একবারও জানালে না? রেশমা ওকে বারবার খুন করার চেষ্টা করল, আর আমরা বাড়িতে বসে কিছুই জানলাম না!"

দুইশ ৬১তম অধ্যায়: সুরক্ষার অজুহাত

হিরণ্ময় ধীর স্বরে বললেন, "ক্রুশাল, আমাদের চুপ করে থাকার পেছনে অনেক বড় কারণ ছিল। আশিকী এখন প্রেগন্যান্ট **(Pregnant)**। এই অবস্থায় ও যদি শুনত ওর স্বামীর প্রাণ বারবার সংশয়ে পড়ছে, তবে সেই মানসিক চাপ ওর আর ওর অনাগত সন্তানের জন্য ভয়ঙ্কর হতে পারত। ডাক্তার হিসেবে আমি সেই ঝুঁকি নিতে পারিনি।"

হিরণ্ময় ধীরাজ বাবুর দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, "তাছাড়া ধীরাজ বাবুর এই বয়সে এত বড় দুশ্চিন্তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। তাই গৌরবকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ওঁর দেখাশোনা করার আর তোমাকে বলেছিলাম আশিকীকে আগলে রাখতে। আমরা চেয়েছিলাম তোমরা সুস্থ থাকো।"

ক্রুশাল বিষণ্ণ গলায় বললেন, "তোমরা ভালো চেয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু আড়ালে বসে দুশ্চিন্তা করাটা আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। আমরা প্রতিদিন ওকে হাসপাতালে দেখতে পেলে অন্তত শান্তিতে থাকতাম। যাই হোক, আজ যে ও সুস্থ হয়ে ফিরেছে, এটাই ভগবানের আশীর্বাদ।"

দুইশ ৬২তম অধ্যায়: একান্তে দুই হৃদয়

এতক্ষণ ধরে আকসার চুপচাপ সবার কথা শুনছিল। তার চোখেমুখে কোনো উত্তেজনা নেই, আছে শুধু এক গভীর প্রশান্তি। সে সবার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, "বড়দা, ক্রুশাল দা... আপনারা যদি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যান তবে আমার খুব উপকার হয়। আমি আশিকীর সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।"

কথাটা শুনে ঘরের সবাই একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। গৌরব কিছুটা ইতস্তত করে বলল, "আকসার, আমরা তো যাবই, কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কথা বলি—তোমরা কি ঝগড়া করবে না তো? তুমি এখনো পুরোপুরি সুস্থ নও, আর আশিকীও এই অবস্থায় আছে। তোমাদের উত্তেজনা কিন্তু দুজনের জন্যই ক্ষতিকর হতে পারে।"

আকসার আশিকীর ম্লান মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর গৌরবের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, "আপনারা নিশ্চিন্তে যান। আমি কথা দিচ্ছি, কোনো ঝগড়া বা অশান্তি হবে না। আমি শুধু কিছু কথা গুছিয়ে নিতে চাই।"

আকসারের শান্ত স্বর শুনে হিরণ্ময় আর ক্রুশাল আশ্বস্ত হলেন। তাঁরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ড্রয়িংরুমের দরজাটা যখন বন্ধ হলো, তখন সেই নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল আকসার আর আশিকী। কুড়ি বছর আগের সেই ফেলে আসা শৈশব, সিঙ্গাপুরের সেই বৃষ্টির রাত, আর মাঝখানের এই বীভৎস দুর্ঘটনা—সব মিলিয়ে এক বিশাল পাহাড়ের মতো স্তব্ধতা তাঁদের মাঝখানে।

আকসার এবার কী বলবে আশিকীকে? সে কি রোহিতকে নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেবে, নাকি নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার হাত বাড়াবে?

দুইশ ৬৩তম অধ্যায়: অনুভবের স্বীকারোক্তি

ঘরের দরজা বন্ধ হতেই আশিকী যেন আগলে রাখা সব আবেগ উগরে দিল। সে আকসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তার চোখের কোণে তখন চিকচিক করছে জল। "আকসার, তুমি জানো না তোমাকে হাসপাতালে দেখে আমার দিনগুলো কীভাবে কেটেছে। প্রতিটা মুহূর্ত আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। আমার মনে হতো যদি তোমার কিছু হয়ে যায়, তবে আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচব? এই কথাগুলো আমি আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি, আমি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি।"

আকসার অবাক হয়ে আশিকীর দিকে তাকিয়ে ছিল। আশিকী বলে চলল, "এখন তুমি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছ, আমি খুব খুশি। কিন্তু একটা গভীর ভয় আমার মনের ভেতর সারাক্ষণ কাজ করে। রেশমা আর সন্দীপ যেভাবে তোমার প্রাণের পেছনে লেগেছে, তাতে মনে হয় না ওরা আমাদের শান্তিতে বাঁচতে দেবে। আকসার, আমাদের তো এখন সন্তান আসতে চলেছে। যদি আমাদের কিছু হয়ে যায়, তবে ওকে কে দেখবে? কে ওকে আগলে রাখবে? এই চিন্তায় আমার আত্মা কেঁপে ওঠে।"

দুইশ ৬৪তম অধ্যায়: অভয় ও ভালোবাসার আলিঙ্গন

আকসার আশিকীর কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারল না। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আশিকীকে নিজের বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত গলার বলল, "পাগলি! কেন এসব ভাবছ? আমি থাকতে তোমার বা আমাদের সন্তানের কোনো ক্ষতি হতে দেব না। যতদিন এই শরীরে প্রাণ আছে, আমি তোমাদের ছায়ার মতো আগলে রাখব। যদি কেউ তোমার গায়ে হাত দেওয়ার সাহস করে, তবে আমি পুরো দুনিয়া জ্বালিয়ে দেব।"

আকসার আশিকীর চোখের জল মুছে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আমি আমাদের এই ভালোবাসাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করি। আর আমার বিশ্বাস যে ঈশ্বর কোনোদিন এই আশীর্বাদ আমাদের থেকে কেড়ে নেবেন না। তুমি শুধু আমার ওপর ভরসা রাখো।"

আশিকী আকসারের বুকে মুখ লুকিয়ে প্রশান্তি অনুভব করল। দীর্ঘদিনের সব ভুল বোঝাবুঝি, দূরত্ব আর অভিমান এক নিমিষেই ধুয়ে গেল। আকসার পরম মমতায় আশিকীর চিবুক উঁচু করে তার ঠোঁটে এক নিবিড় ভালোবাসার চিহ্ন **(Lip-kiss)** এঁকে দিল। কুড়ি বছর আগের সেই ফেলে আসা ট্র্যাজেডির পর আজ যেন সত্যি নতুন এক বসন্ত এল।

দুইশ ৬৫তম অধ্যায়: দরজার ওপারে আড়ি পাতা

ঠিক সেই সময় আশিকী খেয়াল করল দরজার নিচে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে আকসারকে ফিসফিস করে বলল, "আকসার, বাইরে মনে হয় কেউ আছে!"

আকসার এক বাঁকা হাসি হেসে হুট করে দরজাটা খুলে দিল। আর অমনি তাসের ঘরের মতো হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল হিরণ্ময়, ক্রুশাল, ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব! তারা সবাই দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল।

আকসার ভ্রু কুঁচকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। "কী ব্যাপার? আপনাদের লজ্জা করে না? আমরা অনেকদিন আগে বিয়ে করেছি, এখানে কোনো ফুলশয্যা চলছিল না যে আপনারা এভাবে দরজায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবেন! আপনারা এত বড় হয়েও এমন বাচ্চা স্বভাব কেন করছেন?"

দুইশ ৬৬তম অধ্যায়: ধরা পড়া ভালোবাসা ও লজ্জা

ক্রুশাল হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি আকসারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, "আরে ভাই, ঘরের ভেতর কী হচ্ছিল সেটা আমাদের শোনার দরকার নেই। তোর গলার সিঁদুরের দাগ আর হাতের ওই লিপস্টিকের চিহ্ন দেখেই আমরা সব বুঝে নিয়েছি! নতুন করে কিছু বলতে হবে না।"

ক্রুশালের কথা শুনে আকসার এক মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল। সে নিজের গলার দিকে হাত দিয়ে দেখল সত্যিই সিঁদুরের আভা লেগে আছে। নিমেষেই আকসারের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে কাঁচুমাচু হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

ধীরাজ এগিয়ে এসে দুজনের মাথায় হাত রাখলেন। "আমরা সবাই সব সময় চাই যে তোমরা এভাবেই সুখে থাকো। রেশমাদের মতো বিষাক্ত মানুষরা যেন তোমাদের জীবনে আর বাধা হতে না পারে। তোমরা আনন্দে নিজেদের জীবন কাটাও, এটাই আমাদের শান্তি।"

আকসার এবার আশিকীর হাতটা শক্ত করে ধরল। সবার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা করল, "আমাদের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি এবং সারাজীবন এভাবেই একসাথে থাকতে চাই। এই নিয়েই আমাদের কথা হচ্ছিল।"

বাড়ির ভেতরে এক অদ্ভুত শান্তির হাওয়া বয়ে গেল। কিন্তু রেশমা আর সন্দীপের সেই গোপন ডেরার কথা এবং রোহিতের মুক্তির পরিকল্পনা কি এই সুখের আবহে কোনো নতুন বাধা হয়ে দাঁড়াবে? এই সুন্দর মুহূর্তটি এক বড় ঝড়ের শান্তিকাল মাত্র।

দুইশ ৬৭তম অধ্যায়: কৃতজ্ঞতা ও নতুন সংকল্প

আকসার এখন অনেকটা সুস্থ। ঘরের আবহাওয়া এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। একদিন

সকালে বাড়ির সবার উপস্থিতিতে আকসার গম্ভীর গলায় বলল, "আমি আপনাদের একটা কথা জানাতে চাই। আমরা সবাই জানি রেশমা আর সন্দীপ আমার ভাই রোহিতকে কত বড় অন্যায়ের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। আমি ঠিক করেছি, যত দ্রুত সম্ভব আমি সেই গোপন ডেরা থেকে রোহিতকে ছাড়িয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসব।"

আকসারের এই সাহসী সিদ্ধান্তে বাড়ির সবার চোখেমুখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল। গৌরব আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, "হ্যাঁ আকসার, এটাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। শুধু একবার রোহিতকে সুরক্ষিতভাবে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারি, তারপর আমার আর সুনীল দার কাছে যে ভিডিওগুলো আছে, সেগুলো পুলিশকে দেখাব। রেশমা আর সন্দীপের জেল হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। ওরা যতদিন বাইরে থাকবে, আমাদের জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি আসবে না।"

হিরণ্ময় একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "রোহিতকে ফিরিয়ে আনাটা সত্যিই জরুরি। কিন্তু আকসার, তোর শরীর তো এখনও পুরোপুরি ঠিক হয়নি। আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নে, তারপর না হয় একটু সাবধানে গিয়ে কাজটা করবি।" আকসার হিরণ্ময়ের কথার মান্যতা দিয়ে রাজি হলো।

দুইশ ৬৮তম অধ্যায়: শত্রু থেকে মিতা—এক অদ্ভুত পরিবর্তন

আকসার এবার সুনীলের দিকে ফিরল। তার চোখে এখন আর সেই পুরনো ঘৃণা নেই। আকসার ধীর স্বরে বলল, "হিরণ্ময় দা আমাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেছেন, ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সুনীল দা... সেদিন আপনি যদি রেশমার চক্রান্ত না ধরতেন, তবে হয়তো আমি আজ বেঁচে থাকতাম না। রেশমা যেভাবে অক্সিজেন আর ব্লাড বন্ধ করেছিল, তাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। আমি আপনার কাছে সারাজীবন ঋণী হয়ে থাকব।"

আকসার একটু থেমে আবার বলল, "আমি ভাবতেও পারিনি যে মানুষ এভাবে বদলে যেতে পারে। আপনি আর গৌরব ভাই একসময় আমাদের কত ক্ষতি করেছিলেন, অথচ আজ আমাকে বাঁচাতে নিজেদের জীবনের পরোয়া করেননি। এই পরিবর্তন আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

সুনীল ধরা গলায় বললেন, "আকসার, কুড়ি বছর আমরা যে পাপ করেছি, তাতে এইটুকু প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হতো। না হলে ঈশ্বরও আমাদের ক্ষমা করতেন না। আমরা ঈশ্বরের কাছে শপথ নিয়েছি, আমরা বেঁচে থাকতে তোমার আর আশিকীর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।"

দুইশ ৬৯তম অধ্যায়: অভিযানের প্রস্তুতি

দেখতে দেখতে আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হিরণ্ময়ের নিপুণ চিকিৎসায় আকসার এখন পুরোপুরি সুস্থ ও সবল। তার শরীরের আঘাত শুকিয়ে গেছে, আর মনের জোর

এখন আকাশচুম্বী। একদিন ভোরে সে ঘোষণা করল, "আজই সেই দিন। আজ আমি রোহিতকে মুক্ত করে আনব।"

ক্রুশাল উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "আকসার, তুমি কি একা পারবে? এই তো কয়েক দিন আগে সুস্থ হলে। অন্তত আমাদের কাউকে সাথে নিয়ে চলো। যদি কোনো বিপদ হয়?"

আকসার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমার কিছু হবে না। রেশমা আর সন্দীপকে কীভাবে উচিত শিক্ষা দিতে হয়, তা আমার খুব ভালো করে জানা আছে। কাউকে সাথে নেওয়ার দরকার নেই, কারণ আমি একাই ওদের সামলাতে পারব। যদি একান্তই কোনো বিপদে পড়ি, তবে আমি ফোন করে আপনাদের জানাব, তখন আপনারা যাবেন।"

আশিকী আকসারের হাত ধরে বলল, "সাবধানে যেও আকসার। রেশমা আর সন্দীপ যেন কিছু টেরই না পায়। ওরা বড্ড ধূর্ত।"

আকসার আশিকীর কপালে একটি চুমু দিয়ে বলল, "চিন্তা করো না। কেউ কিছু টের পাবে না। আমি আসছি, আর রোহিতকে নিয়েই ফিরব। না হলে ফিরবই না।"

দুইশ ৭০তম অধ্যায়: শয়তানের শেষ চাল

অন্যদিকে, সেই পুরনো বাংলোর গোপন কুঠুরিতে রেশমা আর সন্দীপ রাগে ফুঁসছিল। পরপর দুবার আকসারকে মারার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় রেশমা এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

সন্দীপ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "সুনীল আর হিরণ্ময় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে ও বেঁচে গেল। কিন্তু এবার আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে আকসার আর কোনোভাবেই বাঁচতে না পারে। ওকে শেষ না করলে আমাদের শান্তি নেই।"

রেশমা এক কুটিল হাসি হেসে বলল, "এবার আর হাসপাতাল বা অ্যাক্সিডেন্ট নয় সন্দীপ। এবার সরাসরি আঘাত হানব। আমি জানি ও আজ হোক বা কাল রোহিতকে নিতে আসবেই। আর সেটাই হবে ওর জীবনের শেষ যাত্রা।"

আকসার যখন নিজের গাড়ি নিয়ে সেই গোপন ডেরার দিকে রওনা দিল, সে জানত না যে সেখানে তার জন্য এক ভয়ংকর ফাঁদ পাতা হয়েছে। এই চূড়ান্ত সংঘর্ষে কি আকসার সফল হবে? নাকি রোহিতকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজেই বড় কোনো বিপদে পড়বে?

দুইশ ৭১তম অধ্যায়: কুড়ি বছর পর দুই মেরুর মিলন

স্যাঁতসেঁতে দেয়াল আর ঘুপচি ঘর। অন্ধকারের বুক চিরে আকসার যখন সেই গোপন কুঠুরির

ভেতরে পা রাখল, তার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে যাওয়ার উপক্রম হলো। সামনে শিকলবন্দি অবস্থায় বসে আছে তার যমজ ভাই—রোহিত। চার বছর বয়সে সেই নদীর স্রোত তাদের আলাদা করে দিয়েছিল। আজ বিশটি বসন্ত পেরিয়ে দুই ভাই যখন মুখোমুখি, তখন দুজনের চোখেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

রোহিত ফিসফিস করে বলল, "আকসার? তুই... তুই এখানে কেন এলি? রেশমা আর সন্দীপ জানলে তোকে মেরেই ফেলবে। আমি চাই না আমার জন্য তোর কোনো ক্ষতি হোক। তুই পালান এখান থেকে!"

আকসারের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি এখান থেকে যাব না। রেশমা আর সন্দীপ এতদিন যে অন্যায় করেছে, তার জন্য তাদের চরম শাস্তি হওয়া দরকার। বাড়ির সবাই তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে চায়। ওরা আমাদের জীবনে থাকলে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না। আর তোকে এখান থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ওদের জেলে পাঠানো সম্ভব নয়।"

দুইশ ৭২তম অধ্যায়: সম্মানের লড়াই ও ভাইয়ের টান

রোহিত কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমি সব বুঝতে পারছি আকসার। কিন্তু আমি ফিরে গেলে মুম্বাইয়ের লোক কী ভাববে? তোর স্ত্রী আশিকী তো একসময় আমার হেলেনা ছিল। আজ যদি আমি সেই বাড়িতে গিয়ে এক ছাদের তলায় থাকি, তবে হেলেনার বদনাম হবে। আমি সেটা সইতে পারব না।"

আকসার রোহিতের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, "আমি খুব ভালো করে জানি আমার আশিকীর চরিত্র কেমন। বাইরের লোক কে কী ভাবল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আর এখন এসব ভাবার সময় নয়। তুই চল আমার সাথে, দেরি করলে বিপদ বাড়বে।"

রোহিতের মনে দ্বিধা থাকলেও আকসারের জেদের কাছে সে হার মানল। আকসার অতি সাবধানে রোহিতের শিকল খুলে তাকে পাঁজকোলা করে কুঠুরি থেকে বের করে আনল।

দুইশ ৭৩তম অধ্যায়: শয়তানের মুখোমুখি

কিন্তু তারা যখন বাংলোর বাইরে পা রাখতে যাবে, ঠিক তখনই সেই পৈশাচিক হাসি শোনা গেল। রেশমা আর সন্দীপ হাততালি দিতে দিতে সামনে এসে দাঁড়াল। রেশমার চোখে তখন আগুনের হলকা।

"বাহ্ আকসার! তোমার তো সাহস কম নয়!" রেশমা চিৎকার করে বলল। "ভেবেছিলে আমার ডেরা থেকে এই আপদটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে?"

আকসার রোহিতকে নিজের আড়ালে রেখে শান্ত গলায় বলল, "আমি আজ রোহিতকে নিয়েই ফিরব। তাতে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা করে নিতে পারো।"

সন্দীপ এগিয়ে এসে বলল, "রেশমা আর সন্দীপ বেঁচে থাকতে কেউ রোহিতকে এখান থেকে সরাতে পারবে না।"

আকসার এক বাঁকা হাসি হেসে বলল, "রেশমা, আমার সাথে বেশি শয়তানি কোরো না। মাসখানেক আগে ওই নোংরা কাজ করার জন্য সুনীল আর গৌরব আমার কাছে কেমন মার খেয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে? আমাকে বাধ্য কোরো না সন্দীপের সাথেও একই কাজ করতে।"

দুইশ ৭৪তম অধ্যায়: রক্তাক্ত সংঘর্ষের শুরু

আকসারের কথায় সন্দীপ আর রেশমা রাগে অন্ধ হয়ে গেল। সন্দীপ গর্জে উঠে বলল, "তুই আমাকে মারবি? দেখাচ্ছি মজা!"

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সন্দীপ বাঘের মতো আকসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকসারও তৈরি ছিল। শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। আকসার তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সন্দীপের ঘুষি রুখে দিয়ে পালটা আঘাত করল। ঝোড়ো হাওয়ার মতো তারা একে অপরকে প্রহার করতে লাগল। ঘরের আসবাবপত্র চুরমার হয়ে যাচ্ছে, আর রোহিত এক কোণে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় কাঁপছে।

রেশমা বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, আর ভেতরে আকসার আর সন্দীপের জীবন-মরণ লড়াই তুঙ্গে। এই চরম মুহূর্তে কে জিতবে? আকসার কি তার ভাইকে নিয়ে এই নরক থেকে বেরোতে পারবে?

দুইশ ৭৫তম অধ্যায়: অন্ধকারের মরণফাঁদ

রেশমা জানত, সুস্থ অবস্থায় আকসারের শক্তির সঙ্গে লড়াই করে জেতা সন্দীপের পক্ষে অসম্ভব। তাই সে এক ধূর্ত চাল চালল। মারপিটের সুযোগ বুঝে রেশমা দ্রুত রোহিতকে ধাক্কা দিয়ে অন্য একটি ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। রোহিত বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, কিন্তু বেরোনোর কোনো পথ পেল না।

বাইরে তখন আকসার আর সন্দীপের হাতাহাতি চরম পর্যায়ে। রেশমা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্দীপকে চোখের ইশারায় এক সংকেত দিল। সন্দীপ বুঝে গেল তাকে কী করতে হবে। সে লড়াইয়ের মাঝখানে হঠাৎ আকসারের খুব কাছে গিয়ে সজোরে তার চোখের চশমাটা টেনে খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে আকসারের পৃথিবীটা বদলে গেল। চশমা ছাড়া তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত

ক্ষীণ; সে চারপাশের সবকিছু ঝাপসা দেখতে শুরু করল। আকসার দিশেহারা হয়ে মেঝের ওপর হাতড়াতে লাগল তার চশমাটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। "আমার চশমা! কোথায় গেল?" আকসারের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে রেশমা এক মুহূর্ত দেরি করল না।

দুইশ ৭৬তম অধ্যায়: পেছন থেকে আঘাত

আকসার যখন ঝাপসা চোখে চশমা খুঁজছিল, রেশমা নিঃশব্দে দেয়াল থেকে একটি ভারী লোহার রড তুলে নিল। পৈশাচিক আক্রোশে সে পেছন থেকে ধেয়ে এসে আকসারের মাথার ঠিক পেছনে সজোরে আঘাত করল।

"আঁআআহ!"

আকসারের মুখ দিয়ে এক অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল এবং সে যন্ত্রণায় মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল। কপাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ঘরের জানলা দিয়ে এই নৃশংস দৃশ্য দেখে রোহিত পাগলের মতো চিৎকার করতে শুরু করল।

"আকসার! না! ওকে ছেড়ে দাও! রেশমা, তোদের পায়ে পড়ি, ওকে মারিস না!" রোহিতের গগনবিদারী চিৎকারে বাংলোর নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল।

দুইশ ৭৭তম অধ্যায়: শয়তানের ভয় ও ভাইয়ের আকুতি

সন্দীপ হাপাতে হাপাতে রেশমাকে বলল, "যা করার তাড়াতাড়ি কর রেশমা! এই রোহিত যেভাবে চিৎকার করছে, তাতে যদি রাস্তার কোনো লোক চলে আসে তবে আমাদের জেল হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। আর যদি এই যমদূত আকসারের জ্ঞান ফিরে আসে, তবে ও আমাদের হাড়গোড় আস্ত রাখবে না। একে এখনই শেষ করতে হবে!"

রোহিত জানলার গ্রিল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "তোদের শত্রুতা তো আমার সাথে! ২০ বছর আমাকে এখানে পচিয়েছিস, এবার আমাকেই মেরে ফেল! আমি হাসিমুখে মরে যাব, কিন্তু প্লিজ আকসারকে ছেড়ে দে! ও তো কোনো দোষ করেনি। ও তো শুধু ওর ভাইকে বাঁচাতে এসেছিল!"

রোহিতের এই করুণ আর্তনাদ রেশমা আর সন্দীপের কানে পৌঁছাল ঠিকই, কিন্তু তাদের পাথুরে মনে কোনো দয়া জাগাল না। রেশমা রডটা হাতে নিয়ে আকসারের নিথর শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হাসল।

"রোহিত, তোর এই ভাইটা বড় বেশি বাড় বেড়েছিল। একে শেষ না করলে আমাদের শান্তি নেই। তুই শুধু তোর ভাইয়ের মৃত্যু দেখ, এটাই তোর শেষ সাজা!" রেশমা রোহিতের কোনো কথাই শুনল না

এবং তার কাতর মিনতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে আকসারের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

মায়ানগরীর অন্ধকার বাংলোয় এখন মৃত্যুর ছায়া। আকসার কি এই মরণঘাতী আঘাত থেকে ফিরতে পারবে? রোহিত কি পারবে তার ভাইকে বাঁচাতে?

দুইশ ৭৮তম অধ্যায়: বিশ বছর পরের সেই কণ্ঠস্বর

ঘরের ভেতর বন্দি রোহিত তখন খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো ছটফট করছিল। আকসারকে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়তে দেখে তার মনে হচ্ছিল সে এখনই নিজের বুক চিরে চিৎকার করবে। হঠাৎ অন্ধকার ঘরের এক কোণে মেঝের ওপর সে কিছু একটা চকচক করতে দেখল। ওটা আকসারের মোবাইল ফোন! লড়াইয়ের সময় হয়তো পকেট থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

রোহিত কাঁপা হাতে ফোনটা তুলল। কোনো পাসওয়ার্ড ছিল না। সে দ্রুত ধীরাজের নম্বর ডায়াল করল। ওপাশে ফোনটা রিসিভ হতেই রোহিত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, "ধীরাজ দা! ধীরাজ দা, বাঁচাও!"

ওপাশে ধীরাজ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ২০ বছর আগের সেই চেনা সুর, সেই আকুতি! তাঁর শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল, আত্মা কেঁপে উঠল। ধীরাজ তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "রো... রোহিত? তুই? তুই কথা বলছিস?"

রোহিত কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ধীরাজ দা, এখন এসব শোনার সময় নেই। আকসারের খুব বিপদ! ওরা ওকে মেরে ফেলছে। তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো সেই বাংলোয় এসো। রেশমা আর সন্দীপ ওকে ছাড়বে না। তাড়াতাড়ি এসো ধীরাজ দা... তাড়াতাড়ি!" কথাগুলো বলেই রোহিত ফোনটা কেটে দিল কারণ সে দেখল বাইরে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

দুইশ ৭৯তম অধ্যায়: পৈশাচিক প্রস্তুতির মঞ্চ

বাইরে তখন রেশমা আর সন্দীপের পৈশাচিক উল্লাস চরমে। সন্দীপ হিঁচড়ে আকসারের নিথর শরীরটাকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেল। যন্ত্রণায় অবশ আকসার তখনও পুরো সচেতন নয়। তারা দুজন মিলে মোটা দড়ি দিয়ে আকসারকে দেওয়ালের একটি লোহার হুকের সাথে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

রেশমা এক কোণ থেকে কেরোসিনের একটি জার নিয়ে এল। "রোহিতকে তো জ্যান্ত কবর দিয়েছিলাম, এবার তার ভাইকেও সেই স্বাদ দিয়ে দিই।" রেশমা জারটা কাত করে আকসারের সারা শরীরে কেরোসিন ঢেলে দিল। তীব্র গন্ধে পুরো বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

জানলার ওপারে দাঁড়িয়ে রোহিত এই দৃশ্য দেখে নিজের চুল ছিঁড়তে লাগল। "না! রেশমা, এটা

করিস না! তোদের পায়ে ধরি, ওকে পুড়িয়ে মারিস না! আমাকে মার, আমি তোদের সব কথা শুনব, কিন্তু আকসারকে ছেড়ে দে!" রোহিতের এই বুকফাটা কান্না ওই দুই শয়তানের কানে পৌঁছালেও মনে দাগ কাটল না।

দুইশ ৮০তম অধ্যায়: অগ্নিদহন ও ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত রূপ

সন্দীপ পকেট থেকে একটি দেশলাইয়ের বাক্স বের করল। তার মুখে এক নিষ্ঠুর হাসি। রেশমা তার হাত থেকে দেশলাইটা ছিনিয়ে নিল। সে যেন নিজেই এই কাজটা করতে চায়। আকসার তখন ধীরে ধীরে চোখ মেলছে, কেরোসিনের ঝামরানো গন্ধে তার চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু তার নড়াচড়া করার শক্তি নেই।

"বিদায় আকসার! ২০ বছর পর তুই তোর ভাইয়ের কাছেই যাচ্ছিস, তবে অন্যভাবে," রেশমা ঠান্ডা গলায় বলল।

সে একটি কাঠি জ্বালিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল আকসারের পায়ের কাছে।

মুহূর্তের মধ্যে 'হু হু' করে নীলচে শিখা জ্বলে উঠল। আকসারের শরীর আগুনের লেলিহান শিখায় ঢেকে গেল। আকসারের গগনবিদারী চিৎকার আর আগুনের তপ্ত আঁচে বাংলোর নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। রোহিত জানলার গ্রিল ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল। তার চোখের সামনে তার যমজ ভাই, তার শেষ ভরসা জ্যান্ত শ্মশানে পরিণত হচ্ছে।

মায়ানগরীর আকাশ সাক্ষী—এক ভাই অন্য ভাইয়ের জন্য আজ চরম আত্মাহুতির শিকার। ধীরাজ আর হিরণ্ময় কি পৌঁছাতে পারবেন এই আগুনের তান্ডব থামানোর জন্য? নাকি সব শেষ হয়ে যাবে এই ধোঁয়ার আড়ালে?

দুইশ ৮১তম অধ্যায়: আগুনের বুকে ধীরাজের প্রবেশ

আকসারের শরীরে তখন আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে শুরু করেছে। জানলার ওপার থেকে রোহিতের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক প্রচণ্ড শব্দে বাংলোর পেছনের বড় কাঁচের দরজাটা চুরমার হয়ে গেল। ধীরাজ শ্রীবাস্তব এক হাতে বড় জলের বালতি আর অন্য হাতে কম্বল নিয়ে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

"আকসার!" ধীরাজ চিৎকার করে সবটুকু জল আকসারের ওপর ঢেলে দিলেন। আগুনের তেজ কমতেই তিনি নিজের গায়ের চাদর আর কম্বল দিয়ে আকসারকে জড়িয়ে ধরলেন। রেশমা আর সন্দীপ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—কীভাবে যমের দুয়ার থেকে ধীরাজ আকসারকে ফিরিয়ে আনলেন। ধীরাজ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আধপোড়া ও অচৈতন্য আকসারকে পাজাকোলা করে বাংলোর বাইরে নিজের গাড়ির দিকে নিয়ে ছুটলেন।

দুইশ ৮২তম অধ্যায়: রোহিতের মুক্তি ও শয়তানের কারাবাস

রেশমা আর সন্দীপ রাগে কাঁপছিল। রেশমা চিৎকার করে উঠল, "ধীরাজ এখানে এল কী করে? কে খবর দিল ওকে?" হঠাত তার নজর গেল জানলার ভেতরে। সেখানে রোহিতের হাতে তখনও আকসারের মোবাইল ফোনটা ধরা। রেশমা বুঝতে পারল, এই পুরো কাজটা রোহিতের। সে রোহিতকে আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক তখনই সেখানে হানা দিলেন হিরণ্ময় আর ক্রুশাল।

হিরণ্ময় আর ক্রুশাল দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে রোহিতকে জড়িয়ে ধরলেন। ২০ বছর পর নিজের ভাইকে মুক্ত করে হিরণ্ময়ের চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। তাঁরা রোহিতকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সুনীল আর গৌরব সেখানে এসে রেশমা ও সন্দীপের পথ আটকে দাঁড়াল।

সুনীল এক ক্রুর হাসি হেসে বললেন, "বলেছিলাম না রেশমা? আমি থাকতে তুমি ওদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আজ থেকে খেলা শেষ।"

সুনীল আর গৌরব জোর করে রেশমা আর সন্দীপকে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন যেখানে ২০ বছর ধরে রোহিত বন্দি ছিল। সজোরে লোহার দরজা বন্ধ করে সুনীল বাইরে থেকে বড় তালা ঝুলিয়ে দিলেন। "তোদের বিচার আইন করবে, কিন্তু তার আগে এই নরকের স্বাদ তোরা নিজেরা চেখে দেখ!"

দুইশ ৮৩তম অধ্যায়: রেশমার অন্ধ আক্রোশ

লোহার দরজার ওপাশে রেশমা পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল। "তোরা কি ভেবেছিস এই ঘরে আটকে রেখে রেশমাকে থামানো যাবে? আকসার আর আশিকীকে না মারা পর্যন্ত আমার আত্মা শান্ত হবে না! ওই আশিকী মা হতে চলেছে? আমি কোনোদিন মা হতে পারিনি, তাই ওই মেয়েটাকেও আমি মা হওয়ার সুখ ভোগ করতে দেব না! ওর সন্তানকে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে দেব না!"

রেশমা পকেট থেকে লুকানো ফোন বের করল। সে জানত ধীরাজ একা আকসারকে নিয়ে খুব বেশিদূর যেতে পারবে না। সে তার ভাড়াটে গুন্ডাদের সর্দারকে ফোন করল। "হ্যালো! শোন, ধীরাজ ওই আধপোড়া আকসারকে নিয়ে শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। যে করেই হোক ওদের খুঁজে বের কর! আর একটা দল জলদি এই বাংলোয় আয়, সুনীল আমাদের এই ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে গেছে। আমাদের উদ্ধার কর!"

দুইশ ৮৪তম অধ্যায়: মায়ানগরীর রাজপথে মৃত্যুর ছায়া

রেশমার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই একদল সশস্ত্র গুন্ডা ট্যাক্সি করে বাংলোর দিকে রওনা দিল আর অন্য দশ-বারোটি দল পুরো মুম্বাই শহরে ছড়িয়ে পড়ল ধীরাজ আর আকসারকে খুঁজে বের করতে।

এদিকে ধীরাজ গাড়ি চালাচ্ছিলেন খুব দ্রুত। পেছনের সিটে আকসার যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ধীরাজ জানতেন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া এখন বিপজ্জনক, কারণ রেশমার গুন্ডারা সেখানে সবার আগে পৌঁছাবে। তিনি এমন এক গোপন আশ্রয়ের কথা ভাবছিলেন যেখানে আকসারকে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে।

শহরের প্রতিটি গলি, প্রতিটি মোড়ে এখন রেশমার লোক। একপাশে অচৈতন্য আকসারকে বাঁচানোর লড়াই, অন্যপাশে রেশমার বিষাক্ত প্রতিহিংসা। এই চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ধীরাজ কি পারবেন আকসারকে সুরক্ষিত রাখতে? নাকি রেশমার গুন্ডারা খুঁজে বের করবে তাদের গোপন আস্তানা?

দুইশ ৮৫তম অধ্যায়: দৃষ্টির প্রত্যাবর্তন ও আকসারের গর্জন

মুম্বাইয়ের এক জনমানবহীন জীর্ণ বাংলোর ভেতরে আকসারকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ধীরাজ। আগুনের আঁচে আকসারের শরীর ঝলসানো, কিন্তু ধীরাজের প্রাথমিক শুশ্রূষায় তার জ্ঞান ফিরে এল। ধীরাজ পকেট থেকে আকসারের সেই চশমাটি বের করে তার চোখে পরিয়ে দিলেন। চশমাটি পরার সাথে সাথেই আকসারের ঝাপসা পৃথিবী আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ধীরাজ কাঁপা গলায় রেশমার সেই পৈশাচিক পরিকল্পনার কথা আকসারকে বললেন। আকসার নিস্তব্ধ হয়ে সব শুনল। ঠিক তখনই বাইরে গাড়ির শব্দ আর একদল মানুষের হুঙ্কার শোনা গেল। রেশমার গুন্ডারা বাংলো ঘিরে ফেলেছে।

ধীরাজ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। "আকসার! ওরা এসে গেছে! এবার কী হবে?"

আকসার ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে তখন প্রতিশোধের লেলিহান শিখা। সে ধীরাজকে বলল, "ধীরাজ দা, আপনি পেছনের দরজা দিয়ে এখনই বেরিয়ে যান। আপনার এখন বয়স হয়েছে, আপনি এই পশুদের সাথে লড়তে পারবেন না। আমি এদের একাই দেখে নেব।"

ধীরাজ প্রথমে রাজি হতে চাননি, কিন্তু আকসারের কণ্ঠের দৃঢ়তা দেখে তিনি আর কথা বাড়ালেন না। আকসারের নির্দেশমতো তিনি বাংলোর অন্ধকার চিরে বেরিয়ে গেলেন।

দুইশ ৮৬তম অধ্যায়: একাকী যোদ্ধার তাণ্ডব

ধীরাজ চলে যাওয়ার পর আকসার বাংলোর প্রধান ফটক খুলে বাইরে এল। সামনে দশ-বারো জন সশস্ত্র গুন্ডা। আকসারকে দেখে তারা উপহাস করে এগিয়ে এল। কিন্তু তারা জানত না, তারা কোনো আহত সিংহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আকসার কোনো কথা না বলে প্রথম গুন্ডাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মুষ্টির আঘাতে একজনের চোয়াল ভেঙে গেল, অন্যজনের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সবার ওপর তাণ্ডব চালাতে লাগল। ঝলসানো শরীরের যন্ত্রণা যেন তার শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়াল। কয়েক মিনিটের মধ্যে গুন্ডারা বুঝতে পারল, এই লোকটিকে দমানো অসম্ভব। একের পর এক গুন্ডা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বাকিরা প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল।

আকসার হাপাতে হাপাতে আকাশের দিকে তাকাল। তার মনে তখন একটাই চিন্তা—পরিবার আর রোহিত। সে কোনোমতে টলতে টলতে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

দুইশ ৮৭তম অধ্যায়: শিকারি যখন শিকার

অন্যদিকে, বাংলোর সেই অন্ধকার কুঠুরিতে রেশমা আর সন্দীপ তখন ছটফট করছিল। হঠাৎ রেশমার ফোনে গুন্ডাদের সর্দারের কল এল।

"ম্যাডাম! আমাদের মাফ করে দিন," সর্দার হাপাতে হাপাতে বলল। "ধীরাজ তো পালিয়ে গেছে, কিন্তু ওই আকসার... ও মানুষ নয়, ও স্বয়ং শয়তান! আমাদের সবাইকে ও এমন পিটিয়েছে যে আমরা মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি। ওর হাতে মার খেয়ে আমরা কেউ মরতে চাই না। আমরা আর আপনার কাজ করতে পারব না!" এই বলে সে ফোন কেটে দিল।

সন্দীপ স্তম্ভিত হয়ে বলল, "রেশমা, রোহিত আর আকসার যমজ ভাই হলেও দুজনে আসমান-জমিন তফাৎ। রোহিত শান্ত ছিল বলে ওকে ২০ বছর টর্চার করা গেছে, কিন্তু আকসার তো আগুনের গোলা! একে মেরে ফেলা সহজ নয়।"

ঠিক সেই সময় রেশমার এক বিশ্বস্ত গুন্ডা এসে ঘরের তালা ভেঙে তাদের উদ্ধার করল। কিন্তু তার চোখেমুখে আতঙ্ক। সে চিৎকার করে বলল, "আপনারা এখনই পালান! সুনীল আর গৌরব পুলিশকে সব বলে দিয়েছে। পুলিশ আপনাদের ধরার জন্য পুরো মুম্বাই তোলপাড় করছে। এখন না পালালে আপনাদের জেল হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না!"

দুইশ ৮৮তম অধ্যায়: নিরুদ্দেশ এবং রহস্যের মেঘ

পুলিশের নাম শুনে রেশমা আর সন্দীপের বুক কেঁপে উঠল। তারা বুঝতে পারল এবার পরিস্থিতি হাতের বাইরে। তারা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বাংলোর পেছনের পথ দিয়ে অন্ধকারে গা

ঢাকা দিল।

পরের কয়েক ঘন্টা মুম্বাই পুলিশ সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। রেশমার ফ্ল্যাট, সন্দীপের আস্তানা—কোথাও তাদের পাওয়া গেল না। রেশমা আর সন্দীপ যেন জাদুবলে শহর থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই খবর যখন বাড়িতে পৌঁছাল, তখন ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব সবাই অবাক হয়ে গেলেন। রেশমার মতো একজন নারী যে এত সহজে পুলিশের জাল কেটে বেরিয়ে যাবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি।

বাড়িতে ফিরে আকসারকে ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় দেখে আশিকী তাকে জড়িয়ে ধরল। হিরণ্ময় আর ক্রুশাল রোহিতকে নিয়ে পাশের ঘরে। পরিবারটি একত্রিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রেশমার এই নিরুদ্দেশ হওয়া মানেই এক নতুন ঝড়ের সংকেত।

দুইশ ৮৯তম অধ্যায়: নতুন নীড় ও প্রশান্তির মাসগুলো

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। মুম্বাইয়ের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলো এখন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতির মতো। আশিকীর মাতৃত্বের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আকসার চেয়েছিল তার সন্তান যেন এক শান্ত এবং নিরাপদ পরিবেশে পৃথিবীর আলো দেখে। তাই সে মুম্বাই শহর থেকে কিছুটা দূরে, পাহাড় আর সবুজে ঘেরা এক নিরিবিলি শহরে একটি সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছে।

গত কয়েক মাস রেশমা আর সন্দীপের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পুলিশ সারা দেশ তোলপাড় করেও তাদের হদিস পায়নি। বাড়ির সবাই—হিরণ্ময়, ক্রুশাল, ধীরাজ, সুনীল আর গৌরব—ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে রেশমারা হয়তো পুলিশের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে অথবা কোথাও আত্মগোপন করে আছে যেখান থেকে আর ফেরার পথ নেই। পরিবারটিতে এখন উৎসবের আমেজ। হারানো রোহিতও এখন হিরণ্ময় আর ক্রুশালের যত্নে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

দুইশ ৯০তম অধ্যায়: অলক্ষুণে স্বপ্ন ও আকসারের হাহাকার

একদিন বিকেলে নতুন ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখছিল আকসার আর আশিকী। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, কিন্তু আকসারের মুখে আজ সেই পরিচিত হাসিটা নেই। সে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আশিকী তার হাতটা ছুঁয়ে বলল, "কী হয়েছে আকসার? কদিন পরেই আমাদের কোল আলো করে নতুন অতিথি আসবে, আর তুমি আজ এমন মুখভার করে বসে আছো কেন?"

আকসার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশিকীর দিকে তাকাল। তার চোখে জল চিকচিক করছে। সে ধরা গলায় বলল, "জানো আশিকী, কাল ভোরে আমি খুব অদ্ভুত আর ভয়ংকর একটা স্বপ্ন

দেখেছি। আমি দেখলাম আমরা দুজনে শান্তিতে ঘুমাচ্ছি, আর হঠাৎ রেশমা এসে তোমার বুকে গুলি করল। তুমি আমার চোখের সামনে নিথর হয়ে গেলে। আমি এর আগে কোনোদিন এমন স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আমার মনটা কু ডাকছে।"

আশিকী খিলখিল করে হেসে উঠল। সে আকসারের ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "আরে পাগল! তুমি এখনকার যুগের মানুষ হয়েও এইসব স্বপ্নে বিশ্বাস করছ? স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হয় না। আর রেশমা-সন্দীপ? ওরা তো এখন ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে আছে। পুলিশ যেখানে ওদের খুঁজে পাচ্ছে না, সেখানে ওরা আমাদের কাছে আসবে কীভাবে? তুমি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছ।"

দুইশ ৯১তম অধ্যায়: হারানোর ভয় ও কুলদীপ

আকসার আশিকীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি জানি না আশিকী, কিন্তু তোমাকে হারানোর ভয়টা ইদানীং আমাকে খুব তাড়া করে ফিরছে। তোমাকে ছাড়া আমি আমার জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না। রেশমা যদি আবার ফিরে আসে, যদি সত্যিই তোমার কোনো ক্ষতি করে, তবে আমি কী নিয়ে বাঁচব?"

আশিকী আকসারের চিবুক ধরে আদর করে বলল, "এখন এসব বাজে কথা একদম বলবে না। আমাদের সন্তানের কথা ভাবো। আমাদের কিচ্ছু হবে না। ঈশ্বর আমাদের এত লড়াইয়ের পর এই সুখ দিয়েছেন, তিনি এত সহজে এটা কেড়ে নেবেন না।"

পরিবেশটা হালকা করার জন্য আশিকী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, "জানো, ডাক্তার বলেছে আমাদের বোধহয় ছেলেই হবে। আমি ওর একটা নামও ঠিক করে রেখেছি—'কুলদীপ'। কেমন হয়েছে নামটা?"

আকসারের বিষণ্ণ মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। সে মুগ্ধ হয়ে বলল, "কুলদীপ! খুব সুন্দর নাম আশিকী। আমাদের বংশের প্রদীপ হয়েই সে আসবে। তুমি সত্যিই খুব সুন্দর একটা নাম পছন্দ করেছ। আজ থেকে আমাদের অনাগত রাজপুত্রের নাম হবে কুলদীপ।"

বারান্দায় বসে দুজনে যখন আগামীর সুন্দর স্বপ্ন বুনছিল, তখন দূরে দিগন্তে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। আকসারের স্বপ্ন কি সত্যিই কোনো দৈববাণী ছিল? রেশমা আর সন্দীপ কি সত্যিই চিরতরে হারিয়ে গেছে, নাকি তারা কোনো মরণঘাতী আঘাত হানার জন্য সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করছে?

মায়ানগরী থেকে দূরে এই ছোট শহরে কি শান্তি বজায় থাকবে? এবার এক চরম এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

দুইশ ৯২তম অধ্যায়: বিষধর সাপের গুপ্ত আস্তানা

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! যে ফ্ল্যাটটিকে আকসার তার অনাগত সন্তান 'কুলদীপ' আর আশিকীর নিরাপত্তার স্বর্গ ভেবে কিনেছিল, সেই ফ্ল্যাটেরই একটি পরিত্যক্ত অন্ধকার স্টোর রুমে পুলিশের নজর এড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে রেশমা আর সন্দীপ। তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে আকসারই এই ফ্ল্যাটের মালিক হবে।

রেশমা জানালার ফাঁক দিয়ে আকসার আর আশিকীকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। সে ফিসফিস করে সন্দীপকে বলল, "সন্দীপ, সব শেষ! আকসার যদি একবার টের পায় আমরা এই ঘরে লুকিয়ে আছি, তবে ও সোজা পুলিশকে খবর দেবে। এবার আর আমাদের পালানোর কোনো পথ নেই।"

সন্দীপের চোখে তখন পৈশাচিক ধূর্ততা। সে রেশমার হাত ধরে বলল, "ভয় পেও না রেশমা। একটা শেষ রাস্তা আছে। যদি আমরা আকসার বা আশিকীর মধ্যে কোনো একজনকে শেষ করে দিতে পারি, তবে বাকি সবাই শোকে পাথর হয়ে যাবে। সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আমরা এখান থেকে চম্পট দেব। কিন্তু যা করার খুব সাবধানে করতে হবে।"

রেশমা রাজি হলো। তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে চুপিচুপি আকসার আর আশিকীর বেডরুমের আলমারির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

দুইশ ৯৩তম অধ্যায়: মুখোমুখি যমদূত

বারান্দা থেকে গল্প করে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল আকসার আর আশিকী। কিন্তু ঘরে পা রাখতেই তারা এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব করল। হঠাৎ ছায়ার মতো আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রেশমা আর সন্দীপ। তাদের হাতে চকচকে ধারালো অস্ত্র।

আকসার আর আশিকী পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। আকসার কাঁপতে কাঁপতে তার পকেট থেকে ফোন বের করে কাউকে ডায়াল করতে চাইল। রেশমা চিৎকার করে উঠল, "খবরদার আকসার! যদি বাড়ির কাউকে বা পুলিশকে একটাও ফোন করো, তবে এই মুহূর্তেই আমি তোমার হবু সন্তানের মা আশিকীকে খতম করে দেব! তুমি কি সেটা চাও?"

আকসারের হাত থরথর করে কাঁপছিল। সে রোহিতকে ফোন করার চেষ্টা করছিল। রেশমার ভয়ে সে ফোনটা নামিয়ে নিলেও, ততক্ষণে ফোনের ওপাশে রোহিত কলটি রিসিভ করে ফেলেছে। রোহিত ফোনের স্পিকারে রেশমার সেই হুমকি আর আশিকীর কান্নার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল।

দুইশ ৯৪তম অধ্যায়: বাইরে সতর্ক প্রহরা

ওপাশে রোহিত আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। সে দ্রুত বাড়ির সবাইকে—হিরণ্ময়, ক্রুশাল, সুনীল আর গৌরবকে সবটা জানাল। সবাই হন্তদন্ত হয়ে বেডরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রোহিত পাগলের মতো লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে

চাইল, কিন্তু হিরণ্ময় তাকে জাপটে ধরলেন।

সুনীল অভিজ্ঞ মানুষের মতো পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বললেন, "রোহিত, শান্ত হও! এখন ভেতরে ঢোকা মানেই আশিকীর বিপদ। গৌরব, তুমি আর আমি এখনই নিচে গিয়ে পুলিশকে ফোন করছি এবং নিচে পাহারায় থাকছি। হিরণ্ময় আর ক্রুশাল, আপনারা দরজায় নজর রাখুন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত কোনো অঘটন যেন না ঘটে।"

সুনীল আর গৌরব দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। হিরণ্ময় আর ক্রুশাল দরজায় কান পেতে রইলেন এক চরম উত্তেজনায়।

দুইশ ৯৫তম অধ্যায়: মাতৃত্বের করুণ আর্তি

ঘরের ভেতরে আশিকী তখন যন্ত্রণায় ভেঙে পড়েছে। সে রেশমার দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে বলল, "রেশমা, তোমরা যদি চাও তবে আমাকে মেরে ফেলো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রেখো, আমার শরীরে এখন আরও একটা জীবন বেড়ে উঠছে। আমি প্রেগন্যান্ট **(Pregnant)**। আমার কিছু হওয়া মানে আমার নিষ্পাপ বাচ্চারও মৃত্যু। দয়া করে আমার বাচ্চার কোনো ক্ষতি করো না। ও তো কোনোদিন তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি!"

আশিকীর এই করুণ মাতৃত্বের আর্তি সন্দীপ বা রেশমার পাথুরে মনে কোনো দাগ কাটল না। রেশমা উল্টো ক্রুর হাসি হাসল।

দুইশ ৯৬তম অধ্যায়: আকসারের রুদ্রমূর্তি

আশিকীর সেই অসহায় মুখ আর রেশমার পৈশাচিক উল্লাস দেখে আকসারের ভেতরে এক আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ল। সিঙ্গাপুরের সেই পাহাড়ের চূড়ার চেয়েও বড় এক সাহসে সে জ্বলে উঠল। সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এক ঝটকায় এগিয়ে গিয়ে সন্দীপের গলা টিপে ধরল।

"কুত্তা! তোর এত বড় সাহস যে তুই আমার আশিকীকে মারার কথা বলিস?" আকসারের গলার স্বর বাঘের গর্জনের মতো শোনাল। সে সন্দীপকে সজোরে দেওয়ালে আছাড় মারল। "অনেক সহ্য করেছি! ২০ বছর ধরে আমার ভাইকে টর্চার করেছিস, আমাদের সিঙ্গাপুরে মরার ফাঁদ পেতেছিস, হাসপাতালে মারার চেষ্টা করেছিস—কিন্তু আজ আর নয়! আজ তোকে মেরেই আমি এই নরকের শেষ করব!"

আকসার উন্মত্তের মতো সন্দীপের গলায় নিজের দুই হাত চেপে ধরল। সন্দীপের চোখমুখ নীল হয়ে আসছিল। রেশমা আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু আকসার তখন অপ্রতিরোধ্য।

এই চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি আকসার নিজের হাতে আইন তুলে নেবে? নাকি সুনীলরা পুলিশ নিয়ে এসে রেশমাদের গ্রেফতার করতে পারবে? আর আশিকীর

সন্তান কুলদীপ কি এই মরণঘাতী লড়াইয়ের মাঝে সুরক্ষিত থাকবে?

দুইশ ৯৭তম অধ্যায়: আকাশ থেকে ঝরে পড়া নক্ষত্র

আকসারের হাতের চাপে সন্দীপের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঠিক তখনই রেশমা বুঝতে পারল, সন্দীপকে বাঁচাতে হলে চরম কিছু করতে হবে। সে ঘরজুড়ে থাকা সেই বিশাল কাঁচের জানলাটির দিকে তাকাল। কোনো কিছু চিন্তা না করেই রেশমা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে অন্তঃসত্ত্বা আশিকীকে ধাক্কা মারল।

"নাআআ!" আকসারের চিৎকার ঘরের দেওয়াল চিরে বেরিয়ে গেল।

প্রচণ্ড শব্দে জানলার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আশিকী নিজেকে সামলাতে পারল না। সেই পাঁচতলা ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে সে সোজা নিচে পড়ে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সময় যেন থমকে গেল। আকসার সন্দীপকে ছেড়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দেখল—তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় আশিকী নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আকসার উন্মাদের মতো লিফটের দিকে ছুটল। তার পেছন পেছন ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ও কান্নায় ভেঙে পড়ে নিচে দৌড়ালেন।

দুইশ ৯৮তম অধ্যায়: কর্মফলের বৃত্ত

ঘরের ভেতরে রেশমা আর সন্দীপ হাপাচ্ছিল। তারা পালানোর সুযোগ খুঁজছিল ঠিকই, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই যমদূতের মতো ঘরে ঢুকলেন ধীরাজ আর রোহিত। আজ আর রোহিত সেই শিকলবন্দি দুর্বল মানুষটি নয়। সে আর ধীরাজ মিলে রেশমা আর সন্দীপকে জাপটে ধরলেন। কোনো কথা না বলে তাঁরা দুজনে মিলে শয়তান দুটোকে শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। ধীরাজ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে শক্তিশালী তালা ঝুলিয়ে দিলেন। শয়তানরা এখন তাদের নিজেদেরই বোনা জালে আটকা পড়ল।

দুইশ ৯৯তম অধ্যায়: যন্ত্রণার সমুদ্র ও শয়তানের শেষ বাজি

নিচে নেমে এসে আকসার দেখল তার পৃথিবীটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আশিকীর সাদা পোশাক এখন গাঢ় লাল। আকসার তাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। "আশিকী! চোখ খোলো! আমাদের কুলদীপের কী হবে?"

হিরণ্ময় দ্রুত নাড়ি পরীক্ষা করে আর্তনাদ করে উঠলেন, "আকসার, সময় খুব কম! ওর পালস খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শরীরের ভেতরের অবস্থা কী জানি না, সাথে একটা বাচ্চার প্রাণও জড়িয়ে আছে। এখনই শহরের মেইন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!"

এদিকে তালাবন্দি ঘরে সন্দীপ অট্টহাসি হেসে উঠল। রেশমা ভয়ে কাঁপছিল ঠিকই, কিন্তু সন্দীপের চোখে তখনও খুনের নেশা। সে রেশমাকে বলল, "ভয় পেও না রেশমা। পুলিশ আমাদের ধরুক আর ফাঁসি দিক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আকসার আর আশিকী বাঁচবে না।"

রেশমা অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে? হিরণ্ময় তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে!"

সন্দীপ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমি একটু আগে যখন বাইরে গিয়েছিলাম, তখনই শহরের সবচাইতে উঁচু ব্রিজের তলায় শক্তিশালী বোমা ফিট করে দিয়ে এসেছি। এই ফ্ল্যাট থেকে হাসপাতালে যাওয়ার ওই একটাই রাস্তা। আকসার যখনই ওর বউকে নিয়ে ওই ব্রিজ পার হবে, তখনই সব উড়িয়ে দেব আমি। মরার আগে ওই দৃশ্যটা দেখে মরতে চাই।"

তিনশতম অধ্যায়: কালান্তক যাত্রা

হিরণ্ময় দ্রুত গাড়ি বের করলেন। আকসার আশিকীকে কোলে নিয়ে পেছনের সিটে বসল। তার শরীর কাঁপছে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটা যুগের মতো মনে হচ্ছে। আশিকী যন্ত্রণায় চোখ খুলতে পারছে না, তার শরীর থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ক্রুশাল আর ধীরাজ অন্য গাড়িতে পেছনে আসতে লাগলেন। সুনীল আর গৌরব ততক্ষণে পুলিশ নিয়ে ব্রিজের ওপার থেকে আসার পথে। কেউ জানত না যে মৃত্যুর মরণফাঁদ ঠিক সামনের সেই উঁচু ব্রিজের ওপর অপেক্ষা করছে।

আকসার আশিকীর কপালে চুমু খেয়ে বলল, "কিচ্ছু হবে না আশিকী। আমি তোমাকে আর কুলদীপকে কিছু হতে দেব না।"

গাড়িটা ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল সেই অভিশপ্ত ব্রিজের দিকে। ওদিকে রেশমা আর সন্দীপ অন্ধকার ঘরে বসে মরণঘন্টার অপেক্ষা করতে লাগল। এই চরম ট্র্যাজেডিতে কি তবে সব শেষ হয়ে যাবে? নাকি কোনো মিরাকল বাঁচিয়ে দেবে এই নিষ্পাপ পরিবারকে?

তিনশ ১তম অধ্যায়: ওটি-র নিস্তব্ধতা ও একটি প্রাণের উদয়

হাসপাতালের করিডোরে তখন সময়ের কাঁটা থমকে গেছে। অপারেশন থিয়েটারের বাইরের লাল আলোটা নিভে যেতেই সবাই রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে তাকাল। হিরণ্ময় ঘর্মাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো টলমল করছে জলে।

আকসার পাগলের মতো এগিয়ে গিয়ে ধরল হিরণ্ময়ের হাত। "বড়দা! আশিকী? আমাদের সন্তান? ওরা

ঠিক আছে তো?"

হিরণ্ময় কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। ক্রুশাল ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, "কথা বল হিরণ্ময়! আমার বোন হেলেনা ঠিক আছে তো?"

হিরণ্ময় ধরা গলায় বললেন, "ঈশ্বর আমাদের ওপর বড় নিষ্ঠুর খেলা খেললেন। আমি আকসার আর আশিকীর সন্তানকে—আমাদের কুলদীপকে বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু... কিন্তু আমার সমস্ত বিদ্যা হার মেনে গেল। আমি আশিকীকে বাঁচাতে পারলাম না। ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

কথাটা শোনামাত্রই ক্রুশাল আর্তনাদ করে মেঝেতে বসে পড়লেন। রোহিত, যে ২০ বছর পর নিজের হেলেনাকে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল, সে এই সংবাদ সইতে না পেরে সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। ধীরাজের মনে হলো তাঁর পৃথিবীটা আবার শ্মশান হয়ে গেছে। হিরণ্ময় ধীরাজকে বললেন, "ধীরাজ বাবু, রোহিতকে নিয়ে আপনি মুম্বাই ফিরে যান। ওর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ, এখানে থাকলে ও আরও ভেঙে পড়বে।" ধীরাজ অশ্রুভেজা চোখে রোহিতকে নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

তিনশ ২তম অধ্যায়: আকসারের রুদ্রমূর্তি ও অস্বীকার

আকসার পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। সে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল, "মিথ্যে কথা! তুমি একজন সামান্য ডাক্তার, তুমি ভগবান নও! ভগবান আমার কাছ থেকে আমার আশিকীকে কেড়ে নিতে পারে না! আমাদের ভালোবাসা কোনোদিন অসম্পূর্ণ হতে পারে না।"

হিরণ্ময় কাঁপা গলায় বললেন, "আকসার, শান্ত হ। ও মারা গেছে, এটা তোকে মানতেই হবে।"

"না!" আকসার চিৎকার করে উঠল। "ও মরেনি! ও আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আমি ওকে আজ বাঁচাতে না পারি, তবে আমি নিজেও আর বেঁচে থাকব না।"

আকসার ঝড়ের বেগে ওটি-র ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং চাদরে ঢাকা আশিকীর নিথর দেহটা নিজের বলিষ্ঠ দুই বাহুতে পাঁজকোলা করে তুলে নিল। হিরণ্ময় বা হাসপাতালের কর্মীরা কেউ তাকে আটকানোর সাহস পেল না।

তিনশ ৩তম অধ্যায়: মহাকাব্যিক হাহাকার ও অভিশপ্ত ব্রিজ

আকসার আশিকীর লাশ কোলে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এল। ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে সে উন্মাদের মতো হাঁটতে লাগল। তার দুচোখ দিয়ে প্লাবনের মতো জল নামছে। সে চিৎকার করে গাইতে লাগল যন্ত্রণার গান—

"Kis ko sunaaun haal
dil-e-bekaraar ka
Bujhata hua charaag hun
apane majaar ka
Ai kaash bhul jaaun,
magar bhulata nahi
Kis dhum se uthha tha
janaaja bahaar ka
Ye duniya, ye mahafil,
mere kaam ki nahin"

সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, **"**কেন সত্যিকারের ভালোবাসা পূর্ণ হতে দেয় না ভগবান**?** যদি কেড়ে নেবেই, তবে কেন ওকে আমার জীবনে এনেছিলে**?**
লোকে বলে পৃথিবীতে সবচাইতে বড় জিনিস হলো অপেক্ষা। আজ বুঝলাম, ঈশ্বর আমার ভাগ্যে সারা জীবনের সেই যন্ত্রণাময় অপেক্ষাই লিখে
রেখেছেন।**"**

হাঁটতে হাঁটতে আকসার সেই উঁচু ব্রিজের ওপর উঠে এল, যেখানে সন্দীপ বোমা ফিট করে রেখেছিল। আকসার যখন ব্রিজের মাঝখানে, ঠিক তখনই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ শুরু হলো।

তিনশ ৪তম অধ্যায়**:** আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা

বিস্ফোরণের দাপটে আকসারের ঠিক পেছনেই ব্রিজটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁল। কিন্তু এক অলৌকিক ক্ষমতায় আকসার থামল না। সে আশিকীকে বুকে জড়িয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল। ব্রিজ ভাঙছে, আগুন জ্বলছে, কিন্তু আকসারের গায়ের একটা পশমও পুড়ল না।

দূর থেকে রেশমা আর সন্দীপ এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে জমে গেল। তাদের বোমা ফাটল, ব্রিজ ভাঙল, কিন্তু আকসার আর আশিকী মরল না**!** তাদের এই শেষ চালটাও ব্যর্থ হলো।

আকসার ব্রিজের ওপাড়ে পৌঁছে নিথর আশিকীর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ হাসল। সে অস্ফুট স্বরে বলল, **"**রেশমা**-**সন্দীপরা কোনোদিন বুঝবে না ভালোবাসার মানুষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকাটা কতটা কঠিন। হয়তো আমার ভালোবাসায় জোর ছিল না, তাই তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না আশিকী। আজ আমার মনের অবস্থা কেউ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারবে না, কারণ আমার উত্তর দেওয়ার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই।**"**

মায়ানগরীর আকাশ সাক্ষী রইল**—**এক ভাই তার হারানো ভাইয়ের প্রেমিকাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে আগলে রাখতে গিয়ে নিজেও এক জ্যান্ত লাশে পরিণত হলো। এক সীমাহীন হাহাকার আর রহস্যের মেঘে ঢাকা পড়ে রইল।

তিনশ ৫তম অধ্যায়: অলৌকিক জাগরণ ও শেষ বিদায়

ভাঙা ব্রিজের ওপর আগুনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ার মাঝে আকসার তখন এক জ্যান্ত লাশের মতো দাঁড়িয়ে। তার দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছিল। হঠাৎ তার চোখের তপ্ত এক ফোঁটা জল গিয়ে পড়ল আশিকীর ফ্যাকাশে ঠোঁটের ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল—আশিকীর বন্ধ চোখের পাতাগুলো সামান্য কেঁপে উঠল এবং সে খুব ধীরে চোখ মেলল।

আকসার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে চিৎকার করে উঠল, "আশিকী! তুমি... তুমি ফিরে এসেছ? হিরণ্ময় দা তো বলল তুমি নেই! আমি জানতাম তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না!"

আশিকী খুব ক্ষীণ স্বরে, অনেক কষ্টে বলল, "আকসার... তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাই কীভাবে? তোমার অনুমতি ছাড়া তো আমার মরণও হবে না।"

আকসারের বুক ফেটে কান্না এল। সে তাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি কী দোষ করেছিলাম আশিকী? আমি তো শুধু তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তার জন্য কেন আমাকে এত বড় শাস্তি পেতে হচ্ছে? তুমিই তো আমার জীবনের শান্তি, তুমিই আমার ব্যথা, আবার তুমিই আমার সেই ব্যথার ওষুধ। তোমার মনে নেই, সিঙ্গাপুরের সেই পাহাড়ের ওপর তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে যে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তুমি আমার সাথে থাকবে? আজ কেন সেই বাজি ভেঙে দিচ্ছ?"

তিনশ ৬তম অধ্যায়: কুলদীপের জন্য প্রার্থনা

আশিকীর চোখে তখন এক অপার্থিব মায়া। সে কাঁপা কাঁপা হাতে আকসারের গাল ছুঁয়ে বলল, "আকসার, এখন শুধু আমার কথা ভাবলে চলবে না। আমাদের সন্তান এসেছে—কুলদীপ। আমাদের দুজনেরই কোনো মা-বাবা ছিল না, আমরা জানি মা-বাবার অভাব কতটা কষ্টের। আমি চাই না আমাদের কুলদীপের সাথেও এমনটা হোক। তুমি কথা দাও, তুমি তাকে কোনোদিন মায়ের অভাব বুঝতে দেবে না।"

আকসার ডুকরে কেঁদে উঠল। আশিকী বলে চলল, "কুলদীপের মুখ চেয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে আকসার। তুমি ছাড়া ওর এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এখন আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমার স্বামী যদি আমাকে অনুমতি না দেয়, তবে তো আমি মরেও শান্তি পাব না। দয়া করে... দয়া করে আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দাও।"

আকসার বুঝতে পারছিল, এটা জীবনের শেষ স্পন্দন। আশিকী কেবল তার অনুমতির অপেক্ষায় ধুঁকছে। আশিকী ফিসফিস করে বলল, "তোমার হৃদপিণ্ডের ধড়কনেই আমার নিঃশ্বাস চলত আকসার। আজ তোমার এই ভালোবাসার বুকেই আমি নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাই। আমি

তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তুমি ভালো থেকো... আমাদের কুলদীপকে ভালো রেখো..."

তিনশ ৭তম অধ্যায়: মহাকাব্যিক হাহাকার

কথাগুলো শেষ করেই আশিকীর হাতটা আকসারের কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ল। তার শরীরটা একদম নিথর হয়ে গেল। এবার আর কোনো অলৌকিকতা নয়, এবার সত্যিই আশিকী চিরতরে বিদায় নিল। মায়ানগরীর আকাশ চিরে এক ভয়াবহ আর্তনাদ বেরিয়ে এল আকসারের গলা দিয়ে।

"আশিকীইইইই!"

আকসার তার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে ব্রিজের ওপর আছড়ে পড়ল। বৃষ্টির জলের সাথে তার চোখের জল মিশে একাকার হয়ে গেল। যে ব্রিজের ওপর দিয়ে সে আশিকীকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সেই ব্রিজই আজ তার জীবনের সবচাইতে বড় শোকের সাক্ষী হয়ে রইল। আকসার জানত না, এই মুহূর্ত থেকে তার জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস হবে এক যন্ত্রণাময় অপেক্ষা—তার অনাগত সন্তানের জন্য এবং তার হারানো প্রেমের জন্য।

তিনশ ৮তম অধ্যায়: বিষধর সাপের শেষ দংশন

আশিকীর নিথর দেহটা হিরণ্ময়ের জিম্মায় রেখে আকসার যখন সেই ফ্ল্যাটে ফিরে এল, তখন তার দুচোখে কোনো জল ছিল না—ছিল কেবল শ্মশানের নিস্তব্ধতা আর ধ্বংসের নেশা। ধীরাজ আর রোহিত রেশমা ও সন্দীপকে যে ঘরে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, আকসার সজোরে সেই ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

তাকে দেখেই রেশমা আর সন্দীপ পৈশাচিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। রেশমা পকেট থেকে একটি ছোট কাঁচের শিশি বের করে আকসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কী গো বিডিও সাহেব? আমাদের মারতে এসেছ? তার চেয়ে বরং এই বিষটা খেয়ে নিজে শেষ হয়ে যাও না কেন? তোমার সেই মায়াবতী স্ত্রীকে তো আমরা স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন ওইটুকু একরত্তি বাচ্চা ছাড়া তোমার জীবনে আর রইল কী?"

সন্দীপ বিদ্রূপের স্বরে যোগ করল, "হায় হায়! এত বড় অফিসার, কত টাকা কামাও—আজ স্ত্রীর শোকে তোমার দশা দেখে আমাদের মনের জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে। পুলিশ আমাদের ধরলে ধরুক, আমরা তো অন্তত গর্ব করে বলতে পারব যে নিজেদের পরম শত্রুকে খতম করে জেলে এসেছি।"

রেশমা এবার একটি পিস্তল বের করে আকসারের সামনে ছুড়ে দিল। "এই নাও, বিষ খেতে কষ্ট হলে এটা ব্যবহার করো। আত্মহত্যা করতে সুবিধা হবে। আমরা জানি, আশিকীকে ছাড়া বেঁচে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মরো আকসার, মরে মুক্তি পাও!"

তিনশ ৯তম অধ্যায়: ধ্বংসের শিখা

আকসারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে কোনো কথা বলল না, কোনো চিৎকার করল না। শুধু ঘরের এক কোণে রাখা কেরোসিনের জারটা তুলে নিল। রেশমা আর সন্দীপের চোখের সামনেই সে পুরো ঘরে কেরোসিন ঢালতে শুরু করল। শয়তান দুটোর হাসি নিমেষেই আতঙ্কে বদলে গেল।

"আকসার! কী করছ তুমি? পাগল হয়ে গেলে?" সন্দীপ চিৎকার করে উঠল।

আকসার পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ঘরের চারদিকে। দড়ি দিয়ে বাঁধা রেশমা আর সন্দীপ আগুনের বেষ্টনীতে আটকা পড়ল। তাদের বাঁচার কোনো পথ নেই। আকসার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে লক করে দিল। ভেতরে তখন দুই ঘাতকের আর্তনাদ শুরু হয়েছে।

তিনশ ১০তম অধ্যায়: সুনীলের সতর্কবার্তা ও কর্তব্যের ডাক

আকসার যখন ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে এল, তখন ওপরের তলা থেকে আগুনের হলকা আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঠিক তখনই সেখানে পৌঁছে গেলেন সুনীল আর গৌরব। দৃশ্যটি দেখে তাঁদের মাথা ঘুরে গেল। সুনীল দ্রুত আকসারের কাছে গিয়ে তাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

"আকসার! একি করেছ তুমি? আমরা জানি আশিকী চলে গেছে, আমাদেরও বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তুমি এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারো না!" সুনীল চিৎকার করে বললেন।

গৌরব আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সুনীল দা ঠিক বলছেন। ওই শয়তান দুটোর জন্য পুলিশ আছে, আইন আছে। আজ যদি তোমার জন্য ওদের কিছু হয়ে যায়, তবে পুলিশ তোমাকে খুনের দায়ে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তোমার ওই ছোট বাচ্চা কুলদীপের কী হবে? কে ওকে মানুষ করবে? কে ওকে বাবার ভালোবাসা দেবে?"

সুনীল আকসারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আকসার, তুমি শুধু আশিকীর কথা ভাবছ, কিন্তু একবারও নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভাবছ না? যদি তোমার জেল হয়ে যায়, তবে কুলদীপ অনাথ হয়ে যাবে। তুমি কি চাও তোমার ছেলে তোমার মতোই একা বড় হোক? আশিকীর শেষ ইচ্ছা কি এটাই ছিল?"

সুনীলের কথাগুলো আকসারের মাথায় হাতুড়ির মতো বাজতে লাগল। সে ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল। আগুনের সেই লেলিহান শিখার চেয়েও বড় এক দহন শুরু হলো তার ভেতরে—নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের দহন। আশিকীর কথাগুলো তার কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল: "কুলদীপের মুখ চেয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে আকসার।"

মায়ানগরীর আকাশ তখন কালো ধোঁয়ায় ঢাকা। আকসার কি পারবে নিজের প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে এক বাবার দায়িত্বে ফিরে আসতে? নাকি এই আগুনেই সব শেষ হয়ে যাবে?

তিনশ ১১তম অধ্যায়: শয়তানের পতন ও আইনের শাসন

আগুনের লেলিহান শিখা যখন ঘরটিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই সন্দীপ আর রেশমা কোনোমতে নিজেদের হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। তারা বুঝতে পেরেছিল আকসার আজ তাদের পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা করবে না। প্রাণের ভয়ে তারা সেই দড়ি ব্যবহার করেই জানলা দিয়ে নিচে নেমে এল। কিন্তু নিচে নামতেই তাদের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সুনীল আর গৌরবের খবর অনুযায়ী পুরো ফ্ল্যাটটি তখন পুলিশি বেষ্টনীতে ঢাকা। রেশমা আর সন্দীপ মাটিতে পা রাখতেই পুলিশের বন্দুকের নলের মুখে পড়ল। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলা এক নৃশংস অপরাধ সাম্রাজ্যের অবসান হলো এক মুহূর্তের হাতকড়ায়। সুনীল, গৌরব আর আকসারের সামনে দিয়েই পুলিশ বাহিনী রেশমা আর সন্দীপকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। মায়ানগরী আজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তিনশ ১২তম অধ্যায়: অন্ধকারের আতঙ্ক ও গোপন পরিকল্পনা

রেশমারা জেলে যাওয়ার পর সবাই আবার মুম্বাইয়ের বাড়িতে ফিরে এল। কিন্তু আকসারের মন থেকে সেই অলক্ষুণে ভয়ের মেঘ কাটল না। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন গভীর রাতে, যখন পুরো বাড়ি নিস্তব্ধ, আকসার নিঃশব্দে রোহিতের ঘরে ঢুকল। সে রোহিতকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যালকনিতে নিয়ে এল।

রোহিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আকসার? এত রাতে এভাবে..."

আকসার রোহিতের হাতটা শক্ত করে ধরে ধরা গলায় বলল, "রোহিত, আমাদের এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। আমি আজ রাতেই কুলদীপকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাই।"

রোহিত আঁতকে উঠে বলল, "এসব কী বলছিস? রেশমারা তো এখন জেলে, তবে ভয় কিসের?"

আকসার উদভ্রান্তের মতো বলল, "আমি ওদের বিশ্বাস করি না রোহিত। ওরা জেল থেকেই কোনো মরণফাঁদ পাতবে না তার কী গ্যারান্টি? আমি আর কোনো ঝুঁকি নিতে পারব না। আমাদের জীবনে যা হয়েছে তা হয়েছে, কিন্তু আমি চাই না আমাদের কুলদীপের সাথেও এমন কিছু ঘটুক। ওর নিরাপত্তার জন্য আমাদের হারিয়ে যেতেই হবে।"

রোহিত প্রথমে রাজি হতে চায়নি, কিন্তু আকসার যখন ছোট কুলদীপের দিব্যি দিল, তখন রোহিত আর না করতে পারল না।

তিনশ ১৩তম অধ্যায়: নিরুদ্দেশ যাত্রা ও বিদায়ি চিঠি

আকসার অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সব পরিকল্পনা করল। সে আর রোহিত তাদের মোবাইল ফোন দুটো বাড়িতেই রেখে দিল যাতে কেউ জিপিএস ট্র্যাকিং করে তাদের খুঁজে না পায়। আকসার ডাইনিং টেবিলের ওপর ক্রুশাল আর হিরণ্ময়ের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখল।

চিঠিতে সে লিখল— "বড়দা, ক্রুশাল দা, আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনাদের না জানিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি কারণ আমি চাই না কুলদীপ এই বিষাক্ত অতীতের ছায়ায় বড় হোক। দয়া করে আমাদের খোঁজার চেষ্টা করবেন না। আমি কুলদীপের দিব্যি দিয়ে বলছি, যদি আপনারা আমাদের খোঁজেন তবে আমি চিরতরে হারিয়ে যাব। আপনারা দোয়া করবেন যেন কুলদীপ ভালো থাকে।"

রাতের অন্ধকারে একটি ব্যাগ আর ছোট্ট কুলদীপকে বুকে জড়িয়ে আকসার আর রোহিত ট্যাক্সি ধরে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিল। মায়ানগরীর আকাশ সাক্ষী—এক বাবা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নিজের সমস্ত আপনজনকে এক নিমেষে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াল।

তিনশ ১৪তম অধ্যায়: রিক্ত ঘর ও শোকের নীরবতা

পরদিন সকালে হিরণ্ময় আর ক্রুশালের ঘুম ভাঙল এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায়। বাড়িতে কুলদীপের কান্নার শব্দ নেই, আকসার বা রোহিতের সাড়াশব্দ নেই। হিরণ্ময় সারা বাড়ি খুঁজেও কাউকে পেলেন না। বারবার ফোন করেও দেখা গেল ফোনগুলো বাড়িতেই পড়ে আছে।

অবশেষে টেবিলের ওপর সেই চিঠিটা খুঁজে পেলেন ক্রুশাল। চিঠিটা পড়তে পড়তে তাঁর হাত কাঁপছিল। পড়া শেষ করে তিনি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। হিরণ্ময়ের চোখে তখন জল।

ক্রুশাল ধরা গলায় বললেন, "যাক, আকসার যা করেছে ঠিকই করেছে। একজন বাবা হিসেবে নিজের সন্তানকে আগলে রাখার জন্য ও আর কী-ই বা করতে পারত? ও চায়নি কুলদীপ রেশমাদের আক্রোশের শিকার হোক।"

হিরণ্ময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই বুঝলাম ক্রুশাল, কিন্তু বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে কুলদীপকে বড় করতে চেয়েছিলাম। মামা, জেঠু আর ঠাকুরদার যে ভালোবাসা ও পেত, তা থেকে ও চিরতরে বঞ্চিত হলো। ও জানবেও না ওর পেছনে আরও কতগুলো মানুষ কত স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।"

ক্রুশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, "যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস কুলদীপ।

আকসার আর রোহিত তোকে পাহাড়ের মতো আগলে রাখুক। তোরা সুখী হলেই আমরা খুশি।"

আকসার, রোহিত আর ছোট্ট কুলদীপকে নিয়ে প্লেনটা তখন বিদেশের আকাশে উড়ছে। পেছনে ফেলে আসা দীর্ঘ ২০ বছরের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আর এক নতুন সূর্যের প্রত্যাশা।

তিনশ ১৫তম অধ্যায়: থাইল্যান্ডের আকাশে নতুন সূর্য

মুম্বাইয়ের সেই বিভীষিকা পেছনে ফেলে আকসার, রোহিত আর ছোট্ট কুলদীপ এখন সুদূর থাইল্যান্ডে **(Thailand)**। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, সমুদ্রের ধারের একটি নিরিবিলি এলাকায় একটি সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছে আকসার। এই ফ্ল্যাটটি সে আশিকীর মৃত্যুর ঠিক পরেই কিনে রেখেছিল। সে জানত, রেশমা আর সন্দীপের জন্য আগের ফ্ল্যাটটি যখন আগুনের গ্রাসে চলে গেছে, তখন আর সেখানে ফেরা সম্ভব নয়।

রাত গভীর। বাইরে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘরের ভেতরে রোহিত পরম মমতায় আকসারের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আকসারের চোখে ঘুম নেই, শুধু একরাশ ক্লান্তি আর শূন্যতা।

আকসার ধীর স্বরে বলল, "জানো রোহিত, এই ফ্ল্যাটটা আমি আমাদের 'আকশু'র **(কুলদীপ)** জন্যই কিনেছি। আগের জায়গাটা তো ওই শয়তানগুলোর জন্য জ্বালিয়ে দিতে হলো। আমার খুব ইচ্ছে করছে রোহিত, এই থাইল্যান্ডের নির্জনতায় তোকে আর আকশুকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে।"

রোহিত ম্লান হেসে বলল, "কাটিয়ে দিবি তো। তোকে কে বারণ করেছে**?** আমাদের ছোট্ট আকশুর জন্য হলেও তোকে ভালো থাকতে হবে। আশিকী নেই ঠিকই, কিন্তু ওর অংশ তো আমাদের এই কুলদীপের মধ্যেই বেঁচে আছে। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তোকে লড়তে হবে।"

তিনশ ১৬তম অধ্যায়: হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষরণ

আকসার রোহিতের কথার পিঠে আর কোনো কথা বলল না। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। কিন্তু তার মনের ভেতরে এক অন্য ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সে মনে মনে নিজেকে বলছিল, "রোহিত, তুই হয়তো ভাবছিস আমি নতুন করে বাঁচতে পারব। কিন্তু আমি তো আশিকীর কাছে হার মেনেছি। ওকে কথা দিয়েছিলাম যে ওকে ছেড়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে এসেছি ঠিকই, কিন্তু নিজের আত্মার সাথে যুদ্ধটা তো শেষ করতে পারছি না।"

আকসারের হৃদয়ে একদিকে সন্তানের প্রতি কর্তব্য, অন্যদিকে মৃত স্ত্রীর প্রতি এক তীব্র টান—এই দুইয়ের মাঝে সে এক জ্যান্ত লাশে পরিণত হয়েছে।

তিনশ ১৭তম অধ্যায়: বন্ধুত্বের নতুন বন্ধন ও কড়া শর্ত

পরদিন সকালে আকসার বাজার থেকে দুটি নতুন মোবাইল ফোন নিয়ে এল। একটি নিজের জন্য, অন্যটি রোহিতের জন্য। সে রোহিতের হাতে ফোনটি দিয়ে খুব গম্ভীরভাবে তার হাতটা চেপে ধরল।

আকসার বলল, "রোহিত, আমি তোকে এই নতুন ফোনটা দিলাম আমাদের নিজেদের যোগাযোগের জন্য। কিন্তু মনে রাখিস, আমি তোকে আমাদের আকশুর (কুলদীপ) দিব্যি দিচ্ছি—মনের ভুলেও এই ফোন দিয়ে মুম্বাইয়ের বাড়ির কাউকে একটা কল বা মেসেজ করবি না। হিরণ্ময় দা, ক্রুশাল দা বা ধীরাজ দা—কেউ যেন না জানে আমরা কোথায় আছি।"

রোহিত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আকসার বলে চলল, "আমি চাই না আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই বিভীষিকা আবার ফিরে আসুক। রেশমা আর সন্দীপ জেলে থাকলেও আমি ওদের বিশ্বাস করি না। ওরা কোনোদিন যেন আমাদের কুলদীপের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে না পারে। আমাদের ঠিকানা যেন চিরতরে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যায়।"

রোহিত মাথা নিচু করে সম্মতি জানাল। সে বুঝতে পারছিল আকসারের ভয়টা অমূলক নয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন জীবন কি সত্যিই তাদের শান্তি দেবে? নাকি বিদেশের এই নীল জলরাশির নিচেও কোনো অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে?

তিনশ ১৮তম অধ্যায়: মায়ানগরীর স্মৃতি ও ভবিষ্যতের পথে

রোহিত যখন জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখছিল, তখন তার মনে মুম্বাইয়ের সেই দিনগুলোর কথা বারবার ফিরে আসছিল। সে ভাবছিল হিরণ্ময় দা আর ক্রুশাল দার কথা। তাঁরা কি আজ ভালো আছেন? নাকি একরাশ শূন্যতা নিয়ে প্রতিদিন তাঁদের কথা ভেবে কাঁদছেন?

কিন্তু আকসারের দেওয়া সেই 'কুলদীপের শপথ' রোহিতকে পাথর করে দিল। সে ফোনটি পকেটে রেখে ঠিক করল, এই নতুন দেশেই হবে তাদের নতুন পরিচয়। কিন্তু আকসারের ভেতরে থাকা সেই আত্মহননের চিন্তা কি কোনোদিন দূর হবে? আশিকীর সেই শেষ কথাগুলো কি আকসারকে শান্তিতে বাঁচতে দেবে?

এই অধ্যায়টি এক গভীর বিষাদ আর সুরক্ষার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক নতুন যাত্রার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তিনশ ১৯তম অধ্যায়: বিষাক্ত স্মৃতির প্রত্যাবর্তন

থাইল্যান্ডের সমুদ্রতীরবর্তী সেই ফ্ল্যাটে রাতটা ছিল ভীষণ ভয়ংকর। বাইরে আকাশ ভাঙা বৃষ্টি আর উত্তাল সমুদ্রের গর্জন। হঠাৎ এক বিকট শব্দে বাজ পড়ল, আর সেই শব্দে রোহিতের ঘুম ভেঙে গেল। পাশে তাকিয়ে সে দেখল আকসার বিছানায় নেই। ঘরময় এক অদ্ভুত শূন্যতা।

রোহিত লাইট স্বালিয়ে ড্রয়িংরুমে আসতেই তার নজর পড়ল টেবিলের ওপর রাখা একটি কাঁচের বোতলের দিকে। বোতলটি দেখামাত্রই রোহিতের সারা শরীর হিম হয়ে গেল। কুড়ি বছর আগের সেই অভিশপ্ত বিকেলের কথা মনে পড়ে গেল তার—যখন সুনীল, গৌরব আর রেশমার পাঠানো গুন্ডারা ঠিক এমনই এক বোতল থেকে তার ওপর অ্যাসিড ছুড়েছিল। ক্রুশাল দা না থাকলে সেদিনই রোহিতের ইহলীলা সাঙ্গ হতো।

সে ভাবল, "আকসার এই এসিডের বোতল এখানে কেন রেখেছে? ও কি নিজের কোনো ক্ষতি করতে চায়?" এক মুহূর্ত দেরি না করে রোহিত চুপিচুপি বোতল থেকে অ্যাসিডটা বাথরুমে ঢেলে দিল এবং তাতে সাধারণ জল ভরে আগের জায়গায় রেখে দিল। তার বুক তখন দুরুদুরু কাঁপছে।

তিনশ ২০তম অধ্যায়: ব্যালকনির অন্ধকার ও আর্তনাদ

রোহিত সারা ফ্ল্যাট খুঁজে অবশেষে ব্যালকনিতে আকসারকে দেখতে পেল। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছে, কিন্তু আকসারের সেদিকে খেয়াল নেই। সে একা বসে মদ্যপান করছিল। রোহিত তাকে জোর করে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল।

"আকসার! তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?" রোহিত চিৎকার করে উঠল। "আশিকী চলে গেছে বলে কি তুই নিজেকে এভাবে তিলে তিলে শেষ করবি? একবারও এই ছোট্ট কুলদীপের কথা ভাবছিস না? তুই তো ওর বাবা!"

আকসার ঝাপসা চোখে রোহিতের দিকে তাকিয়ে এক করুণ হাসি হাসল। সে টলতে টলতে বলল, "চিন্তা করিস না রোহিত। তুই আছিস তো। আমার বিশ্বাস আছে, আমি না থাকলেও তুই আমার আকশুকে (কুলদীপ) ঠিক আগলে রাখবি।"

রোহিতের বুকটা কেঁপে উঠল। "তুই এমনভাবে কেন কথা বলছিস? যেন তুই ওকে আমার ওপর ফেলে রেখে কোথাও চলে যাবি!"

তিনশ ২১তম অধ্যায়: চূর্ণ হওয়া কাঁচ ও কঠোর জেদ

আকসার হঠাৎ টেবিল থেকে সেই বোতলটা হাতে তুলে নিল। রোহিত আতঙ্কিত হয়ে বলল, "আকসার! ওটা রাখ! ওতে কী আছে তুই জানিস না!"

আকসার বোতলটা নিয়ে দুইবার সজোরে টেবিলের ওপর ঠুকল, কিন্তু সেটা ভাঙল না। সে এবার বিদ্রূপের স্বরে বলল, "রোহিত, তুই কি ভেবেছিলি আমি কিছু দেখিনি? তুই যখন বোতল থেকে অ্যাসিড ফেলে জল ভরছিলি, আমি সব আড়াল থেকে দেখেছি। তুই আমাকে বাঁচাতে চাস, তাই না?"

রোহিত কিছু বলার আগেই আকসার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বোতলটি নিজের মাথার পেছনে সজোরে আঘাত করল। 'ঝনঝন' শব্দে কাঁচের বোতলটি চুরমার হয়ে গেল। জল আর কাঁচের টুকরো সারা মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল।

"আকসার!" রোহিত আর্তনাদ করে উঠল। "কেন করলি এটা? আমরা এই বিদেশে নতুন এসেছি, এখানকার কাউকে চিনি না। যদি আজ তোর মাথায় কাঁচ ঢুকে বড় কিছু হয়ে যেত, আমি কোথায় যেতাম? এখানে তো হিরণ্ময় দাদাও নেই যে তোকে সারিয়ে দেবে!"

আকসার শান্ত গলায় বলল, "চিনি না তো কী হয়েছে? এখন থেকে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। মুম্বাইয়ের সেই অধ্যায়, হিরণ্ময় দা, বাড়ির সবাইকে ভুলে যাওয়াই ভালো। ওগুলো আমাদের জীবনে শুধু কান্না দিয়েছে।"

তিনশ ২২তম অধ্যায়: বাবার ভালোবাসা ও এক অদ্ভুত শান্তি

ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে ছোট্ট কুলদীপের কান্নার শব্দ ভেসে এল। বাজের শব্দ আর বড়দের চিৎকারে বাচ্চাটি ভয় পেয়ে গেছে। আকসার এক মুহূর্তের জন্য তার সমস্ত যনত্রণা ভুলে গেল। সে দ্রুত গিয়ে কুলদীপকে কোলে তুলে নিল।

আকসার নিচু স্বরে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল—সেই সুর যা কুলদীপকে শান্ত করে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল শিশুটি আকসারের বুকের উষ্ণতায় শান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

রোহিত দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে মনে মনে বলল, "সত্যিই, বাবার ভালোবাসার এক অন্য অনুভূতি আছে। আমরা তো ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি, কোনোদিন এই আদর পাইনি। কুলদীপ সত্যিই ভাগ্যবান যে ও আকসারের মতো একজন বাবা পেয়েছে।"

আকসার কুলদীপকে ঘুম পাড়িয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল। পরিবেশটা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। রোহিত আর আকসারও পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারের মাঝে রোহিতের মনে একটাই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল—আকসার কি সত্যিই মুম্বাইকে ভুলে থাকতে পারবে? নাকি এই আগ্নেয়গিরি একদিন সব ছাই করে দেবে?

এই অধ্যায়টি এক গভীর পিতৃস্নেহ আর আত্মহননের ইচ্ছার দোলাচলে শেষ হলো।

তিনশ ২৩তম অধ্যায়: অগ্নিপথ ও মঙ্গলের প্রদীপ

থাইল্যান্ডের সেই শান্ত সকালটি আজ এক ভয়াবহ পরিণতির সাক্ষী হতে যাচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতেই আকসার তাদের ফ্ল্যাটের পাশের একটি প্রাচীন মন্দিরে গেল। মন্দিরের সামনের রাস্তায় যজ্ঞের জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। আকসার কোনো জুতো পরেনি। সে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর দিয়েই ধীর পায়ে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করল। পায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার তীব্র যন্ত্রণা তার মনে কোনো রেখাপাত করল না, কারণ তার হৃদয়ের দহন ছিল এর চেয়েও অনেক বেশি।

আকসার মন্দিরের বিগ্রহের সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাল। জোড়হাতে বিড়বিড় করে বলল, "প্রভু, আমি থাকি বা না থাকি, তুমি আমার কুলদীপকে রক্ষা করো। এই প্রদীপ যেন ওর জীবনের অন্ধকার দূর করে। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি আমার সন্তানকে কোনোদিন একা হতে দেবে না। এই প্রদীপের শিখাই হবে ওর রক্ষা কবচ।"

তিনশ ২৪তম অধ্যায়: শেষ ডাক

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আকসার টলতে টলতে একটা পাথরের বেঞ্চে বসল। সে পকেট থেকে ফোন বের করে রোহিতকে ডায়াল করল। ওপাশে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে রোহিত ফোন ধরল।

"আকসার? তুই কোথায়? পাশে নেই কেন?" রোহিতের গলায় উৎকণ্ঠা।

আকসার শান্ত গলায় বলল, "রোহিত, আমি পাশের মন্দিরে আছি। তুই আমাদের আকশুকে (কুলদীপ) নিয়ে এখনই এখানে আয়। দেরি করিস না ভাই।"

কথাটা বলেই আকসার ফোনটা রেখে দিল। সে জানত এটাই তার জীবনের শেষ ফোন কল।

তিনশ ২৫তম অধ্যায়: বিষাক্ত সলিল সমাধি

রোহিত আসার আগেই আকসার তার পকেটে থাকা সেই ছোট এসিডের বোতলটি বের করল। কিন্তু এবার আর কোনো জল নয়। সে বোতলটির ভেতরে একটি শক্তিশালী বন্দুকের গুলি ভরে নিল। এক অদ্ভুত উন্মাদনায় সে সেই বিষাক্ত মিশ্রণটি গিলে ফেলল। এসিডের তীব্র ঝাঁজ আর গুলির ধাতব স্বাদ তার শরীরের ভেতরটা মুহূর্তের মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে শুরু করল।

ঠিক সেই সময় রোহিত ছোট্ট কুলদীপকে কোলে নিয়ে মন্দিরে দৌড়ে এল। চারপাশের নির্জনতায় আকসারকে দেখে সে আঁতকে উঠল। সে কুলদীপকে একপাশে নিরাপদ জায়গায় শুইয়ে দিয়ে

আকসারের দিকে ছুটে গেল। আকসার তখন টাল সামলাতে না পেরে রোহিতের গায়ে ঢলে পড়ল।

তিনশ ২৬তম অধ্যায়: প্রতিশ্রুতির দায় ও শেষ মুহূর্ত

রোহিত ডুকরে কেঁদে উঠল। "আকসার! একি দশা তোর? মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে কেন?"

আকসার অনেক কষ্টে হাসি মুখে রোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "রোহিত... আমার কাছে আরও একটা এসিডের বোতল ছিল। ওতে আমি গুলি ভরে খেয়ে নিয়েছি। সব শেষ রোহিত... সব শেষ।"

রোহিত চিৎকার করে বলল, "কেন এমন করলি? এখন এই ছোট বাচ্চাটাকে কে দেখবে? আমি তো কিছুই করি না, ওর ভবিষ্যৎ কী হবে?"

আকসার কাঁপতে কাঁপতে রোহিতের হাতটা চেপে ধরল। "চিন্তা করিস না। আমার যত সহায়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ছিল, সব আমি কুলদীপের নামে লিখে দিয়েছি। তোদের কোনো অভাব হবে না। আমি চেয়েছিলাম কুলদীপের সাথে সারাজীবন কাটাতে, কিন্তু... কিন্তু আমি আশিকীকে কথা দিয়েছিলাম। ওকে ছাড়া বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যত দিন যাচ্ছিল, আমি কুলদীপের মায়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম পাছে আমি আশিকীর কাছে করা প্রতিজ্ঞাটা ভেঙে ফেলি। তাই আজ আমি বিদায় নিচ্ছি।"

আকসার ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "আমরা তো মা-বাবার ভালোবাসা পাইনি রোহিত। হয়তো আমাদের আকশুর কপালেও তাই লেখা ছিল। কিন্তু আমার তোর ওপর ভরসা আছে। তুই ওকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসবি জানি।"

আকসার আর কথা বলতে পারল না। তার মুখ দিয়ে গলগল করে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল। রোহিতের বুকেই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই রহস্যময় বীর—আকসার।

মন্দিরে সেই প্রদীপটি তখনও ধকধক করে জ্বলছিল, যেন কোনো এক নতুন জীবনের বার্তা দিচ্ছে। আর রোহিত সেই নির্জন মন্দিরে তার যমজ ভাইয়ের নিথর দেহ জড়িয়ে ধরে আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। এই মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডি এক বিশাল হাহাকারে এসে থমকে গেল।

তিনশ ২৭তম অধ্যায়: শেষ ইচ্ছার অগ্নিপরীক্ষা

থাইল্যান্ডের সেই নির্জন মন্দিরের প্রাঙ্গণে মৃত্যুর পদধ্বনি তখন স্পষ্ট। আকসারের মুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্ত রোহিতের শার্ট ভিজিয়ে দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে

যাওয়া আকসার রোহিতের হাতটা শেষবারের মতো শক্ত করে ধরল। তার কণ্ঠস্বর তখন বাতাসের ফিসফিসানির মতো ক্ষীণ।

"রোহিত... আমার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করবি তো ভাই?" আকসার অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল।

রোহিত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "বল আকসার, তুই যা বলবি আমি তাই করব। শুধু তুই যাস না!"

আকসার করুণ হেসে বলল, "আশিকী সবসময় চাইত আমাদের কুলদীপ যেন মায়ের ভালোবাসা পায়। আমি চলে যাওয়ার পর তুই এমন কাউকে বিয়ে করিস যে কুলদীপকে নিজের সন্তানের মতো আগলে রাখবে। আর শোন... কুলদীপ যেন কোনোদিন জানতে না পারে যে আমি ওর বাবা ছিলাম। ও জানবে তুই-ই ওর জন্মদাতা। আমাদের এই অন্ধকার আর রক্তমাখা অতীতের একটা আঁচও যেন ওর গায়ে না লাগে। আর আমার এই মৃত্যুর খবর... মুম্বাইয়ের কাউকে জানাবি না। ওরা জানুক আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি। আমি চাই না আমার জন্য আর কেউ চোখের জল ফেলুক।"

তিনশ ২৮তম অধ্যায়: অদ্ভুত এক প্রেমিকের উপাখ্যান

রোহিত আকসারের কপালে হাত রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। সে ধরা গলায় বলল, "আমি জানি আকসার, ভালোবাসা কোনো সহজ জিনিস নয়। এটা একটা আগুনের সমুদ্র। কিন্তু তোর মতো স্বামী আর প্রেমিক আমি জন্মেও দেখিনি। নিজের স্ত্রীর দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তুই নিজের জীবন দিয়ে দিলি? সত্যিই, এমন প্রেমিক বা স্বামী পেতে গেলে মেয়েদের অনেক ভাগ্য করতে হয়, যা আশিকীর ছিল। তুই এক অদ্ভুত জাদুকর আকসার... এক অদ্ভুত প্রেমিক!"

আকসারের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। সে বুঝল তার কাজ শেষ।

তিনশ ২৯তম অধ্যায়: কুলদীপের কাছে ক্ষমা ও মহাপ্রস্থান

আকসার এবার অনেক কষ্টে মাথাটা ঘুরিয়ে পাশে শুয়ে থাকা ছোট্ট কুলদীপের দিকে তাকাল। তার ঝাপসা হয়ে আসা চোখে তখন শুধু পিতৃস্নেহ। সে কাঁপা কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে কুলদীপের মাথায় আলতো করে ছোঁয়াল।

"আকশু... বাপ আমার..." আকসার ফিসফিস করে বলল। "প্রতিদিন রাতে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়িস। আজ থেকে তোকে গান শোনাবার জন্য তোর এই অভাগা বাবা আর থাকবে না রে। তবে তোর কোনো চিন্তা নেই, তোর এই রোহিত বাবা তোকে পাহাড়ের মতো আগলে রাখবে। আজ থেকে রোহিতই তোর সব। কুলদীপ... তোর বাবাকে পারলে ক্ষমা করে দিস সোনা। তোকে এইটুকু বয়সে অনেক ব্যথা আর এক আকাশ সমান একাকীত্ব দিয়ে চলে গেলাম।"

কথাগুলো শেষ করতে করতে আকসারের চোখ দিয়ে দুফোঁটা তপ্ত জল গড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ তার শরীরটা এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রোহিতের কোলের ওপর নিথর হয়ে গেল। হাতটা কুলদীপের মাথা থেকে ঝুলে পড়ল মেঝেতে।

তিনশ ৩০তম অধ্যায়: পরিসমাপ্তি (আর্তনাদ)

মন্দিরের সেই শান্ত পরিবেশে হঠাত এক ভয়ংকর গগনবিদারী আর্তনাদ ফেটে পড়ল। রোহিত আকসারের নিথর দেহটা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

"আকসাররররর! ফিরে আয় ভাই! আমি একা কুলদীপকে নিয়ে কী করে থাকব? আকসাররর!"

রোহিতের চিৎকারে মন্দিরের ঘন্টাগুলো যেন আপনাআপনিই বেজে উঠল। কিন্তু আকসার আর ফিরে এল না। সে তার ভালোবাসার বাজি জিতে আজ সব মায়া কাটিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেল। একদিকে পুড়ে খাক হওয়া এক দম্পতির প্রেম, অন্যদিকে যমজ ভাইয়ের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ—এই ট্র্যাজেডি থাইল্যান্ডের নির্জন সমুদ্রতীরে এক ইতিহাস লিখে দিয়ে গেল।

দূরে সূর্য ডুবছে। এক প্রদীপ নিভে গেল ঠিকই, কিন্তু অন্য এক ক্ষুদ্র প্রদীপ—কুলদীপ—রোহিতের আশ্রয়ে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু করল।

তিনশ ৩১তম অধ্যায়: যমরাজের হার ও ফিরে আসা প্রাণ

থাইল্যান্ডের সেই নির্জন মন্দিরে যখন আকসার রক্তবমি করে রোহিতের কোলে ঢলে পড়েছিল, সবাই ভেবেছিল এটাই শেষ। কিন্তু নিয়তি বোধহয় রক্তমাখা ট্র্যাজেডির খাতায় এক নতুন অধ্যায় লিখতে চেয়েছিল।

কয়েক মাস পর। থাইল্যান্ডেরই এক গোপন আর শান্ত পাহাড়ি বাংলো। ঘরের ভেতর কড়া ওষুধের গন্ধ আর যন্ত্রপাতির শব্দ। বিছানায় শুয়ে আছে কঙ্কালসার আকসার। তার শরীরের ভেতরটা অ্যাসিড আর বুলেটের আঘাতে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিরন্তর চিকিৎসা আর পরম মমতায় তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে টেনে আনা হয়েছে।

হঠাৎ আকসারের আঙুলগুলো নড়ে উঠল। দীর্ঘ কয়েক মাসের নিস্তব্ধতা ভেঙে সে খুব ধীরে তার চোখের পাতা মেলল। ঝাপসা দৃষ্টিতে সে দেখল সামনে সাদা পোশাকে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। আকসার অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল, "আমি কি তবে স্বর্গে? আশিকী... তুমি কি নিতে এসেছ আমায়?"

তিনশ ৩২তম অধ্যায়: ছায়ামূর্তির আবির্ভাব

আকসারের ডাক শুনে সেই ছায়ামূর্তিটি কাছে এগিয়ে এল। আকসার ঝাপসা চোখে যখন দৃষ্টি স্থির করল, তার হৃদপিণ্ড যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তার সামনে জীবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—আশিকী!

আকসার আতঙ্কিত হয়ে বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু তার শরীর চলল না। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তুমি... তুমি তো মারা গিয়েছিলে! আমি নিজের চোখে তোমাকে নিথর হতে দেখেছি! তবে কি আমিও মরে গেছি?"

আশিকী আকসারের কপালে হাত রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। "না আকসার, তুমি মরোনি। আর আমিও মরিনি। ঈশ্বর আমাদের এত সহজে শেষ হতে দেননি।"

ঠিক তখনই ঘরটিতে প্রবেশ করল রোহিত। তার চোখে আজ এক অদ্ভুত প্রশান্তি। আকসার অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুই মাথায় ঢোকাতে পারছে না। সে জানত আশিকী পাঁচতলা থেকে পড়ে মারা গেছে, আর সে নিজে আত্মহত্যা করেছে—তবে এই জ্যান্ত মানুষগুলো কোত্থেকে এল?

তিনশ ৩৩তম অধ্যায়: অলৌকিক বেঁচে থাকা

আশিকী আকসারের হাত ধরে বলতে শুরু করল সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী। "আকসার, রেশমা যখন আমাকে পাঁচতলা থেকে ফেলে দিয়েছিল, তখন আমি চোট পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু হিরণ্ময় দা যখন আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন, তখন আমি এক ধরণের গভীর কোমায় **(Deep Coma)** চলে গিয়েছিলাম। আমার নিঃশ্বাস এতটাই ধীর ছিল যে ডাক্তাররা ভেবেছিলেন আমি আর নেই।"

রোহিত যোগ করল, "থাইল্যান্ডে তুই যখন মন্দিরে আত্মহত্যা করার জন্য সেই বিষাক্ত মিশ্রণ খেয়েছিলি, আমি তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি আশিকী বেঁচে আছে! ও কোমা থেকে ফিরে এসেছিল। ওর ফিরে আসার খবর আর চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ তুইও সুস্থ। আমরা দুজনে মিলেই গত কয়েক মাস তোকে যমের হাত থেকে বাঁচানোর লড়াই চালিয়েছি।"

আকসার স্তব্ধ হয়ে রইল। তার মনে হলো সে কোনো এক রঙিন স্বপ্ন দেখছে। যে স্ত্রীকে সে পরকালেও পাওয়ার বাজি ধরেছিল, সে আজ তার সামনে রক্ত-মাংসে জ্যান্ত।

তিনশ ৩৪তম অধ্যায়: অসম্পূর্ণ উত্তর ও নতুন প্রশ্ন

আকসার অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলল, "আমি কীভাবে বেঁচে আছি? আমি তো এসিড আর বুলেট খেয়েছিলাম..."

আশিকী তার মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল। "এখন ওসব ভাবার সময় নয় আকসার। তোমার পেট থেকে অস্ত্রোপচার করে সেই বুলেট বের করা হয়েছে, আর তোমার শরীরের ভেতরটা ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। তুমি আমাদের জন্য ফিরে এসেছ, এটাই বড় কথা।"

আকসারের চোখে তখন প্লাবনের মতো জল। সে বুঝতে পারল, তার সেই আত্মহত্যার চেষ্টা ছিল এক ভুল জেদ। কিন্তু আশিকীর এই ফিরে আসা কি রেশমাদের কানে পৌঁছাবে? আর মুম্বাইয়ের সেই অভিশপ্ত অতীত কি এই নতুন জীবনেও ছায়া ফেলবে?

থাইল্যান্ডের পাহাড়ি বাংলোয় ২০ বছরের ট্র্যাজেডি আজ এক নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত হলো। কিন্তু আকসার আর আশিকীর এই মিলন কি সত্যিই শান্তিতে কাটবে?

তিনশ ৩৫তম অধ্যায়: জীবনের ফেরা ও হৃদয়ের কথোপকথন

থাইল্যান্ডের সেই শান্ত পাহাড়ি বাংলোর নীল বারান্দায় বসে ছিল আকসার আর আশিকী। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল, যেন প্রকৃতিও তাদের ফিরে আসায় আনন্দিত। আকসার অনেকক্ষণ আশিকীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভাবছিল, কয়েক মাস আগেও তো তারা দুজনেই মৃত্যুর খুব কাছে ছিল।

আকসার ধীর স্বরে বলল, "জানো আশিকী, আমি যখন ওই বিষাক্ত এসিড আর গুলি খেয়ে মন্দিরের মেঝেতে ঢলে পড়ছিলাম, তখন আমার শুধু একটাই আক্ষেপ ছিল—আমি তোমায় কথা দিয়েও কেন তোমায় বাঁচাতে পারলাম না। আমি ভেবেছিলাম ওপারে গিয়ে তোমার দেখা পাব। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন।"

আশিকী আকসারের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, "আমাদের ভালোবাসা তো কোনো সাধারণ গল্প নয় আকসার। যে বাজি তুমি সিঙ্গাপুরের পাহাড়ে ধরেছিলে, সেই বাজি কি এত সহজে হারতে দেওয়া যায়? আমি যখন পাঁচতলা থেকে পড়ছিলাম, তখন আমার মনের কোণেও তোমার আর আমাদের সন্তানের মুখটাই ভাসছিল। হয়তো আমাদের অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করতেই ঈশ্বর আমাদের আবার এক করে দিয়েছেন।"

তিনশ ৩৬তম অধ্যায়: কুলদীপ থেকে 'আকশু'

ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে ছোট্ট কুলদীপের খিলখিল হাসির শব্দ শোনা গেল। রোহিত বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাইরে এল। আকসার পরম মমতায় তার ছেলেকে নিজের কোলে তুলে নিল। বাচ্চাটি তার বাবার চশমা ধরার চেষ্টা করছিল।

আকসার আশিকীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, "দেখো, তুমি তো ওর নাম রেখেছিলে কুলদীপ। কিন্তু আমার মনের ভেতর ওর জন্য আর একটা নাম অনেকদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যা তোমাকে বলা হয়নি।"

আশিকী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম?"

আকসার বাচ্চার গালে একটা আদুরে টোকা দিয়ে বলল, "আকশু! কারণ আমার নাম আকসার, আর ও আমার ছেলে। তাই আকসারের ছেলে 'আকশু'—নামটা শুনতে খুব মিষ্টি লাগে না?"

আশিকী খুশিতে ডুকরে উঠল। "আকশু! দারুণ নাম তো! আমাদের ছোট আকশু সোনা।" বাচ্চাটিও যেন নামটা বুঝতে পেরে হাত-পা ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

তিনশ ৩৭তম অধ্যায়: প্রাণের নৃত্য ও অনাবিল আনন্দ

আকসার হঠাৎ দুষ্টুমি করে আশিকীর হাত ধরল। সে কুলদীপকে (আকশু) বিছানার মাঝখানে বসিয়ে দিল এবং তার হাতে একটা রঙিন ঝুনঝুনি খেলনা ধরিয়ে দিল।

"আজ আমাদের আকশু সোনার জন্য একটা বিশেষ উৎসব হবে," আকসার উদ্দীপ্ত গলায় বলল। "ওরে দুষ্টু সোনা তুই হাসছিস? দাঁড়া, তোর বাবা আর মা এখন তোর সামনে ডান্স করে দেখাবে!"

আশিকী প্রথমে একটু লজ্জা পেলেও আকসারের উৎসাহে রাজি হয়ে গেল। আকসার একটা মৃদু রোমান্টিক মিউজিক চালিয়ে দিল। আকশু বিছানায় বসে ঝুনঝুনিটা নাড়াচ্ছে আর অবাক হয়ে তার বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

আকসার আর আশিকী একে অপরের হাত ধরে নাচতে শুরু করল। তারা যেন ভুলে গেল তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সেই ভয়াবহ ঝড়ের কথা, রেশমার ষড়যন্ত্রের কথা। তারা কেবল অনুভব করছিল একে অপরের হৃদস্পন্দন। ঘরের ভেতর তখন খুশির জোয়ার। আশিকীর হাসিতে আর আকসারের চোখে তখন কেবল আগামীর স্বপ্ন।

মাঝে মাঝে আকসার আশিকীকে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছে, আর ছোট আকশু সেই দৃশ্য দেখে খুশিতে গুমগুম করে শব্দ করছে আর ঝুনঝুনি বাজাচ্ছে। রোহিত দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছিল এবং তার দুচোখ দিয়ে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়ছিল। বিশ বছরের এক রক্তমাখা ট্র্যাজেডির পর আজ এই ছোট ঘরে এক পূর্ণাঙ্গ বসন্ত নেমে এসেছে।

মায়ানগরী থেকে বহু দূরে, থাইল্যান্ডের এই এক চিলতে ঘরে আজ রচিত হলো এক নতুন ইতিহাস—যেখানে মৃত্যু পরাজিত হয়েছে ভালোবাসার কাছে।

তিনশ ৩৮তম অধ্যায়: মায়ানগরী থেকে ব্যাংককের অন্ধকার গলি

থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহর পর্যটকদের জন্য যতটা সুন্দর, তার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অন্ধকার জগত। এই শহরেরই এক কোণে আস্তানা গেড়েছে এক দুর্ধর্ষ শিশু পাচারকারী চক্র। তাদের কাজই হলো নিরপরাধ শিশুদের অপহরণ করে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া। গত কয়েকদিন ধরে তাদের কানে একটি খবর আসছিল—শহরে এক নতুন ভারতীয় পরিবার এসেছে এবং তাদের একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান আছে।

চক্রের সর্দার তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নির্দেশ দিল, "এই বাচ্চাটার দাম বাজারে অনেক পাওয়া যাবে। নজর রাখো ওই ফ্ল্যাটের ওপর। সুযোগ পেলেই ওকে তুলে আনতে হবে।" শয়তানদের নজর এবার গিয়ে পড়ল নিষ্পাপ আকশু সোনার ওপর।

তিনশ ৩৯তম অধ্যায়: নিঝুম দুপুরের নীল নকশা

সেদিন দুপুরবেলা। ব্যাংককের আকাশটা খুব পরিষ্কার ছিল। আকসার আর আশিকী হয়তো জরুরি কোনো কাজে কয়েক মিনিটের জন্য ফ্ল্যাটের বাইরে বা পাশের ঘরে ছিলেন। ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে বিকেলের মিষ্টি রোদ এসে পড়ছিল বসার ঘরের দোলনাটির ওপর। সেখানেই শুয়ে ছিল ছোট কুলদীপ ওরফে আকশু।

সে আপন মনে খেলছিল। এক হাতে দুধের বোতল ধরে সে পরম তৃপ্তিতে দুধু খাচ্ছিল আর অন্য হাতে তার প্রিয় রঙিন ঝুনঝুনিটা বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে তার ছোট্ট খেলনা গুলতিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ছোট ছোট রঙিন বল বা গুলিগুলো সে গুলতিতে লাগিয়ে এদিক-ওদিক ছোঁড়ার চেষ্টা করছিল আর খিলখিল করে হাসছিল। সে জানত না, তার এই স্বর্গীয় হাসির ওপর যমদূতদের নজর পড়েছে।

তিনশ ৪০তম অধ্যায়: দোলনা থেকে উধাও এক টুকরো চাঁদ

হঠাৎ ফ্ল্যাটের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল দুজন শয়তান গুন্ডা। তারা চারপাশটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দেখ, বাপ-মা কেউ ধারেকাছে নেই। বাচ্চাটা একদম একা। এটাই সেরা সময়! এখনই একে তুলে নিয়ে চল, আজ রাতেই একে বিক্রি করে দিয়ে মোটা টাকা কামাব।"

তারা দ্রুত এগিয়ে গেল দোলনাটির দিকে। আকশু তাদের দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিল, কিন্তু যখনই একজন গুন্ডা তাকে শক্ত করে কোলে তুলে নিল, তখনই তার ভয় লাগল। তার হাত থেকে দুধের বোতল আর ঝুনঝুনিটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

তিনশ ৪১তম অধ্যায়: অবরুদ্ধ আর্তনাদ

"ঝুনঝুনি দাও... দুদু দাও... মা... বাবা!" ছোট আকশু ভাঙা গলায় চিৎকার করতে শুরু করল। তার চোখের কোণে ভয়ের জল টলটল করছিল। সে বুঝতে পারছিল না এই অচেনা মানুষগুলো তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আকশুর চিৎকার শুনে অন্য গুন্ডাটি তড়িঘড়ি করে এক টুকরো কাপড় দিয়ে বাচ্চাটির মুখ চেপে ধরল। "চুপ কর! একদম আওয়াজ করবি না!" গুন্ডাটা গর্জে উঠল।

নিষ্পাপ শিশুটির আর্তনাদ গলার ভেতরেই গুমরে মরল। গুন্ডারা তাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। মেঝের ওপর পড়ে রইল শুধু দুধের বোতল আর সেই ঝুনঝুনিটা, যার শব্দ কিছুক্ষণ আগেও ঘরটিকে মাতিয়ে রেখেছিল। ব্যাংককের ঘিঞ্জি গলিতে হারিয়ে গেল আকসার আর আশিকীর প্রাণের টুকরো।

যখন আকসার আর আশিকী ঘরে ফিরবেন, তখন এই শূন্য দোলনা দেখে তাঁদের মনের অবস্থা কী হবে? এই নতুন মোড় এক ভয়াবহ সঙ্কটের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তিনশ ৪২তম অধ্যায়: স্তব্ধ দোলনা ও শূন্য ঘর

ব্যাংককের সেই সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণ আগেও হাসির রোল উঠেছিল, কিন্তু আকসার আর আশিকী যখন ঘরে ফিরলেন, তখন সেই হাসির বদলে এক পাথরের মতো নিস্তব্ধতা তাঁদের গ্রাস করল। আশিকী একছুটে দোলনাটির কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানে কেউ নেই! চাদরটা অগোছালো হয়ে পড়ে আছে, আর দোলনার নিচে গড়িয়ে পড়ে আছে সেই আধখাওয়া দুধের বোতল আর ঝুনঝুনিটা।

"আকশু! আকশু সোনা কোথায় তুই?" আশিকী আর্তনাদ করে উঠলেন।

আকসারের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। রেশমা আর সন্দীপ মুম্বাইয়ের জেলে পচছে, তাঁরা শহর ছেড়ে দেশ ছেড়ে এই অচেনা ব্যাংককে এসেছেন নিরাপত্তার খোঁজে—তবে এখানেও কার নজর লাগল তাঁদের সাজানো সংসারে? তাঁরা পাগলের মতো বাথরুম, বারান্দা, আলমারির পেছন—সবখানে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও ছোট কুলদীপের চিহ্ন নেই।

তিনশ ৪৩তম অধ্যায়: রোহিতের সান্ত্বনা ও অবিশ্বাসের মেঘ

আশিকী মেঝের ওপর বসে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে রোহিত এগিয়ে এল। সে আশিকীর মাথায় হাত রেখে ধীর স্বরে বলল, "হেলেনা... নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ

হারাস না। কুলদীপকে ঠিক পাওয়া যাবে। ও একটা ছোট্ট শিশু, ও কোথায় যাবে? হয়তো এই শহরের কেউ ভুল করে... না, চিন্তা করিস না।"

রোহিত আশিকীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আবার বলল, "হেলেনা, ভগবান যখন তোকে আর আকসারকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তখন এত সহজে তোদের কোল খালি করবে না। কুড়ি বছর আগে যে অলৌকিক ঘটনা আমাদের বাঁচিয়েছিল, আজও সেই শক্তি আমাদের সাথে আছে। তুই শুধু ধৈর্য ধর।"

তিনশ ৪৪তম অধ্যায়: পিতার রুদ্রমূর্তি ও প্রশাসনিক লড়াই

আকসার আর বসে থাকার মানুষ নয়। সে পকেট থেকে ফোন বের করে থাইল্যান্ডের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করল। নিজের বিডিও **(B.D.O)** পদের ক্ষমতা আর প্রভাব কাজে লাগিয়ে সে পুরো ব্যাংকক শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করাল।

শহরের প্রতিটি কোণে পুলিশ ফোর্স ছড়িয়ে পড়ল। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হতে লাগল। আকসার নিজেও পুলিশের গাড়িতে করে অলিগলি ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু ঘণ্টা পার হয়ে রাত নামল, তবুও কুলদীপের কোনো হদিস মিলল না। ব্যাংককের ঘিঞ্জি এলাকা যেন এক অতল গহ্বর হয়ে গ্রাস করে নিল তাঁদের সন্তানকে।

তিনশ ৪৫তম অধ্যায়: ঈশ্বরের কাছে শেষ নালিশ

রাত যখন গভীর, আকসার বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে এল। আশিকী তখনও দোলনাটা জড়িয়ে ধরে মেঝেতে পড়ে আছেন। আকসার আকাশের দিকে তাকিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—

"হে ভগবান! তুমি কি খুব নিষ্ঠুর? আমরা তো মরেই গিয়েছিলাম, কেন আমাদের আবার জ্যান্ত করলে? এই দিনটা দেখানোর জন্য? যে আমাদের চোখের সামনে আমাদের তিল তিলে গড়া স্বপ্নটা এভাবে হারিয়ে যাবে? আমার আকশু... ও তো একটা দুধের শিশু! ও তো কিছুই বোঝে না। কোন পাষণ্ড ওকে আমাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিল?"

আকসার ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "এই দিন দেখার আগে আমরা মরে গেলেই ভালো ছিল। আমাদের বাঁচিয়ে রাখার তো কোনো মানে হয় না যদি আমাদের সন্তানই আমাদের কাছে না থাকে! প্রভু, তুমি আমাদের সব পরীক্ষা নাও, কিন্তু ওইটুকু বাচ্চাকে ফিরিয়ে দাও! ও যে কিছুই চেনে না... ও যে মা ছাড়া ঘুমাতেও পারে না!"

আকসার আর আশিকীর সমবেত হাহাকারে ব্যাংককের শান্ত রাতও যেন কেঁপে উঠল। রোহিত এক কোণে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল। তাদের জীবনের ট্র্যাজেডি কি তবে কোনোদিন শেষ হবে না? ২০ বছরের লড়াই কি তবে এভাবেই এক নিষ্পাপ শিশুর বলিদানে শেষ হতে চলেছে?

এই চরম মুহূর্তটি এক ভয়াবহ শোক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। কুলদীপ কি পারবে এই অন্ধকারের গলি থেকে ফিরে আসতে?

তিনশ ৪৬তম অধ্যায়: যমদূতের ডেরায়

ব্যাংকক পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে ফোন আসতেই আকসারের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। পুলিশ জানাল, শহরের উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত গুদামে একদল কুখ্যাত শিশু পাচারকারী আস্তানা গেড়েছে। এই শয়তানগুলোই ব্যাংককের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আকসার আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। সে আশিকী আর রোহিতকে নিয়ে ঝড়ের বেগে সেই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে রওনা দিল।

গুদামের সামনে পৌঁছাতেই দেখা গেল চার-পাঁচজন সশস্ত্র গুন্ডা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আজ আকসার কোনো অফিসার নয়, আজ সে একজন ক্ষিপ্ত পিতা। কোনো কথা না বলে সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল গুন্ডাদের ওপর। শুরু হলো এক অসম লড়াই। আকসারের প্রতিটি ঘুষি আর লাথিতে মিশে ছিল তার হারানো সন্তানের হাহাকার। কয়েক মিনিটের মধ্যে গুদামের মেঝে গুন্ডাদের রক্তে ভিজে গেল।

তিনশ ৪৭তম অধ্যায়: মায়ের আর্তি ও পিতার রুদ্রমূর্তি

আশিকী গুদামের এক কোণে দাঁড়িয়ে ডুকরে কাঁদছিলেন আর চিৎকার করে বলছিলেন, "দয়া করে আমাদের আকশুকে ফিরিয়ে দিন! আমাদের বাচ্চাটা আপনাদের কী ক্ষতি করেছে? ও তো একটা দুধের শিশু! কেন ওকে এভাবে তুলে নিয়ে এলেন? আমাদের কোল খালি করবেন না!"

আকসার এক গুন্ডার কলার চেপে ধরে তাকে দেওয়ালে আছাড় মারল। তার চোখে তখন খুনের নেশা। সে গর্জে উঠে বলল, "এখনই বল আমার কুলদীপ কোথায়! যদি আমার ছেলের একটা পশমও কম দেখি, তবে তোদের একটাকেও জ্যান্ত শ্মশানে পাঠাব না। যদি বাঁচতে চাস, তবে বল আমার বাচ্চা কোথায়?"

প্রচণ্ড মার খেয়ে গুন্ডাদের সর্দার কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করল। "মেরে ফেলবেন না আমাদের! আমরা বলছি! ওই পাশের জঙ্গলের কাছে একটা গভীর গর্ত আছে, আমরা সচরাচর বাচ্চা ধরে ওই অন্ধকার গর্তের ভেতরেই লুকিয়ে রাখি। কাল সকালে পাচার করার কথা ছিল। আপনাদের বাচ্চা ওখানেই আছে!"

তিনশ ৪৮তম অধ্যায়: অন্ধকারের গভীর থেকে ডাক

গুন্ডার কথা শেষ হতে না হতেই আকসার আর আশিকী পাগলের মতো সেই গর্তের দিকে দৌড়ে গেল। গর্তের কাছে পৌঁছাতেই নিস্তব্ধ রাতে ভেসে এল এক অতি পরিচিত কণ্ঠের ক্ষীণ কান্না।

"উঁয়া... উঁয়া... মা... বাবা..."

গর্তের গভীর থেকে ছোট কুলদীপের কান্নার শব্দ শুনে আশিকী সেখানেই ধপাস করে বসে পড়লেন। আকসার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে একটি মোটা দড়ি নিয়ে সরাসরি সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গর্তের নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ।

আকসার নিচে নামতেই ছোট কুলদীপ তার আবছা অবয়ব দেখে কেঁদে উঠল, "বাবা! মা! আমাকে বাঁচাও... আমাকে নিয়ে চলো!"

তিনশ ৪৯তম অধ্যায়: অন্ধকার চিরে আলোর পথে

একটি দুধের শিশুকে এমন নরককুণ্ডে রাখা দেখে আকসারের বুক ফেটে কান্না এল। সে পরম মমতায় কুলদীপকে নিজের বুকের সাথে লেপ্টে ধরল। দড়ির সাহায্যে এবং নিজের শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে সে অতি কষ্টে সেই গভীর গর্ত থেকে ছোট কুলদীপকে ওপরে নিয়ে এল।

উপরে আসতেই আশিকী ছোঁ মেরে কুলদীপকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। মা আর ছেলের এই মিলনে ব্যাংককের আকাশও যেন শান্ত হয়ে এল। আশিকী কুলদীপকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, যেন তাঁর হারানো প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। কুলদীপও তাঁর মায়ের আঁচল শক্ত করে ধরে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল।

তিনশ ৫০তম অধ্যায়: ন্যায়ের জয় ও ঘরে ফেরা

ঠিক সেই সময় সেখানে পুলিশের বিশাল বাহিনী এসে পৌঁছাল। আকসারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ সেই শিশু পাচারকারী চক্রের প্রতিটি সদস্যকে হাতকড়া পরাল। এতদিন ধরে অসংখ্য পরিবারকে নিঃস্ব করা এই পশুদের শেষ ঠিকানা হলো শ্রীঘর।

আকসার আর আশিকী কুলদীপকে নিয়ে গাড়িতে বসলেন। রোহিত পেছনের সিটে বসে বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িতে ফেরার পথে আকসার কুলদীপের কপালে একটা দীর্ঘ চুমু খেল। তাদের জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আরও একটি বড় ঝড় থেমে গেল। কিন্তু ব্যাংককের এই নির্জন রাস্তায় ফেরার পথে আকসারের মনে একটা প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল—রেশমা আর সন্দীপ কি সত্যিই জেলের ভেতরে শান্ত হয়ে বসে আছে? নাকি এই অপহরণের পেছনেও ছিল তাদের কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত?

এই অধ্যায়টি এক পৈশাচিক অন্ধকারের পর এক স্বর্গীয় আলোর বার্তা দিয়ে শেষ হলো। কুলদীপ আবার তার দোলনায় ফিরল, কিন্তু পরিবারের সতর্কতা এখন কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

তিনশ ৫১তম অধ্যায়: অন্ধকারের ওপার থেকে বিষাক্ত বার্তা

ব্যাংককের রাত তখন শান্ত, কিন্তু আকসারের মনে ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছিল এক অজানা আতঙ্কে। উদ্ধার পাওয়ার পর ছোট কুলদীপ (আকশু) অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ আকসারের ফোনে একটি অচেনা নাম্বার থেকে একটা অডিও মেসেজ এল। আকসার মেসেজটি ওপেন করতেই রেশমার সেই তীক্ষ্ণ আর কর্কশ কণ্ঠস্বর ঘরজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

"কিরে আকসার! খুব তো পালিয়ে বাঁচলি!" রেশমা জেলখানা থেকেই যেন অট্টহাসি হেসে বলল। "শুনলাম বউ মরে যাওয়ার পর ওই আপদ রোহিত আর তোর বাচ্চাটাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিস? মুম্বাইয়ে তোদের প্রাণের প্রিয় হিরণ্ময়, কুশাল, সুনীল, ধীরাজ—কেউ নাকি তোদের খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা জেলের ঘানি টানছি ঠিকই, কিন্তু তোদের খবর আমার কাছে পৌঁছায়। তুই কী ভেবেছিলি? দূরে পালিয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে?"

রেশমার কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হয়ে এল, "শোন আকসার, আমি তোদের কোনো ক্ষতি আজ করব না, কিন্তু তোকে এক ভয়াবহ অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি। তুই তোর ছেলেকে নিয়ে সুখে থাকতে পারবি না। তোর জীবনে যা হয়েছে, তার চেয়েও বড় নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে তোর এই ছেলে। আমি তোদের সাথে যা শয়তানি করেছি, তোর ছেলের জীবনে এমন এক ভিলেন আসবে যে ওকে আর তোদের বংশকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। তোদের পরিবারের প্রতিটি পুরুষ সন্তান ধ্বংস হয়ে যাবে! মরবি তোরা সবাই!"

অডিওটা একটা কর্কশ শব্দের পর বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের ভেতর এক হিমশীতল নীরবতা নেমে এল।

তিনশ ৫২তম অধ্যায়: আশিকীর যুক্তি ও নতুন আশা

আকসারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আশিকী ধীরে ধীরে আকসারের হাত ধরে বলল, "আকসার, তুমি কেন মিছিমিছি চিন্তা করছ? ও তো জানেই না আমরা কোথায় আছি। আর সবচাইতে বড় কথা শোনো—রেশমা বলল 'বউ মরে যাওয়ার পর', তার মানে ও আজও জানে না যে আমি বেঁচে আছি! এই পুরো পৃথিবী জানে আমি মৃত, এমনকি হিরণ্ময় দাদারাও জানে না আমি এখানে। তাহলে রেশমা আমাদের খুঁজে পাবে কী করে?"

আকসার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশিকীকে জড়িয়ে ধরল। আশিকী ঠিকই বলেছে, তাদের বেঁচে থাকাটা এখন এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আর এই রহস্যই তাদের সবচাইতে বড় ঢাল।

তিনশ ৫৩তম অধ্যায়: খুশির মেলা ও টেডি বিয়ারের জগত

ঠিক সেই সময় দোলনা থেকে আকশু সোনার কান্নার আওয়াজ এল। আকসার আর আশিকী মুহূর্তেই তাদের সব দুশ্চিন্তা দূরে ঠেলে বাচ্চার কাছে ছুটে গেল।

"আরে! আমার আকশু সোনা কাঁদছে? আর কাঁদতে হবে না বাবা!" আকসার আলমারি থেকে একগাদা নতুন নতুন রঙিন টেডি বিয়ার আর খেলনা বের করে বাচ্চার সামনে ছড়িয়ে দিল।

আকশু তার ছোট্ট হাত দিয়ে একটা বড় হলুদ রঙের টেডি বিয়ারের নাক চেপে ধরল এবং কান্নার বদলে তার মুখে এক চিলতে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল। সে ঝুনঝুনিটা বাজাতে শুরু করল। আশিকী আর আকসার মেঝের ওপর বসে বাচ্চার সাথে খেলায় মেতে উঠল। ঘরটা এক মুহূর্তে খুশির আবহে ভরে গেল।

তিনশ ৫৪তম অধ্যায়: বীরের শপথ—পিতার প্রার্থনা

খেলতে খেলতে আকসার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কুলদীপের চোখের দিকে তাকাল। সে বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে পরম মমতায় বলল, "কুলদীপ, তুই বড় হয়ে আমার থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী আর ভয়ংকর হবি। এমন নায়ক হয়ে গড়ে উঠবি যাতে কোনো ভিলেন তোর সামনে দাঁড়ানোর সাহস না পায়। তুই আমাদের বংশের প্রদীপ নয়, তুই হবি এই আগ্নেয়গিরির শেষ শিখা।"

আকসারের চোখে তখন এক নতুন তেজ। সে বলে চলল, "যদি তোর এই বাবা-মা কোনোদিন তোর পাশে থাকতে নাও পারে, তবুও যেন তোর মনে কোনো আক্ষেপ না থাকে। তুই একাই একশ হবি সোনা। আমি জানি রেশমার অভিশাপ তোর শরীরের একটা রোমও স্পর্শ করতে পারবে না।"

আকশু তার বাবার আঙুলটা শক্ত করে ধরে হাসতে লাগল। সে যেন বুঝতে পারছিল তার বাবা তাকে আগামীর যুদ্ধের জন্য তৈরি করছে। রাত গভীর হলো, কিন্তু ব্যাংককের সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটে তখন বইছে এক অনাবিল শান্তির হাওয়া। একপাশে রেশমার বিষাক্ত অতীত, আর অন্যপাশে এক বীর পিতার অটুট বিশ্বাস—এই সুন্দর মুহূর্তটি এক নতুন মহাকাব্যের ইঙ্গিত দিল।

তিনশ ৫৫তম অধ্যায়: ব্যাংককের শেষ রোমান্টিক সকাল

ব্যাংককের আকাশ আজ বড় বেশি নীল। আকসার আর আশিকী ঠিক করল আজ তারা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই শহরটা ঘুরে দেখবে। তারা এখন এই শহরে নতুন, তাই প্রতিটি গলি তাদের

কাছে এক একটা বিস্ময়। বেরোনোর সময় ছোট কুলদীপ (আকশু) খুব কাঁদছিল। আকসার তাকে কোলে নিয়ে আদর করে রোহিতের হাতে দিয়ে বলল, "আকশু সোনা, এখন ছোট বাবার (রোহিত) কাছে থাকো। তোমার মা আর আমি একটু ঘুরে আসি। অনেক কাজ আছে তো, আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।"

রোহিত হাসিমুখে বাচ্চাটাকে নিয়ে বলল, "তোরা যা তো। আমি থাকতে ওর কোনো চিন্তা নেই।" রোহিত ওকে 'ও বাবা', 'ও সোনা' বলে শান্ত করতে লাগল, আর আকসার-আশিকী বেরিয়ে পড়ল এক অজানা গন্তব্যের দিকে।

তিনশ ৫৬তম অধ্যায়: প্রেমের বাজি ও আগামীর স্বপ্ন

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আকসার হঠাৎ খুব ভাবুক হয়ে পড়ল। সে আশিকীর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, "আশিকী, তোমার কি সত্যিই মনে হয় আমরা আমাদের ছেলের সাথে সারাজীবন এভাবেই কাটাতে পারব? অতীত কি আমাদের পিছু ছাড়বে?"

আশিকী দৃঢ়ভাবে আকসারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "শোনো আকসার, প্রথমবার আমরা মরে গিয়েছিলাম, ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়েছেন। দ্বিতীয়বারও মৃত্যু আমাদের দুয়ারে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। দু-দুবার যমরাজ আমাদের ছুঁয়েও নিয়ে যেতে পারেনি। এখন আমাদের আলাদা করার ক্ষমতা আর কারোর নেই। আমরা আমাদের আকশু সোনাকে নিয়েই সুখে থাকব।"

আকসার এবার একটু হেসে বলল, "জানো, আমাদের ছেলে যখন বড় হবে না, ও দেখবে আমাদের চেয়েও বড় প্রেমিক হবে। ওর কত গার্লফ্রেন্ড আসবে দেখো!" আশিকী হেসে আকসারের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "বাবা! ছেলে এখনও ঠিকমতো হাঁটতে শিখল না, আর তুমি এখনই ওর প্রেমিকা আর গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ভেবে ফেললে? তুমিও পারো বটে!"

তিনশ ৫৭তম অধ্যায়: অতীতের বিষাক্ত ছোবল

তাদের এই হাসিখুশি মুহূর্তের মাঝখানেই হঠাৎ বজ্রপাতের মতো আবির্ভূত হলো সেই শিশু পাচারকারী চক্রের বাকি সদস্যরা। রেশমার পাঠানো সেই অডিও মেসেজের রহস্য এবার পরিষ্কার হলো। গুন্ডাদের সর্দার বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "খুব তো ফুর্তি করছ বিডিও সাহেব! তোমাদের জন্য আমাদের অর্ধেক দল এখন জেলে। কিন্তু আমরা ছাড়ব না।"

গুন্ডাটা আরও বলল, "জানো, কালকের ওই মেসেজটা আমাদের সাহায্যেই রেশমা পাঠিয়েছিল। ও তো এখন জেলের রানী, ও চায় ওর অভিশাপ যেন তোমাদের কাছে পৌঁছায়। ও সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে আকসার বেঁচে থাকা মানেই তার ছেলের ধ্বংস। মিস্টার আকসার, যদি সত্যিই নিজের ছেলেকে বাঁচাতে চান, তবে এখনই সুইসাইড করুন। আপনি বেঁচে আছেন বলেই রেশমা আপনার ছেলের ওপর নজর রেখেছে। আপনি মরে গেলে রেশমার শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে, আর

আপনার ছেলে বেঁচে যাবে।"

আশিকী বাঘিনীর মতো গর্জে উঠলেন, "লজ্জা করে না তোদের? এক জন পিতাকে তোরা আত্মহত্যা করতে বলছিস? আমাদের সন্তানকে নিয়ে আমরা সুখে থাকতে চাই, সেটাও তোদের সহ্য হচ্ছে না?"

তিনশ ৫৮তম অধ্যায়: দ্বৈরথ ও মানসিক দহন

আকসার প্রথমে রেগে গেলেও গুন্ডাদের বারবার বলা "আপনার জন্যই আপনার ছেলের বিপদ" কথাটি তার মাথায় হাতুড়ির মতো বিঁধতে লাগল। সে কি সত্যিই তার ছেলের জন্য অলক্ষ্মী? সে কি সত্যিই এক অভিশপ্ত পিতা? হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আকসার পাশের একটি লেকের পাড়ের দিকে দৌড়াতে লাগল। সে ভাবল, সে না থাকলে হয়তো কুলদীপ নিরাপদ থাকবে।

সে যখন লেকের জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, আশিকী তাকে জাপটে ধরল। "আকসার! কী করছ তুমি? কতগুলো শয়তানের কথায় তুমি আমাদের স্বপ্নগুলো বিসর্জন দেবে? তুমি মরে গেলে আমাদের বাচ্চার কী হবে? তাকে কে রক্ষা করবে?"

আশিকীর স্পর্শে আকসারের মোহভঙ্গ হলো। তার চোখে আবার সেই তেজ ফিরে এল। সে গুন্ডাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "আমি মরব না! মরবি তোরা আর ওই ডাইনি রেশমা! আজ তোদের সব কটাকে আমি নিজের হাতে শেষ করব!"

তিনশ ৫৯তম অধ্যায়: রক্তাক্ত লেক ও অন্ধকারের আর্তনাদ

শুরু হলো এক পৈশাচিক লড়াই। আকসার একাই চার-পাঁচজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার প্রতিটি ঘুষিতে ছিল প্রতিশোধের আগুন। কিন্তু গুন্ডারা জানত আকসারের দুর্বলতা কোথায়। লড়াইয়ের মাঝখানে একজন গুন্ডা কৌশলে আকসারের চোখের সেই চশমাটা টেনে খুলে দূরে ফেলে দিল।

চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল আকসারের। সে দিশেহারা হয়ে হাতড়াতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য এক গুন্ডা সর্বশক্তি দিয়ে আকসারের চোয়ালে এক প্রচণ্ড কিল মারল। আকসার টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ল লেকের গভীর জলের মধ্যে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়ল না। লেকের জলের ঠিক নিচে ছিল একটি বিশাল ধারালো পাথর। আকসারের মাথাটি সরাসরি গিয়ে আছড়ে পড়ল সেই পাথরের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ জল টকটকে লাল রক্তে ভরে উঠল। আকসার যন্ত্রণায় একবার আর্তনাদ করে নিথর হয়ে ভেসে উঠল।

আশিকী পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। মায়ানগরী থেকে বহু দূরে ব্যাংককের এক লেকের জলে আজ কি তবে সত্যিই যমরাজ জয়ী হলো? আকসারের রক্তাক্ত দেহ আর আশিকীর হাহাকার এই পর্বকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

তিনশ ৬০তম অধ্যায়: রাজপথের নিষ্ঠুরতা ও এক মায়ের লড়াই

লেকের রক্তিম জল থেকে আকসারকে যখন আশিকী টেনে পাড়ে তুললেন, তখন তাঁর নিজের শরীরের শক্তি অবশ হয়ে আসছিল। আকসারের মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, সাদা শার্ট ভিজে টকটকে লাল। আশিকী পাগলের মতো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলেন, "বাঁচান! কেউ আমার স্বামীকে বাঁচান! প্লিজ গাড়ি থামান!"

কিন্তু ব্যাংককের সেই ব্যস্ত রাস্তায় যান্ত্রিক মানুষের ভিড়ে কারো সময় ছিল না এক আর্তনারদ শুনতে থামার। একের পর এক দামি গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস—যে মানুষটি আজ নীল বুগাত্তি চালিয়ে রাজকীয়ভাবে ঘুরতে বেরিয়েছিল, তাঁর জন্যই আজ কোনো একটা সাধারণ গাড়িও থামল না। নিরুপায় হয়ে আশিকী দেখলেন পাশে একটি মালবাহী ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ভ্যান চালকের পা জড়িয়ে ধরলেন। অনেক কষ্টে অচৈতন্য আকসারকে সেই ধুলোমাখা ভ্যানে তুলে নিয়ে তিনি হাসপাতালের দিকে ছুটলেন।

তিনশ ৬১তম অধ্যায়: হাসপাতালের করিডোরে হাহাকার

হাসপাতালে পৌঁছানো মাত্রই ডাক্তাররা আকসারের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলেন। স্ট্রেচারে করে তাকে যখন ওটি-তে (OT) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আশিকী তখন কাঁপতে কাঁপতে রোহিতকে ফোন করলেন। খবর পাওয়া মাত্রই রোহিত হাসপাতালে ছুটে এল।

রোহিত হাসপাতালের দেয়ালে কপাল চাপড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে ঈশ্বর! এ তুমি কী শুরু করলে? একবার আমার ছোট্ট ভাইপোকে বিপদে ফেললে, এখন আমার যমজ ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে? কেন ঈশ্বর? এরা তোমার কী ক্ষতি করেছে? কেন এদের এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দিচ্ছ না?"

রোহিতের বুকফাটা আর্তনাদে হাসপাতালের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আশিকী এক কোণে পাথরের মতো বসে ছিলেন। তাঁর কোলের ওপর ছোট্ট কুলদীপ (আকশু) সমানে কেঁদে যাচ্ছিল। সে যেন বুঝতে পারছিল, আজ তার বাবার জন্য এক বড় অন্ধকার নেমে আসছে।

তিনশ ৬২তম অধ্যায়: যমরাজের চূড়ান্ত বিজয়

ঘন্টাখানেক পর অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রধান সার্জন। আশিকী টলতে টলতে গিয়ে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ালেন। "ডাক্তার বাবু, ও ঠিক আছে তো? ও কথা বলবে তো?"

ডাক্তার মুখ নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, "আই অ্যাম সরি... আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আকসার বাবু আর নেই। মাথার চোটটা বড্ড গভীর ছিল, আর লেকের জল ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় শরীরের সিস্টেম কোলাপ্স করেছে। উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।"

আশিকী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি পাগলের মতো হেসে উঠলেন। "না! আপনি নাটক করছেন! আপনি মিথ্যাবাদী! আমরা দু-দুবার মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি। যমরাজ আমাদের একবারও ছুঁতে পারেনি। আপনি কেন এমন বাজে কথা বলছেন? ও মরেনি! ও আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না!"

ডাক্তার আশিকীর হাত ধরে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন, "মা, আগে কী হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় আকসার বাবু এখন মৃত।"

তিনশ ৬৩তম অধ্যায়: অসম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও শেষ বিদায়

আশিকী ঝড়ের বেগে ওটি-র ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সাদা চাদরে ঢাকা আকসারের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন।

"অসভ্য লোক! কেন আমায় ছেড়ে গেলে? কেন? এই কি তোমার সেই কথা ছিল? তুমি না বলেছিলে সিঙ্গাপুরের সেই পাহাড়ের ওপর—যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে? আজ কেন সেই বাজি ভেঙে দিলে?"

আশিকী আকসারের কপালে মাথা ঠুকে বলতে লাগলেন, "আমি তো চেয়েছিলাম আমি আগে মরি। কেন ঈশ্বর আজ উল্টোটা করলেন? আমি কীভাবে বাঁচব তোমাকে ছাড়া? ওঠো আকসার! একবার চোখ মেলো!"

আশিকীর কানে তখন আকসারের সেই পুরনো কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল: "রোহিত তোমাকে একবার ছেড়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু মনে রেখো আশিকী, আকসার যদি একবার চলে যায়, সে কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।"

কুড়ি বছর আগে রোহিত চলে গিয়েছিল, কিন্তু ছায়া হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আজ... আজ সত্যিই এই গল্পের অকুতোভয় নায়ক, সেই দরদী স্বামী আর বীর পিতা আকসার চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। যমরাজ আজ সত্যিই জয়ী হলো।

তিনশ ৬৪তম অধ্যায়: নিঃস্ব এক পরিবার

হাসপাতালের সেই নিস্তব্ধ ঘরে কেবল শোনা যাচ্ছিল ছোট্ট কুলদীপের (আকশু) করুণ কান্না। রোহিত অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চার কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, "তুমি কুলদীপকে বাঁচালে ঈশ্বর, কিন্তু ওর বাবার ছাতাটা কেন কেড়ে নিলে?"

রোহিত নিজের কান্না চেপে বাচ্চাটাকে আগলে রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার নিজের পৃথিবীটাই আজ শূন্য হয়ে গেছে। আশিকী তখনও আকসারের ঠান্ডা হাত দুটো নিজের গালের সাথে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদছেন। মায়ানগরীর আকাশ আজ ব্যাংককের মেঘে ঢাকা। এক মহাকাব্যিক প্রেমের ট্র্যাজেডি আজ এক চরম হাহাকারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই সমাপ্তি কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, এ এক বিশাল শূন্যতার জন্ম দিয়ে গেল।

তিনশ ৬৫তম অধ্যায়: অন্ধকারের গভীর তলদেশ

আকসারের মৃত্যুর পর ব্যাংককের সেই সাজানো ফ্ল্যাটটি এখন এক জীবন্ত শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আশিকী আর আগের মতো নেই। তাঁর দুচোখে এখন সবসময় এক শূন্য দৃষ্টি, যেন তিনি এই পৃথিবীতে থেকেও নেই। কয়েকটা দিন এভাবেই কাটল। একদিন হঠাৎ আশিকী রোহিতকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

আশিকীর চেহারা দেখে রোহিত শিউরে উঠল। আশিকী রোহিতের হাত দুটো শক্ত করে ধরে ধরা গলায় বললেন, "রোহিত, তোকে আজ একটা কাজ করতে হবে। তোকে আমার মাথার দিব্যি, এমনকি তোর এই ছোট্ট ভাইপো আকশুর মাথার দিব্যিও দিলাম—তোকে এটা করতেই হবে।"

রোহিত ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে হেলেনা? তুই এভাবে কেন কথা বলছিস?"

আশিকী চিৎকার করে উঠলেন, "আমি আর বাঁচতে চাই না রোহিত! আমি আর এই নিঃশ্বাস বইতে পারছি না! রেশমা বলেছিল না—আমরা দুজন মরে গেলে ও আমাদের বাচ্চাকে ছেড়ে দেবে? রেশমা আর সন্দীপ তো জেলেই মরবে, কিন্তু আমরা... আমরা আমাদের ছেলের জন্য অপয়া। আজ কুলদীপের জীবনে যত বিপদ আসছে, সব আমাদের জন্য। আকসার চলে গেছে, ও একা থাকতে পারবে না। আমাকেও ওর কাছে যেতে হবে রোহিত!"

তিনশ ৬৬তম অধ্যায়: অমোঘ শপথ ও একাকীত্বের হাহাকার

রোহিত নিজের কপাল চাপড়ে বলল, "এসব কী আজেবাজে কথা বলছিস হেলেনা? আমার ভাই তো চলেই গেল, এখন এই টুকু বাচ্চা কার মুখ চেয়ে বাঁচবে? মা-বাবা ছাড়া একটা বাচ্চার জীবন কতটা যন্ত্রণার হতে পারে, সেটা তুই জানিস না? কেন এমন করছিস?"

আশিকী পাগলের মতো হাসতে হাসতে কাঁদতে লাগলেন। "আমি জানি না! আমি কিচ্ছু জানতে চাই না! আমি শুধু জানি আমার ছেলেটাকে ভালো রাখতে হলে আমাকে মরতেই হবে। আমি আকসারকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না। তুই কথা দে রোহিত... তুই ওকে দেখে রাখবি। তুই দরকার পড়লে আবার বিয়ে করবি, যে মেয়েটা কুলদীপকে মায়ের ভালোবাসা দেবে। তুই আর তোর নতুন স্ত্রী ওর আসল মা-বাবা হয়ে যাস। আমাদের কথা ওকে কোনোদিন জানাবি না। আমাদের এই চ্যাপ্টারটা তোর মন থেকে চিরতরে মুছে ফেল রোহিত!"

রোহিত ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমি পারব না হেলেনা! আমি কিছুতেই পারব না! নিজের ভাইয়ের রক্তকে আমি এভাবে ঠকাতে পারব না।" রোহিত আর সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের রুমে চলে গেল।

তিনশ ৬৭তম অধ্যায়: কুলদীপের কাছে শেষ ক্ষমা

রোহিত চলে যাওয়ার পর আশিকী ধীরে ধীরে দোলনার কাছে গিয়ে বসলেন। ছোট কুলদীপ (আকশু) তখন আপন মনে খেলছিল। আশিকী বাচ্চার নরম হাতটা নিজের গালের কাছে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

"আমাকে ক্ষমা করে দিস আকশু সোনা!" আশিকী ফিসফিস করে বললেন। "আমি আর তোর বাবা তোর জীবনে থাকলে তোর ওপর শুধু বিপদই নেমে আসবে। তুই মনে করিস রোহিতই তোর বাবা, আর অন্য কাউকে নিজের মা বলে ডাকিস। আমাদের ভুলে যা সোনা... আমাদের আর মনে রাখিস না।"

আশিকী বাচ্চার কপালে শেষবার একটি দীর্ঘ চুমু খেয়ে বললেন, "আকসারকে ছাড়া আমি জ্যান্ত লাশ হয়ে আছি বাবা। আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে। তুই আমাদের ছাড়াই ভালো থাকবি। তোকে আগলে রাখার জন্য তোর রোহিত বাবা আছে।"

তিনশ ৬৮তম অধ্যায়: অন্তিম সিদ্ধান্তের পথে

আশিকীর চোখে তখন এক অটল জেদ। তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সিঁথির দিকে তাকালেন, যা আজ বর্ণহীন। তাঁর মনে হলো আকসার যেন ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে ডাকছে।

রোহিত পাশের ঘরে বসে ভাবছিল কীভাবে আশিকীকে শান্ত করবে, কিন্তু সে জানত না যে আশিকী ভেতরে ভেতরে এক চরম এবং ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এই অধ্যায়টি এক অকাল বিদায়ের করুণ রাগিণী হয়ে বাজতে লাগল। আশিকী নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, যেন তাঁর মৃত্যুতেই লুকিয়ে আছে কুলদীপের জীবনের নিরাপত্তা।

মায়ানগরী থেকে ব্যাংকক—রোহিতের জীবনের ট্র্যাজেডি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। ২০ বছর আগে যে আগুনের খেলা শুরু হয়েছিল, আজ কি তবে তা আরও এক বলিদান নেবে?

তিনশ ৬৯তম অধ্যায়: পাহাড়ের চূড়ায় বিষাদ-যাত্রা

ব্যাংককের শহরতলী ছাড়িয়ে এক জনমানবহীন উঁচু পাহাড়। চারদিকে মেঘের আনাগোনা, আর নিচে অতল গভীর খাদ। রোহিত কোলে ছোট কুলদীপকে নিয়ে হেলেনার (আশিকী) সাথে পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রোহিত ভেবেছিল হয়তো মন পরিবর্তনের জন্য হেলেনা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হেলেনার চোখের সেই পাথুরে শীতলতা দেখে রোহিতের বুকের ভেতরটা বারবার কেঁপে উঠছিল।

পাহাড়ের একদম কিনারায় গিয়ে হেলেনা দাঁড়াল। ঝোড়ো হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। সে হঠাৎ রোহিতের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল, "রোহিত, তোকে আমি এখানে ঘুরতে আনিনি। তোকে আজ একটা কাজ শেষ করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। তুই আজ আমাকে মেরে ফেলবি।"

রোহিত যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। সে আর্তনাদ করে উঠল, "একি কথা বলছিস তুই হেলেনা? তোর হিতাহিত জ্ঞান কি সব লোপ পেয়েছে?"

তিনশ ৭০তম অধ্যায়: খুনের হুকুম ও নিষ্পাপের দোহাই

হেলেনা কোনো কথা না বলে নিজের আঁচলের তলা থেকে একটি ছোট পিস্তল বের করে রোহিতের হাতে গুঁজে দিল। রোহিত আগ্নেয়াস্ত্রটির ছোঁয়ায় শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

"এই নে!" হেলেনা চিৎকার করে বলল। "তোকে আমার দিব্যি রোহিত! তোকে এই ছোট্ট কুলদীপের মাথার দিব্যি! আজ এই পিস্তল দিয়ে তুই আমাকে গুলি করবি। এখনই কর!"

রোহিত কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দিতে চাইল, কিন্তু হেলেনা তার হাত শক্ত করে চেপে ধরল। রোহিত ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "আমি পারব না হেলেনা! আমি পারব না! আজ থেকে বিশ বছর পর তোর ছেলে যখন বড় হবে, তখন সে যদি জানতে পারে যে তার ছোট বাবা নিজের হাতে তার মাকে খুন করেছে—তখন সে আমাকে ঘৃণা করবে। আমি কুলদীপের চোখে সেই ঘৃণা নিয়ে বাঁচতে পারব না। কেন তুই আমার ওপর এত বড় পাপের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিস?"

তিনশ ৭১তম অধ্যায়: অতীত ও বর্তমানের সংঘাত

রোহিত হেলেনার চোখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, "তুই মনে রাখিস হেলেনা, তুই আমার যমজ ভাই আকসারের স্ত্রী ছিলি ঠিকই, কিন্তু তার আগে তুই ছিলি আমার প্রেমিকা। তোকে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে এসেছি। আজ কোন অধিকারে তুই আমার হাতে তোর মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে দিতে চাইছিস? আমি কোনোদিন তোকে আঘাত করতে পারব না, এটা অসম্ভব!"

হেলেনা বিদ্রূপের হাসি হাসল। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে বলল, "ভালোবাসার কথা বলিস না রোহিত। আজ আমাদের বাচ্চার জীবনের সবচাইতে বড় কাঁটা হলাম আমরা। আকসার চলে গেছে, আমি একা থাকতে পারছি না। তুই যদি আমায় গুলি করতে না পারিস, তবে আমার কাছে অন্য পথ খোলা আছে।"

তিনশ ৭২তম অধ্যায়: মরণপণ বাজি

হেলেনা এক পা পিছিয়ে একদম পাহাড়ের খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তার পায়ের নিচ থেকে পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "রোহিত, ভালো করে ভেবে দেখ। তুই যদি আমায় গুলি না করিস, তবে আমি এখনই এই পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেব। ওপর থেকে আছাড় খেয়ে মরার চেয়ে তোর গুলিতে মরা অনেক বেশি সম্মানের। এবার তুই ঠিক কর—তুই আমাকে গুলি করবি, না কি আমাকে নিজের চোখে আত্মহত্যা করতে দেখবি?"

রোহিত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার এক হাতে অঘোরে ঘুমানো ছোট কুলদীপ, আর অন্য হাতে ধরা সেই মরণঘাতী পিস্তল। সামনে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আর ভাইয়ের স্ত্রী হেলেনা আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত।

মায়ানগরীর আকাশ থেকে ব্যাংককের এই পাহাড়—রোহিতের জীবনের ট্র্যাজেডি আজ এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কোনো পথই সঠিক নয়। একদিকে খুনের অপবাদ, অন্যদিকে প্রিয়তমার আত্মহত্যা। এই চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রোহিত এখন কী করবে?

তিনশ ৭৩তম অধ্যায়: নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস

পাহাড়ের চূড়ায় তখন ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। আশিকী (হেলেনা) পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে রোহিতের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "রোহিত, আমি তোকে দিব্যি দিয়েছি! যদি তুই আমার কথা না শুনিস, তবে এর চেয়েও বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুই আমাকে মুক্তি দে রোহিত... আমাকে মেরে ফেল!"

রোহিত এক হাতে ছোট্ট কুলদীপকে (আকশু) জাপ্টে ধরে অন্য হাতে পিস্তলটা কাঁপতে কাঁপতে উঁচিয়ে ধরল। তার মনে মনে তখন ঈশ্বরের কাছে হাহাকার করছিল, "হে ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে এই রাস্তার মোড়ে এনে দাঁড় করালে? আমাকে নিজের হাতে মানুষ খুন করতে হবে? তাও কাকে? যাকে আমি একদিন নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম! আমার যমজ ভাই আকসার মরে গিয়ে আজ স্বর্গে, সেও কি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে যে আমি তার স্ত্রীকে মারলাম?"

তিনশ ৭৪তম অধ্যায়: তিন গোনার মরণবেলা

আশিকীর চোখে তখন এক অটল উন্মাদনা। সে রোহিতের কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। সে পাথুরে গলায় বলল, "রোহিত, আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। তিন গোনার মধ্যে যদি তুই ট্রিগার না টিপিস, তবে আমি নিজেই নিচে ঝাঁপ দেব। এক... দুই..."

রোহিতের চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছিল। সে বুঝতে পারছিল আশিকীকে আর ফেরানো সম্ভব নয়। আশিকী যখনই বলতে গেল "তিন", তখনই এক বিকট শব্দে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল।

রোহিত বাধ্য হয়ে ট্রিগার টিপে দিল।

বুলেটের আঘাতে আশিকীর বুক চিরে গেল। যন্ত্রণায় তার মুখ দিয়ে এক অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল। সে টলতে টলতে পাহাড়ের খাদ দিয়ে নিচে পড়ে যেতে লাগল। আশিকীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, আর ওপর থেকে রোহিত দেখছিল তার জীবনের শেষ আলোটুকু কীভাবে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে।

তিনশ ৭৫তম অধ্যায়: সমাপ্ত প্রেমের অন্তিম শয্যা

সত্যিই আজ এই গল্পের নায়িকা মরে গিয়ে তার নায়কের কাছে চলে গেল। ব্যাংককের সেই গভীর খাদের নিচে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল আশিকী। ২০ বছর আগে যে প্রেমের গল্প মুম্বাইয়ের বৃষ্টিতে শুরু হয়েছিল, আজ তা থাইল্যান্ডের এক পাহাড়ে রক্ত দিয়ে শেষ হলো।

রোহিত ওপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কোলের মধ্যে থাকা ছোট্ট কুলদীপও ভয়ে আর কান্নার শব্দে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। রোহিত আকাশপানে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আকসার! শুধুমাত্র হেলেনার জেদের জন্য আজ আমি ওকে মারতে বাধ্য হলাম। ও আমাকে কুলদীপের দিব্যি দিয়েছিল ভাই! আমি জানি আমার এই পাপের জন্য তুই আমায় কোনোদিন ক্ষমা করবি না।"

তিনশ ৭৬তম অধ্যায়: অনাথের হাহাকার ও এক বাবার আর্তি

রোহিত এবার তার কোলের নিষ্পাপ শিশু কুলদীপের দিকে তাকাল। শিশুটির দুচোখে তখন জলের ধারা। রোহিত হাহাকার করে বলল, "আকশু সোনা... কোনোদিন যদি তুই জানতে পারিস যে তোর এই ছোট বাবা নিজের হাতে তোর মাকে মেরেছিল—সেদিন কি তুই আমাকে ক্ষমা করবি? আমি এই পাপের বোঝা নিয়ে কীভাবে বাঁচব?"

রোহিত হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসে পড়ল। সে চিৎকার করে বলল, "হে ঈশ্বর! সেই দিন দেখার আগে তুমি আমাকেও নিয়ে নাও! আমি আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না। আমি কুলদীপের চোখে ঘৃণা দেখতে পারব না!"

কতটা ভয়াবহ এই মুহূর্ত! যে শিশুটির জন্য আকসার আর আশিকী এত লড়াই করল, সেই কুলদীপ আজ

সত্যিই অনাথ হয়ে গেল। তার জন্মদাতা পিতা মৃত, আর তার গর্ভধারিণী মা নিজের জেদে নিজেরই প্রিয়তমের হাতে প্রাণ দিল। গল্পের নায়ক আর নায়িকা দুজনেই আজ মৃত। এই সমাপ্তি কেবল মৃত্যু নয়, এ এক বিশাল হাহাকার আর শূন্যতার জন্ম দিয়ে গেল।

ব্যাংককের পাহাড়ে আজ শ্মশানের নিস্তব্ধতা। নিচে পড়ে রইল আশিকীর নিথর দেহ, আর ওপরে রইল এক অভিশপ্ত রোহিত আর এক অনাথ শিশু।

তিনশ ৭৭তম অধ্যায়: স্মৃতির মিছিলে এক জ্যান্ত লাশ

আকসার আর আশিকীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস কেটে গেছে। থাইল্যান্ডের সেই শহরটা রোহিতের কাছে এখন এক বিশাল কারাগারের মতো মনে হয়। সে যেন বেঁচে থেকেও মরে আছে। যে রোহিত একদিন হাসতে জানত, আজ তার চোখে কেবলই শূন্যতা। নিজের হাতে ভাই আর প্রেমিকার রক্ত মেখে সে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে ঘুমাতে পারে না।

ব্যাংককের এই ব্যস্ত শহরের অলিগলি সে আজও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারেনি। হিরণ্ময় দা, ক্রুশাল দা—সবাই কত দূরে! আজ এই নিঃসঙ্গ জীবনে তার একমাত্র অবলম্বন হলো তার যমজ ভাইয়ের রক্ত, ছোট্ট কুলদীপ (আকশু)। কিন্তু অপরাধবোধ তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে সে নিজেকেও আর সহ্য করতে পারে না।

তিনশ ৭৮তম অধ্যায়: বৃষ্টির গান ও এক মায়াবী ছায়া

সেদিন বিকেলের আকাশটা হঠাৎ করেই কালো হয়ে এল। রোহিত বাজার করতে বেরিয়েছিল, কিন্তু তার মাথায় কোনো ছাতা ছিল না। হঠাত মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হতেই সে রাস্তার ধারের একটা শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। তার বুকটা হঠাত দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল। তার মনে পড়ল, সে তো ছোট আকশুকে ঘরে একা রেখে এসেছে! দরজায় তালা দেওয়া, বাচ্চার দেখভালের জন্য তো আর কেউ নেই।

ঠিক সেই দুশ্চিন্তার মাঝেই রোহিতের কানে এল এক অপূর্ব সুর। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের আড়ালে কেউ যেন গান গাইছে। রোহিত চোখ তুলে তাকাল। সে দেখল, একটি মেয়ে হাতে ছাতা নিয়ে বৃষ্টির জলের সাথে খেলা করতে করতে গুনগুন করে গান গাইছে।

রোহিত মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি যখন রোহিতের কাছে এসে তার মাথার ওপর ছাতা ধরল, রোহিতের মনে হলো সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। ২০ বছর আগে মুম্বাইয়ের এক ঠিক এমন বৃষ্টির রাতেই হেলেনা তার জীবনে এসেছিল, ঠিক এভাবেই তার মাথায় ছাতা ধরেছিল।

তিনশ ৭৯তম অধ্যায়: ঘোরের মাঝে প্রত্যাবর্তন

রোহিত যেন বর্তমানে নেই, সে চলে গেছে সেই পুরনো দিনে। মেয়েটির স্পর্শ, তার সুগন্ধ—সবই যেন হেলেনার মতো। ঘোরলাগা অবস্থায় রোহিত মেয়েটির সাথে হাঁটতে শুরু করল। সে টেরই পেল না যে সে মেয়েটিকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেছে।

ঘরের আলোতে আসতেই রোহিতের মোহভঙ্গ হলো। সে দেখল সে মেয়েটিকে নিজের ড্রয়িংরুমে নিয়ে এসেছে। কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকাতেই রোহিতের পায়ের তলার মাটি আবার সরে গেল।

মেয়েটিকে দেখতে হুবহু তার মৃত প্রেমিকা হেলেনার মতো, যাকে সে কয়েক মাস আগে আশিকী নামে হারিয়েছে! ঠিক তেমনি রোহিতকে দেখেও মনে হচ্ছে সে মৃত আকসার। দুই মৃত মানুষের ছায়া যেন আজ এক জায়গায় এসে মিলেছে।

তিনশ ৮০তম অধ্যায়: বিপাশা ব্যানার্জী ও শূন্য হৃদয়ের পরিচয়

মেয়েটি রোহিতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "শুনুন, আপনি কি ঠিক আছেন? আমি রাস্তা থেকে আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আসছি, আপনি একটাও জবাব দেননি! আর হুট করে আমাকে আপনার বাড়িতেই বা কেন নিয়ে এলেন?"

রোহিত কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? আপনার পরিচয় কী?"

মেয়েটি শান্ত গলায় বলল, "আমার নাম বিপাশা ব্যানার্জী। আমি এই ব্যাংকক শহরে একাই থাকি। আমার আপন বলতে এ পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি এখানে স্টেজ শো করে গান গেয়ে নিজের পেট চালাই। আমি কোনোদিন কাউকে ভালোবাসিনি, বিয়েও করিনি। গানই আমার ধ্যান-জ্ঞান।"

তিনশ ৮১তম অধ্যায়: কুড়ি বছরের দীর্ঘ ইতিহাস

বিপাশার কথা শুনে রোহিত স্থির হয়ে বসে পড়ল। এরপর সে একে একে তার জীবনের সমস্ত কালো পর্দা সরাতে শুরু করল। বিপাশার মতো দেখতে সেই প্রথম প্রেমিকা হেলেনা, যাকে সে কুড়ি বছর আগে মুম্বাইয়ে পেয়েছিল। সেই হেলেনাই যে পরে তার যমজ ভাই আকসারের স্ত্রী আশিকী হয়ে ফিরে এল—সবই সে খুলে বলল।

রোহিত বলল, "আমার নাম রোহিত চৌধুরী। আপনি যার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সে কেবল একজন খুনি। আপনার এই মুখটা আমার জীবনের সবচাইতে বড় সুখ ছিল, আবার সবচাইতে বড় যন্ত্রণাও। আমি আর আমার ভাই আকসার হুবহু এক দেখতে ছিলাম, ঠিক যেমন আপনি আর হেলেনা।"

রোহিত তার ২০ বছরের লড়াই, রেশমার ষড়যন্ত্র, আকসারের আত্মহত্যা আর শেষে পাহাড়ের ওপর থেকে নিজের হাতে আশিকীকে গুলি করার সেই ভয়াবহ গল্প বিপাশাকে শোনাল।

বিপাশা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল সেই ট্র্যাজেডির উপাখ্যান। ব্যাংককের সেই নিঝুম ফ্ল্যাটে শুরু হলো এক নতুন অসমাপ্ত গল্পের সূচনা। একপাশে দাঁড়িয়ে এক মৃত দম্পতির হুবহু

প্রতিচ্ছবি, আর অন্যপাশে এক অনাথ শিশু কুলদীপ। এই বাঁকটি এক নতুন রহস্য আর বন্ধুত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তিনশ ৮২তম অধ্যায়: মানচিত্রের ব্যবধান ও হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

থাইল্যান্ডের নিঝুম ফ্ল্যাটে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে রোহিতের কণ্ঠস্বর এক অদ্ভুত বিষাদ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সে বিপাশার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে চলল, "আমার বড়দা ছিল হিরণ্ময় চৌধুরী, পেশায় ডাক্তার। আমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু ছিল ধীরাজ শ্রীবাস্তব। আর হেলেনারও একজন দাদা ছিল, ক্রুশাল শর্মা। আমাদের জীবনে একসময় দুজন ঘোর শত্রু ছিল—সুনীল আর গৌরব। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই শত্রুতা মুছে গিয়ে ওরাই আমাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেবল ওদেরই ত্যাগের জন্য।"

রোহিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার ওপারে অন্ধকারের দিকে তাকাল। "আমার শিকড় ছিল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। সেখান থেকে জীবন আমাকে টেনে নিয়ে এল মায়ানগরী মুম্বাইয়ে। আর আজ... আজ আমার যমজ ভাই আকসার আমাকে দেশছাড়া করে এই ব্যাংককে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি আমার পরিবারের সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এসেছি। আমি আকসারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি আর কোনোদিন নিজের দেশে, নিজের মুম্বাই শহরে ফিরে যাব না।"

তিনশ ৮৩তম অধ্যায়: রূপকথার চেয়েও ভয়ংকর বাস্তবতা

বিপাশা মন্ত্রমুগ্ধের মতো রোহিতের কথাগুলো শুনছিল। তার চোখে বিস্ময় আর করুণার ছায়া। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "রোহিত... কোনো মানুষের জীবনে এত কিছু ঘটতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আপনার এই গল্প শুনলে যেকোনো সিনেমার চিত্রনাট্যও হার মানবে। বিশেষ করে আকসার আর আশিকীর সেই প্রেম—সেটা তো অমর কোনো মহাকাব্যের মতো। কিন্তু এর শেষটা এত ভয়ংকর কেন হলো?"

রোহিত ধরা গলায় বলল, "আমাদের চিরশত্রু রেশমা আর সন্দীপ ওদের তিলে তিলে শেষ করে দিয়েছে। ওরা এখন জেলে পচছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের সাজানো জগতটা ওরা ছারখার করে দিয়ে গেছে। আকসার আর আশিকী একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারত না। তাই ওরা একে একে দুজনেই না ফেরার দেশে চলে গেল। এখন শুধু এই ধরণীতে রয়ে গেছে ওদের প্রেমের শেষ চিহ্ন—আমাদের ছোট্ট কুলদীপ।"

তিনশ ৮৪তম অধ্যায়: আকসারের শেষ ইচ্ছা ও একটি কঠিন শপথ

রোহিত এবার বিপাশার হাত দুটো আলতো করে ধরে বলল, "আকসার যাওয়ার আগে আমায় বলে গিয়েছিল আমি যেন পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ না করি। সে চেয়েছিল কুলদীপ যেন তার বাবা-মায়ের অভাব কোনোদিন বুঝতে না পারে। সে চেয়েছিল আমি যেন কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে

নিই, যে কুলদীপকে তার নিজের মায়ের ভালোবাসা দেবে। আমি জানি না আমি আকসার আর আশিকীর জায়গা নিতে পারব কি না, কিন্তু আমি চেয়েছি কুলদীপ যেন কোনোদিন জানতে না পারে তার জন্মদাতা বাবা-মা আর নেই। আমাদের এই অন্ধকার অতীতের একটা ছায়াও যেন ওর ওপর না পড়ে।"

বিপাশার চোখে তখন জলের ধারা। সে দেখল রোহিতের চোখে কেবল অপরাধবোধ আর ভালোবাসা। বিপাশার মনে হলো, ঈশ্বর হয়তো তাকে এই রূপ দিয়েই পাঠিয়েছেন যাতে সে এই শূন্যতা পূরণ করতে পারে। রোহিতকে দেখতে হুবহু আকসারের মতো, আর বিপাশাকে হেলেনার মতো—এ কি স্রেফ কাকতালীয়, নাকি কোনো ঐশ্বরিক পরিকল্পনা?

তিনশ ৮৫তম অধ্যায়: নতুন বসন্তের পদধ্বনি

ব্যাংককের সেই বর্ষণমুখর রাত সাক্ষী হয়ে রইল এক নতুন সম্পর্কের। বিপাশা আর রোহিত ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে বলতে অনুভব করল, তাদের দুজনের নিঃসঙ্গ আত্মা যেন একে অপরের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। বিপাশা রোহিতের মধ্যে পেল এক অকুতোভয় বীরকে, আর রোহিত বিপাশার মায়াবী হাসিতে ফিরে পেল তার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে।

বিপাশা রোহিতের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, "রোহিত, আমি কুলদীপকে নিজের সন্তানের মতো আগলে রাখব। আমি ওর মা হয়েই এই বাড়িতে থাকব।"

রোহিত আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, "বিপাশা, তুমি কি পারবে আমার মতো এক অভিশপ্ত মানুষকে গ্রহণ করতে?"

বিপাশা মৃদু হেসে রোহিতের কাঁধে মাথা রাখল। "অভিশাপ মুছে দেওয়ার জন্য ভালোবাসাই যথেষ্ট রোহিত।"

সে রাতেই তারা দুজনে এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। স্থির হলো, রোহিত আর বিপাশা বিয়ে করে কুলদীপের আসল বাবা-মা হয়ে উঠবে। তারা নতুন করে জীবন সাজাবে থাইল্যান্ডের এই মাটিতেই। এই বাঁকটি এক বিশাল ট্র্যাজেডির পর এক চিলতে সুখের বার্তা নিয়ে এল। কিন্তু মুম্বাইয়ের সেই পরিবার আর জেলের ভেতরে থাকা রেশমা কি সত্যিই তাঁদের এই সুখ সহ্য করবে?

তিনশ ৮৬তম অধ্যায়: নতুন সংসারের সুর

থাইল্যান্ডের সেই নীল ফ্ল্যাটে এখন আবার নতুন করে প্রাণের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। রোহিত আর বিপাশার বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যাংককের ব্যস্ত শহরের মাঝে এই ছোট ফ্ল্যাটটি এখন তাঁদের নতুন পৃথিবী। বিপাশা কেবল রোহিতের স্ত্রী নয়, সে এখন ছোট কুলদীপের (আকশু) ছায়াসঙ্গী। প্রতিদিন রাতে বিপাশা তার মিষ্টি গলায় গান শুনিয়ে কুলদীপকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাচ্চার ছোট ছোট হাত যখন বিপাশাকে আঁকড়ে ধরে, তখন রোহিতের মনে হয় হয়তো সত্যিই কোনো অলৌকিক শক্তি এই পরিবারটিকে রক্ষা

করছে।

তিনশ ৮৭তম অধ্যায়: ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরাধীর স্বীকারোক্তি

এক গভীর রাত। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কুলদীপ আর বিপাশা ঘুমিয়ে পড়লেও রোহিতের চোখে ঘুম নেই। সে ধীর পায়ে ড্রয়িংরুমে এল। দেওয়ালে টাঙানো আছে আকসার আর আশিকীর হাসিমুখের ছবি। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রোহিতের বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল।

সে আশিকীর ছবির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "হেলেনা... আমি জানি তুই আজ ওপার থেকে সব দেখছিস। তুই আমার প্রথম প্রেম ছিলি, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তুই আমার ভাইয়ের 'আশিকী' হয়ে গিয়েছিলি। তোকে আজও আমি ততটাই ভালোবাসি যতটা কুড়ি বছর আগে বাসতাম। কিন্তু কুলদীপের ভবিষ্যতের দিব্যি দিয়ে তুই আমাকে যে পথে দাঁড় করিয়েছিলি, সেই পথেই আমি হাঁটছি। নিজের হাতে তোকে গুলি করার সেই ক্ষত আমি কোনোদিন মুছতে পারব না।"

রোহিত এবার আকসারের ছবির দিকে তাকাল। "আকসার, তোর শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই আমি আজ বিপাশাকে বিয়ে করেছি। কিন্তু ভাই, একটা অপরাধবোধ আমাকে সারাক্ষণ কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। আমরা কি সত্যিই কুলদীপকে তোদের মতো ভালোবাসতে পারব? মা-বাবার সেই আসল টান কি আমরা দিতে পারব? কিছু তো থামতি থেকেই যাবে রে!"

রোহিত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "তোদের তিল তিলে গড়া স্বপ্নগুলো আজ এভাবে ধুলোয় মিশে গেল আমার জন্য। তোরা থাকলে কুলদীপ আজ এক রাজপুত্রের মতো বড় হতো। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিস।"

তিনশ ৮৮তম অধ্যায়: বিপাশার শপথ ও অটল ভরসা

রোহিতের অজান্তেই বিপাশা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে রোহিতের কাঁধে হাত রাখল। রোহিত চমকে তাকিয়ে দেখল বিপাশার চোখও জলে ভেজা। বিপাশা ছবির সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সে কোনোদিন আকসার বা আশিকীকে দেখেনি, কিন্তু রোহিতের মুখে তাদের অমর প্রেম কাহিনীর গল্প শুনে সেও যেন তাদের খুব আপন হয়ে উঠেছে।

বিপাশা ছবির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, "আকসার দা, আশিকী দিদি... আপনাদের আমি দেখিনি ঠিকই, কিন্তু আপনাদের এই রোহিত আপনাদের কতটা শ্রদ্ধা করে আর ভালোবাসে তা আমি জানি। আপনাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। আপনাদের স্বপ্ন আজ থেকে আমারও স্বপ্ন। আমি আর রোহিত আজ কথা দিচ্ছি—কুলদীপকে আমরা আমাদের নিজেদের সন্তানের মতো করে বড় করব। কোনো অভাব, কোনো দুঃখ ওর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারবে না।"

বিপাশা রোহিতের হাত শক্ত করে ধরে বলল, "আমরা কুলদীপকে এমন এক সুন্দর ভবিষ্যৎ দেব যা আপনারা চেয়েছিলেন। ওকে কোনোদিন বুঝতে দেব না যে আমরা ওর জন্মদাতা মা-বাবা নই।

অতীতের কোনো অন্ধকার ছায়া ওর গায়ে আমরা লাগতে দেব না। আপনারা যেখানেই থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনাদের 'আকশু' আমাদের কাছে সুরক্ষিত আছে।"

তিনশ ৮৯তম অধ্যায়: এক নতুন অঙ্গীকার

বিপাশার কথায় রোহিত যেন নতুন করে শক্তি খুঁজে পেল। সে বুঝল, অতীতকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলে চলবে না, কুলদীপের জন্য বর্তমানকে সুন্দর করতে হবে। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দুই যমজ ভাইয়ের স্মৃতি আর এক মায়াবী ছায়ার উপস্থিতিতে রোহিত আর বিপাশা এক অদৃশ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হলো।

থাইল্যান্ডের সেই নিস্তব্ধ রাতে শুরু হলো এক নতুন যাত্রা। পেছনে পড়ে রইল মুম্বাইয়ের রক্তমাখা ট্র্যাজেডি, আর সামনে খুলে গেল এক অসীম স্নেহের পথ। কিন্তু নিয়তির খেলা কি সত্যিই এখানেই শেষ? নাকি কুলদীপ বড় হওয়ার সাথে সাথে সেই পুরনো শয়তানরা আবার ফিরে আসবে?

এই অধ্যায়টি এক গভীর বিষাদ আর ত্যাগের অঙ্গীকার দিয়ে এক নতুন আশার দিকে মোড় নিল।

তিনশ ৯০তম অধ্যায়: এক বছরের আলো ও হৃদয়ের বিষাদ

থাইল্যান্ডের সেই ফ্ল্যাটে আজ সকাল থেকেই এক খুশির আমেজ। দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল। আজ ছোট্ট কুলদীপের—রোহিতের আদরের ‘আকশু’র—প্রথম জন্মদিন।

বিপাশা আজ খুব ভোরে উঠেছে। সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পুরো ঘরটা রঙিন বেলুন আর ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। তার চোখেমুখে মাতৃত্বের এক অপূর্ব দ্যুতি। রোহিত দরজায় দাঁড়িয়ে বিপাশার এই ব্যস্ততা দেখছিল। সে ভাবল, ঈশ্বর বিপাশাকে পাঠিয়েছেন বলেই আজ এই বাড়িটা আবার ঘর হয়ে উঠেছে।

রোহিত এগিয়ে গিয়ে বিপাশার কাঁধে হাত রাখল। "খুব সুন্দর লাগছে ঘরটা বিপাশা। আকশু ঘুম থেকে উঠলেই অবাক হয়ে যাবে।"

বিপাশা হাসল, কিন্তু রোহিতের চোখের কোণে জমে থাকা জলটুকু তার নজর এড়ালো না। রোহিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আজ আকসার আর আশিকী বেঁচে থাকলে কতই না খুশি হতো! কুলদীপ বড্ড একা হয়ে বড় হচ্ছে বিপাশা। আজ যদি ওর হিরণ্ময় জেঠু, কুশাল মামা, ধীরাজ দাদুরা পাশে থাকত—তবে তারা হয়তো কুলদীপকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিত। মুম্বাইয়ের সেই পরিবারটা আজ কত দূরে!"

বিপাশা রোহিতের হাত ধরে শান্ত গলার বলল, "রোহিত, আমরাই তো ওর সব। আজ কোনো দুঃখ নয়, আজ শুধু আনন্দ হবে।"

তিনশ ৯১তম অধ্যায়: প্রথম জন্মদিনের উৎসব

বিকেলে ছোট্ট একটি কেক কাটা হলো। কুলদীপ এখন একটু একটু করে বসতে শিখেছে, অস্ফুট স্বরে আধো আধো বুলি ফোটে তার মুখে। বিপাশা আর রোহিত মিলে তাকে কেক খাওয়াল। তারা দুজনে অনেক আনন্দ করল, কুলদীপকে নিয়ে সারা ঘর ছোটাছুটি করল। ব্যাংককের সেই নিঃসঙ্গ জীবনেও তারা এক টুকরো স্বর্গ রচনা করল। বিপাশার গান আর কুলদীপের খিলখিল হাসিতে মায়ানগরীর সেই বিভীষিকা যেন সাময়িকভাবে আড়ালে চলে গেল।

কুলদীপ জানেই না, তাকে আগলে রাখা এই মা-বাবা আসলে তার জন্মদাতা নয়। সে জানে না, তার জন্য কত রক্ত আর কত অশ্রু বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

তিনশ ৯২তম অধ্যায়: ছাদের ওপর একাকী সংলাপ

রাত যখন গভীর, বিপাশা কুলদীপকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু রোহিতের বুকে তখন স্মৃতির মিছিল। সে চুপিচুপি আলমারি থেকে আকসার আর আশিকীর বেশ কিছু ছবি বের করে ন নিল। এরপর সে একা ফ্ল্যাটের ছাদে উঠে গেল।

রাতের ব্যাংককের আকাশ আজ নক্ষত্রে ভরা। রোহিত ছবিগুলো ছাদের রেলিঙের ওপর সাজিয়ে রাখল। সে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, "দেখ আকসার, দেখ হেলেনা... তোদের ছেলে আজ এক বছরে পা দিল। আজ আমরা খুব আনন্দ করেছি। তোরা যে স্বপ্ন দেখেছিলি, আমি আর বিপাশা মিলে তা পূরণ করার চেষ্টা করছি।"

রোহিত একটা ছবির ওপর হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, "বিপাশা কুলদীপকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে রে। ও কোনোদিন ওকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না। আমি আর বিপাশা মিলে এক কঠিন দেওয়াল তুলেছি কুলদীপের চারদিকে। ও কোনোদিন বুঝতেই পারবে না যে তার আসল বাবা-মা আজ না ফেরার দেশে। ও জানবে আমিই ওর জন্মদাতা বাবা, আর বিপাশাই ওর মা।"

তিনশ ৯৩তম অধ্যায়: অন্ধকারের ওপারে প্রহর গোনা

রোহিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক চিরে আসা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে জানে, এই মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়েই তাকে কুলদীপের ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। সে মনে মনে শপথ নিল,
মুম্বাইয়ের সেই অভিশপ্ত ছায়া যেন কোনোদিন সমুদ্র পার হয়ে
থাইল্যান্ডের এই মাটিতে পৌঁছাতে না পারে।

রোহিত ছবিগুলো সযত্নে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে কি জানত যে ঠিক এই মুহূর্তেই ভারতের কোনো এক অন্ধকার কুঠুরিতে রেশমা আর সন্দীপ তাদের শেষ চাল চালার প্রস্তুতি নিচ্ছে? এই সুন্দর জন্মদিনের রাতের আড়ালে কি লুকিয়ে আছে কোনো নতুন ট্র্যাজেডি?

মায়ানগরী থেকে ব্যাংকক—রোহিতের জীবনের প্রতিটি সুখের মুহূর্ত কেন বারবার এক যন্ত্রণার দিকে মোড় নেয়?

তিনশ ৯৪তম অধ্যায়: জন্মদিনের পূর্ণতা ও এক যন্ত্রণাময় ইতিহাস

ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রোহিত আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। তার চোখের জল গড়িয়ে থুতনি দিয়ে নিচে পড়ছিল। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "একুশ বছর আগে আমার ২০তম জন্মদিনের সেই অভিশপ্ত রাতে যে ঝড়ের শুরু হয়েছিল, আজ কুলদীপের এক বছরের জন্মদিনে আমি সেই ঝড়ের সমাপ্তি টানলাম। আজ থেকে কুলদীপ আর অনাথ নয়। আমি আর বিপাশা ওকে মা-বাবার সমস্ত উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখব।"

রোহিত বুক চিরে আসা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, "আকসার, হেলেনা... তোদের প্রেম অমর হয়ে থাকবে আমাদের সবার মনে। কিন্তু কুলদীপের ভবিষ্যতের জন্য আজ আমাকে এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হচ্ছে। ও যদি জানতে পারে তোদের এই রক্তমাখা ইতিহাস, তবে ও কোনোদিন শান্তিতে বাঁচতে পারবে না। তোরা আমাকে ক্ষমা করিস ভাই, তোরা আমাকে ক্ষমা করিস হেলেনা।"

তিনশ ৯৫তম অধ্যায়: আগুনের বুকে বিসর্জন

রোহিত পকেট থেকে একমুঠো লাল গোলাপের পাপড়ি বের করে চারদিকে ছড়িয়ে দিল—ঠিক যেন কুড়ি বছর আগের সেই হারানো বসন্তের স্মৃতি। এরপর সে ধীর হাতে আলমারি থেকে আনা আকসার আর আশিকীর সেই পুরনো ছবিগুলো হাতে নিল। আগুনের শিখা জ্বালিয়ে সে একে একে ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করল।

কাগজগুলো পুড়ে ছাই হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছিল। রোহিত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "তোদের স্মৃতিগুলো আজ আমি এই আগুনেই উৎসর্গ করলাম। কুলদীপের দুনিয়ায় তোদের ছবি থাকবে না, থাকবে শুধু আমাদের দেওয়া এক নতুন পরিচয়। তোরা আজ থেকে এই ছবিগুলোর মতোই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মুক্তি পাও।"

তিনশ ৯৬তম অধ্যায়: প্রকৃতির বিচার ও অশুভের বিনাশ

ঠিক সেই সময় এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। ছাদের ওপর যখন রোহিত ছবিগুলো পোড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই নিচের রুমে থাকা আকসার আর আশিকীর সেই বড় বাঁধানো ছবিটিতেও প্রকৃতির কোনো এক অজানা নিয়মে হঠাৎ আগুন ধরে গেল। দেওয়ালের সেই ছবি থেকে আগুনের শিখা লকলক করে উঠল। কুড়ি বছর ধরে বয়ে চলা সমস্ত হিংসা, বিবাদ, বিচ্ছেদ আর ষড়যন্ত্র যেন এক লহমায় সেই পবিত্র আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

রেশমা আর সন্দীপের সেই অভিশপ্ত অধ্যায় আজ চিরতরে স্তব্ধ হলো। রোহিত আর বিপাশা এখন এক নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা, যেখানে কুলদীপই তাদের একমাত্র ধ্রুবতারা।

তিনশ ৯৭তম অধ্যায়: অসম্পূর্ণ প্রেমের পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি (সিজন ১ সমাপ্তি)

আকসার আর আশিকী আজ এই নশ্বর পৃথিবীতে নেই। থাইল্যান্ডের এই পাহাড়ি শহরে রয়ে গেছে শুধু তাঁদের শেষ চিহ্ন—ছোট্ট কুলদীপ। ভাগ্যের কী এক নিষ্ঠুর পরিহাস, তাঁদের এই বিরহকাব্য হয়তো সেই দিনই লেখা হয়ে গিয়েছিল যেদিন ব্যাংককের সেই বৃষ্টিভেজা রাস্তায় তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল। মিলন নয়, বরং বিচ্ছেদ আর আত্মত্যাগই ছিল তাঁদের ললাটের লিখন।

এভাবেই শেষ হয়ে যায় এক হৃদয়বিদারক ভালোবাসার গল্প। অসম্পূর্ণ থেকে যায় আকসার আর আশিকীর এক অপূর্ব, পূর্ণতা না পাওয়া প্রেমকাহিনী। তাঁদের সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর যন্ত্রণার কথা ইতিহাস হয়তো মনে রাখবে না, কিন্তু ব্যাংককের এই নীল আকাশ আর সমুদ্রের ঢেউগুলো চিরকাল তাঁদের সেই যন্ত্রণাময় অপেক্ষার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

মায়ানগরীর সেই কুয়াশা ঢাকা রাত থেকে ব্যাংককের এই রক্তিম সূর্যাস্ত—প্রতিটি মোড়ে হার মেনেছে প্রেম, আর জয়ী হয়েছে নিষ্ঠুর নিয়তি। যে কাহিনী শুরু হয়েছিল এক অসম বন্ধুত্বের হাত ধরে, তা শেষ হলো এক বিশাল শূন্যতার হাহাকারে।

গল্পের সিজন ১ এখানেই সমাপ্ত হলো।